Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামে হালাল ও হারাম উপার্জন

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আয়েশা সিদ্দিকা তিন্নী

রোলঃ 23090120094

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামে হালাল ও হারাম উপার্জন

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আয়েশা সিদ্দিকা তিন্নী

রোলঃ 23090120094

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলামে হালাল ও হারাম উপার্জন " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আয়েশা সিদ্দিকা তিন্নী, আইডিঃ 23090120094 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলামে হালাল ও হারাম উপার্জন " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

আয়েশা সিদ্দিকা তিন্নী

আইডিঃ 23090120094

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

১. হালাল ও হারাম : পরিচিতি ও প্রয়োজনীয়তা 5

২. হালাল ও হারাম উপার্জন! ইসলামী দৃষ্টিকোণ..... 23

৩. উপার্জন হালাল বা হারাম হওয়ার মূলনীতি :- 44

৪. হালাল উপার্জনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য : 49

৫. হালাল উপার্জনের কিছু দিক : 61

৬. হারাম খাওয়ার পরিণাম :..... 76

৭. হারাম জিনিস ক্ষতিকর :- 82

৮. হালাল-হারাম নির্ধারণ ও ঘোষণার একমাত্র অধিকার মহান আল্লাহ্‌র :..... 87

৯. হারাম উপার্জনকারীর ইবাদত কবুল হয় না : 89

১০. হালালকে হারাম ও হারামকে হালালকরণ শিরক পর্যায়ে অপরাধ : 92

১১. উপসংহার : 96

১. হালাল ও হারাম : পরিচিতি ও প্রয়োজনীয়তা

কুরআন ও হাদীসে হালাল-হারাম বিষয় দুটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উল্লেখ হয়েছে। উপার্জন হালাল হওয়া ও হারামমুক্ত হওয়া ইসলামে নামায, রোযার মতো প্রথম সারির ফরয বিধানসমূহের পরই অন্যতম ফরয বিধান। নিম্নে এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীস থেকে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা হলো।

হালাল পরিচিতি

শাব্দিক পরিচিতি :

'হালাল' শব্দটির মূল হলো حل (হিল্লুন)। মূল অর্থ: খুলে দেওয়া, উন্মুক্ত করা। পরবর্তী সময়ে শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ অর্থ: ضد الحرام তথা বৈধ, বা হারামের বিপরীত।

পারিভাষিক পরিচিতি :

আল্লামা মুহাম্মদ আলী থানভী রহ. 'হালাল' এর পারিভাষিক পরিচয় লিখেছেন-

الحلال ما أباحه الكتاب والسنة بسبب جائز مباح

'হালাল হলো, বৈধ কোনো কারণের ভিত্তিতে কুরআন-সুন্নাহ যার অনুমোদন দিয়েছে।'

হালালকে 'জায়েয'ও বলা হয়।
মোটকথা, হালাল একটি শরীয়াহ বিধান। এটি শরীয়াহ অনুমোদনকে বোঝায়।

হারাম পরিচিতি

শাব্দিক পরিচিতি :

'হারাম' শব্দটির মূল, ح-ر-م (হা, রা ও মীম)। এর মূল অর্থ : المنع والتشديد তথা নিষেধ করা ও কঠোরতা করা। শব্দটির আরেকটি অর্থ: ضد الحلال তথা বৈধ বা হালালের বিপরীত। অর্থাৎ নিষিদ্ধ।

পারিভাষিক পরিচিতি :

ইমাম আবু বকর জাস্সাস রহ. 'হারাম' এর পরিচয় দিয়েছেন এভাবে,

المحظور ما يستحق بفعله العقاب وبتركه الثواب

'হারাম বা নিষিদ্ধ বিষয় হলো, যা করার কারণে শাস্তির সম্মুখীন হতে হয় এবং ছেড়ে দেওয়ার দ্বারা প্রতিদান লাভ হয়।'

হারামকে 'নাজায়েয'ও বলা হয়।
মোটকথা, হারাম একটি শরীয়াহ বিধান। এটি শরীয়াহ নিষিদ্ধতাকে বোঝায়। যা অমান্য করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

হালাল গ্রহণের গুরুত্ব : আল কুরআনুল কারীম থেকে

কুরআন মাজীদে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অন্তত ৫টি আয়াতে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে হালাল গ্রহণের আদেশ দিয়েছেন। যথা :

- **মানবজাতির সকলের প্রতি নির্দেশ :**

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَاتَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

‘হে মানবজাতি, পৃথিবীতে যা কিছু হালাল ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রয়েছে তা থেকে তোমরা আহার করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।’ (সূরা বাকারা: ১৬৮)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু হালাল রিযক গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। এরপর বিশেষ করে শয়তানের অনুসরণ থেকে বেঁচে থাকতে আদেশ করেছেন। হারাম ভক্ষণ শয়তানের অনুসরণেরই একটি ক্ষেত্র। সুতরাং এর থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

সকল ঈমানদারের প্রতি নির্দেশ :

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ

‘হে মুমিনগণ, আমি তোমাদেরকে জীবিকারূপে যে উৎকৃষ্ট বস্তুসমূহ দিয়েছি, তা থেকে (যা ইচ্ছা) খাও এবং আল্লাহর শোকর আদায় করো, যদি সত্যিই তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করে থাকো।’ (সূরা বাকারা : ১৭২)

উক্ত আয়াতে অত্যন্ত জোরালোভাবে হালাল গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, তোমরা প্রকৃত অর্থে আল্লাহর বান্দা হয়ে থাকলে হালাল গ্রহণ করো। হারাম থেকে বেঁচে থাকো এবং এর জন্য শুকরিয়া আদায় করো।

আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. এ আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন, আল্লাহ তাআলা তাঁর মুমিন বান্দাদেরকে হালাল গ্রহণ ও হারাম বর্জনের আদেশ করেছেন যদি তারা তাঁর বান্দা হয়ে থাকে। হালাল গ্রহণ দোয়া ও ইবাদত কবুল হওয়ার মাধ্যম। অপরদিকে হারাম গ্রহণ দোয়া ও ইবাদত কবুল না হওয়ার কারণ। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৮ ইং., খ. ১, পৃ. ৩৫০)

- **ব্যাপক নির্দেশ :**

فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

‘আল্লাহ তোমাদেরকে হালাল ও পবিত্র যা কিছু দিয়েছেন তা থেকে তোমরা আহার করো এবং আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, যদি তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করে থাকো।’ (সূরা নাহল: ১১৪)

- **ব্যাপক নির্দেশ ও শাস্তির ভয় :**

كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَاتَطْغَوْا فِيْهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِيْ وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِيْ فَقَدْ هَوَىٰ

‘তোমাদেরকে যা দান করেছি, তা থেকে ভালো ও হালাল বস্তু আহার করো এবং এই বিষয়ে সীমালঙ্ঘন করো না। করলে তোমাদের ওপর আমার ক্রোধ অবধারিত এবং যার ওপর আমার ক্রোধ অবধারিত সে তো ধ্বংস হয়ে যায়।’ (সূরা তহা: ৮১)

উক্ত সম্বোধন যদিও বনি ইসরাইলদের প্রতি, তবে এর ব্যাপকতায় উম্মতে মুহাম্মাদীও অন্তর্ভুক্ত। আয়াতের সারমর্ম হলো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য যা হালাল করেছেন, যা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো তা গ্রহণ করে। আর যেগুলো হারাম করেছেন তা থেকে বেঁচে থাকো। যদি কেউ তা অমান্য করে হারাম গ্রহণ করে, তাহলে এ সীমালঙ্ঘনের কারণে আল্লাহর আযাব চলে আসতে পারে। সাথে এটিও জেনে রাখো, যার ওপর আল্লাহর আযাব নাযিল হয়, তার ধ্বংস অনিবার্য। (বয়ানুল কুরআন, খ. ৩, পৃ. ১৪৬)

- **নবীগণের প্রতি নির্দেশ :**

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا إِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ

‘হে রাসূলগণ, তোমরা উত্তম বস্তু আহার করো ও নেক আমল করো, নিশ্চয় আমি তোমাদের আমল সম্পর্কে সম্যক অবহিত।’ (সূরা মু’মিনূন, আয়াত: ৫১)

এ আয়াত থেকে বোঝা গেল, সমস্ত নবী-রাসূলগণ হালাল গ্রহণ ও হারাম বর্জনের ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট ছিলেন। এ থেকে হালাল গ্রহণের গুরুত্ব আরো প্রকটভাবে প্রমাণিত হয়।

আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. এ আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন, ‘এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁর সকল রাসূলকে হালাল গ্রহণ করতে আদেশ করেছেন। সাথে নেক কাজ করতেও বলেছেন। এতে প্রতীয়মান হয়,

إن الحلال عون على العمل الصالح فقام الأنبياء عليهم السلام بهذا أتم القيام

‘হালাল ভক্ষণ নেক ও সৎ কাজে সহায়ক। আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের ওপর পূর্ণরূপে আমল করেছেন।’ (তাফসীরে ইবনে কাসীর, খ. ৫, পৃ. ৪১৫)

সালাফ থেকে বর্ণিত আছে,
إذا أكلت الحلال أطعت الله شئت أو أبيت، وإذا أكلت الحرام عصيت الله شئت أو أبيت

‘যখন তুমি হালাল আহার করবে, তখন তুমি চাও বা না চাও তোমার মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্য হবেই। পক্ষান্তরে যখন তুমি হারাম খাবে, তখন তুমি চাও বা না চাও তোমার মাধ্যমে আল্লাহর নাফরমানি হবেই।’ (আল হিস আলাত তিজারাহ, পৃ. ৭)

লক্ষ্য করুন,

একটি দুটি নয়; বরং ৫টি আয়াতে ‘হালাল’ গ্রহণের স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া আরো বিভিন্ন আয়াতে হালাল গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ নির্দেশনা সারা জাহানের অধিপতি মহান আল্লাহর। বিভিন্ন আঙ্গিকে এসব আয়াতে হালাল গ্রহণের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে।হালাল গ্রহণ আল্লাহর অনুগ্রহ। তাই শুকরিয়া আদায় করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শুকরিয়া আদায় হালাল গ্রহণের চেতনাকে শাণিত করে। অহংবোধ তৈরি হয় না। তাই শুকরিয়া আদায়ের বিকল্প নেই।

দুই ও তিন নং আয়াতের এই- ‘যদি তোমরা সত্যিই কেবল তাঁরই ইবাদত করে থাক’ অংশটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সত্যিকার আল্লাহর বান্দা তারাই, যারা শত কষ্ট সত্তে¡ও মহান আল্লাহর উক্ত নির্দেশ পালনে সদা প্রস্তুত।
পাঁচ নং আয়াত থেকে বোঝা গেছে, হালাল গ্রহণ নেক কাজের সহায়ক। শত ভালো নিয়ত থাকা সত্তে¡ও নেক ও ভালো কাজ অনেকের দ্বারা হয় না। না হওয়ার একটি অন্যতম কারণ কিন্তু ‘হারাম ভক্ষণ’!

হালাল গ্রহণের গুরুত্ব : সহিহ হাদীস থেকে

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন হাদীসে হালাল গ্রহণের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। এ বিষয়ে কিছু সহিহ হাদীস নিম্নে পেশ করা হলো:

হালাল উপার্জন আবশ্যক :

হযরত আনাস বিন মালিক রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

طلب الحلال واجب على كل مسلم

'হালাল রুজি সন্ধান করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর অনিবার্য।' (মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হাদীস নং : ১৮০৯৯, হাদীসটির সনদের মান : হাসান।)

অবশ্য উপার্জনের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। কখনো তা ফরয হয়, কখনো মুস্তাহাব হয়। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা সামনে করা হবে ইনশাআল্লাহ।

হালাল গ্রহণ দোয়া কবুলের পূর্বশর্ত :

হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

أيها الناس! إن الله طيب،لايقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال : يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم، وقال : يأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يارب يارب! ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك

'হে লোকসকল, নিশ্চয় আল্লাহ পবিত্র। তিনি পবিত্রতা ছাড়া কিছু গ্রহণ করেন না। আল্লাহ তাআলা রাসূলদেরকে যে বিষয়ের আদেশ দিয়েছেন, মুমিনদেরকেও সে বিষয়ে আদেশ

দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ‘হে রাসূল, পবিত্র বস্তু থেকে আহার করো এবং সৎকর্ম করো। নিশ্চয় আমি তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জ্ঞাত।’ (সূরা মুমিনুন: ৫১)

অন্যত্র বলেছেন, ‘হে ঈমানদারগণ, আমি তোমাদেরকে যে উত্তম রিযিক দিয়েছি, তা থেকে আহার করো।’ (সূরা বাকারা: ১৭২)

এরপর নবীজি সা. এমন এক ব্যক্তির কথা আলোচনা করলেন, যে মরুভ,মিতে দীর্ঘ সফর করেছে। যার চুলগুলো এলোমেলো। ধুলায় ধুসরিত। এ অবস্থায় সে আকাশের দিকে দুই হাত তুলে দোয়া করে বলে, ‘হে আমার প্রতিপালক, হে আমার প্রতিপালক!’ অথচ তার খাদ্য হারাম। পানীয় হারাম। পোশাক-পরিচ্ছদ হারাম। তার শরীর বেড়ে উঠেছে হারাম দ্বারা। অতএব, তার দোয়া কীভাবে কবুল করা হবে! (সহিহ মুসলিম: ১০১৫)

দেখুন, সফরে থাকা, অক্ষমতা, মুখাপেক্ষিতা ইত্যাদি দোয়া কবুলের সহায়ক বিভিন্ন উপাদান থাকা সত্তে¡ও শুধু হালাল গ্রহণ না করার কারণে দোয়া কবুল করা হয়নি। এটি ভাবার বিষয়। শুধু নেক কাজ করাই যথেষ্ট নয়; হারাম থেকে বেঁচে থাকাও জরুরি। ‘তার দোয়া কীভাবে কবুল করা হবে’ হাদীসে এ অংশটি বেশ ভাবার বিষয়। ‘দোয়া কবুল হবে না’ বলা হয়নি। নবীজি কতটা আশ্চর্য প্রকাশ করলেন! কত দৃঢ়তার সাথে বিষয়টি তুলে ধরলেন!

❖ **হালাল গ্রহণের বিশেষ অসিয়ত :**

হালালের গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সা'দ রা.-কে বিশেষভাবে অসিয়ত করার সময় ইরশাদ করেছেন,

يا سعد! أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة.

'হে সা'দ, তুমি তোমার খাদ্যকে হালাল করো। তাহলে তুমি এমন হবে, যার দোয়া ফেরত দেওয়া হয় না।' (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, খ. ১০, পৃ. ৩৭৮, হাদীস : ১৮১০১)

হারাম বর্জনের গুরুত্ব : কুরআনুল কারীম থেকে

কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَاتَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

'হে ঈমানদারগণ, তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভোগ করো না।' (সূরা নিসা : ২৯)

আর্থিক বিষয়ে 'আল আকলু বিল বাতিল' একটি গুরুত্বপূর্ণ নিষিদ্ধ বিষয়। এর সরল অর্থ: 'অন্যায়ভাবে সম্পদ ভোগ করা।' 'অন্যায়' অর্থ: শরীয়াহ নিষিদ্ধ পথে সম্পদ ব্যবহার করা। চাই সেটি অন্যের সম্পদ হোক কিংবা নিজের হোক। নিজের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করার অর্থ: পাপকাজে সম্পদ ব্যয় করা। সম্পদ হয়তো হালাল, হালাল পথে অর্জন হয়েছে কিন্তু ব্যয় করা হয়েছে হারাম কাজে। সেটিও উক্ত 'আল-আকলু বিল-বাতিল'-এর অন্তর্ভুক্ত।

অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করার অর্থ: চুরি, ডাকাতি, রিবা, খেয়ানত, জুয়া, ঘুষ, ইত্যাদি জুলুম পন্থায় সম্পদ উপার্জন করা। এর মধ্যে আরো আছে, বিনিময়হীন ভোগ। যেমন, বাস ভাড়া না দিয়ে নেমে পড়া। শ্রমিকের বেতন না দেওয়া। ইত্যাদি।

এর মধ্যে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, অন্যের অনুমোদন ছাড়া তার সম্পদ ব্যবহার করা। যেমন, সরকারী অফিসের ফোন ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা। বন্ধু বা সহকর্মীর

জিনিসপত্র তার অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করা। অর্থাৎ, এমন ব্যবহার যা সাধারণত অনুমোদনের মধ্যে পড়ে না।

আর্থিক লেনদেনের মাঝে আছে, ফাসেদ লেনদেন থেকে প্রাপ্ত মূল্য গ্রহণ করা। যেমন, কেউ ইচ্ছাকৃত নষ্ট কোনো পণ্য বা খাবার বিক্রয় করেছে। তাহলে বিক্রেতার জন্য এভাবে মূল্য গ্রহণ ও ব্যবহারও 'আল আকলু বিল বাতিল'-এর অন্তর্ভুক্ত।

তদ্রূপ যেসব কাজ বৈধ নয়, সেসবের বিনিময় গ্রহণ করাও 'আল আকলু বিল বাতিল'-এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন, গান গেয়ে, নাচ করে, ব্যভিচার করে ইত্যাদি হারাম পথে উপার্জন। যদিও দাতার সম্মতি থাকে, তদুপরি সম্পদ উপার্জনের পথ যেহেতু নিষিদ্ধ, তাই প্রাপ্তিও নিষিদ্ধ। (পুরো আলোচনার মূল উৎস : আহকামুল কুরআন, জাস্সাস রহ., সূরা বাকারা : ১৮৮, খ. ১, পৃ. ৩০৩-৩০২, সূরা নিসা : ৩৩, খ. ২, পৃ. ২১৫-২১৬। প্রকাশক : যাকারিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ, ভারত।)

সুতরাং ইসলামে শুধু রিবা বা সুদ-ই হারাম নয়; 'আল আকলু বিল বাতিল'ও হারাম। এ বিষয়ে আমাদের মধ্যে সচেতনতার ঘাটতি রয়েছে!

হারাম বর্জনের গুরুত্ব : সহিহ হাদীস থেকে

- **হারাম গ্রহণের চেয়ে মাটি খাওয়া ভালো :**

হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

والذي نفسي بيده ... لأن ياخذ أحدكم ترابا فيجعله في فيه، خير له من أن يجعل في فيه ما حرم الله عليه

'সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের আল্লাহ যা হারাম করেছেন, এমন কিছু নিজ মুখে দেওয়ার চেয়ে মুখে মাটি দেওয়া অনেক ভালো।' (মুসনাদে আহমাদ, মুআসসাতুল রিসালাহ, বৈরুত, লেবানন, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৮ ইং., খ. ২, পৃ. ২৫৭)

কোনো কিছুর গুরুত্ব ও নিশ্চয়তা বোঝানোর জন্য বাক্যে ‘কসম’ (শপথ) ব্যবহার করা হয়। এখানে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কসম শব্দ ব্যবহার করে, অত্যন্ত জোরালোভাবে হারাম বর্জনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন।

প্রকাশ থাকে যে, এটি জানা কথা, মাটি খাওয়া হয় না। উদ্দেশ্য হলো, সামান্য হালাল ডাল-ভাত হলেও সেটাই গ্রহণ করো। হারাম থেকে বিরত থাকো। ‘হারাম খাওয়ার চেয়ে মাটি খাওয়া ভালো।’ হাদীসের এই অংশটি মনে রাখার মতো।

❖ জান্নাতে প্রবেশ নিষিদ্ধ :

খলিফায়ে রাশেদ আবু বকর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

لا يدخل الجنة جسد غذي بحرام

‘সেই দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যাকে তৃপ্ত করা হয়েছে হারাম দ্বারা।’ (মাজমাউয যাওয়ায়েদ, খ. ১০, পৃ. ৩৮০)

হযরত কা’ব ইবনে উজরাহ রা. থেকে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

كل لحم نبت من الحرام فالنار أولى به

‘প্রত্যেক গোশত বা দেহ যা হারাম দ্বারা বৃদ্ধি হয়েছে, তার জন্য জাহান্নামের আগুনই অধিক উপযুক্ত।’ (আল হাছছু আলাত তিজারাহ, ভূমিকা, পৃ. ৮)

❖ সম্পদের হিসাব প্রদান :

আবু বারযাহ আসলামী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

لاتزول قدما عبد يوم ا لقيامة حتى يسئل عن عمره فيم أفناه، وعن علمه فيم فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن جسمه فيم أبلاه

‘কিয়ামতের দিন কারো দুই পা সামনে অগ্রসর হবে না, যতক্ষণ না তাকে তার জীবন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে- কীভাবে সেটা ব্যবহার করেছে। তার ইল্ম সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে- সে অনুযায়ী আমল করেছে কি না। তার সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে- কোথা থেকে তা উপার্জন করেছে ও কোথায় তা ব্যয় করেছে। তার দেহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে- কীভাবে তা ক্ষয় হয়েছে।’ (জামে তিরমিযী, হাদীস নং ২৪১৭)

উক্ত হাদীস থেকে জানা গেল, সম্পদ অর্জন ও ব্যয়কারীদের তিনটি অবস্থা হতে পারে। যথা,

ক. যারা হারাম পন্থায় সম্পদ উপার্জন করেছে।
খ. যারা হালাল পন্থায় সম্পদ উপার্জন করেছে তবে ব্যয় করেছে হারাম কাজে। এই দুই শ্রেণির সম্পদশালী ধ্বংস হবে।
গ. যারা হালাল পথে উপার্জন করেছে ও তা ব্যয়ও করেছে হালাল কাজে। কেবল এ শ্রেণির সম্পদশালী সফল হবে।
এ হাদীসে আরো একটি বিষয় লক্ষণীয়, যে ৫টি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার কথা বলা হয়েছে, এর মধ্যে দুটিই অর্থনৈতিক বিষয়ে। এর অর্থ ৪০ শতাংশ প্রশ্ন হবে অর্থনীতি নিয়ে। ভাবার বিষয় হলো, আমরা বাস্তব জীবনে এ নিয়ে কত শতাংশ চিন্তিত!!

সারকথা :

উপরোল্লিখিত আয়াত ও হাদীস থেকে এটি অত্যন্ত পরিষ্কার যে, একজন মুমিন হিসাবে আয়-রোজগারে হারাম থেকে বেঁচে থাকতে হবে, হালালের ওপর চলতে হবে। হারাম উপার্জন অত্যন্ত নিন্দিত। এর ঠিকানা জাহান্নাম। অতএব প্রত্যেক মুমিনের চিন্তা করা উচিত, তার উপার্জনে কোনো হারাম আছে কি না। শরীয়াহ্ বিশেষজ্ঞ কারো সাহায্যে নিজের যাবতীয় আয়-উপার্জন শরীয়াহ্ চেকিং করিয়ে নেওয়া জরুরি।

হালাল উপার্জনের গুরুত্ব:

শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ.-এর সারগর্ভ বক্তব্য আল্লামা শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ. (১৩৩৬ হি.-১৪১৭ হি./১৯১৭-১৯৯৭ খ্রি.) ছিলেন আরবের নিকট অতীতের বিখ্যাত মনীষী আলেম। তিনি একাধারে হাদীস বিশারদ, ফকিহ, আরবী ভাষাবিদ, মুহাক্কিক, ইসলামী চিন্তাবিদ, বস্তুনিষ্ঠ লেখক ছিলেন। ব্যবসা-বাণিজ্যে উদ্বুদ্ধ করণ বিষয়ে ইমাম ইবনে খাল্লাল রহ. (৩১১ হি.)-এর একটি গ্রন্থের সম্পাদনা করতে গিয়ে এর ভ‚মিকায় তিনি বর্তমান সময়ে উপার্জনে হালাল-হারাম বিষয়ে একটি সারগর্ভ বক্তব্য পেশ করেছেন। গুরুত্বের বিবেচনায় বক্তব্যটির সারমর্ম পাঠকদের জন্য পেশ করা হলো-

‘বর্তমান সময়ে প্রায় সবাই উপার্জনের কোনো না কোনো পন্থায় লেগে আছে। বরং এতো বেশি একে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে, যা আগে কখনো হয়নি। তাদের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে আছে আর্থিক সমৃদ্ধি অর্জন। ফরয ও ওয়াজিব ইবাদতের ওপরও একে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। তাই এখন আর কাউকে উপার্জনে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করার তেমন প্রয়োজনীয়তা নেই।

এখন মানুষের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয় হলো, তাদেরকে হারাম উপার্জন থেকে সতর্ক করা। এখন তো সুদ, ঘুষ, ছিনতাই, সিন্ডিকেট, মিথ্যা, প্রতারণা, যাকাত না দেওয়া ইত্যাদি সকল অন্যায় কাজে সমাজ ছেয়ে গেছে। এসব কারণে মানুষের চরিত্র কলুষিত হচ্ছে। সমাজ থেকে ভ্রাতৃত্ববোধ উঠে যাচ্ছে। পরকালের ওপর ইহকালকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। সুতরাং মানুষকে এসব ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে সতর্ক করা এখন খুবই জরুরি।

যার উপার্জনে হারাম ঢুকে যায়, তার থেকে আল্লাহর আনুগত্য, ভালো কাজের আশা করা যায় না। কারণ খারাপ কাজ সবসময় খারাপের দিকেই আহ্বান জানায়। বিশেষত যখন খাদ্য হারাম থাকে, তখন বিষয়টি আরো ভয়াবহরূপ দান করে। সুতরাং আমাদের মধ্যে থেকে কারো ব্যাপারে যদি দেখা যায়, তার চরিত্রে, চলনে সমস্যা আছে, আল্লাহর আনুগত্য করে না, পাপাচারে লিপ্ত, তাহলে তুমি তার উপার্জনের উৎস তালাশ করে দেখো, তাতে হারাম আছে। কারণ হারাম সম্পদ মানুষের চরিত্র কলুষিত করে, আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।’ (আল হাছছু আলাত তিজারাহ, ভ‚মিকা, পৃ. ৭)

হালাল উপার্জনের গুরুত্ব: শায়খুল ইসলাম মুফতি তাকী উসমানী হাফি.-এর মূল্যবান ভাষ্য শায়খুল ইসলাম মুফতি তাকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহ। বর্তমান সময়ে মুসলিম বিশ্বের প্রথম সারির বিশ্ব নন্দিত আলেমদের অন্যতম। তিনি এক বয়ানে বলেছেন-

‘কেউ যদি সর্বদা এই ফিকির ও চিন্তা নিয়ে চলে যে, তার উপার্জনে যেন এক টাকাও হারাম না ঢুকে। তাহলে ইয়াকীন ও বিশ্বাস রাখুন, যদি ওই লোক জীবনে কোনো নফল নামাযও না পড়ে, নিয়মিত যিকির-তাসবীহও আদায় না করে, বরং নিজেকে হারাম উপার্জন থেকে রক্ষা করে কবর পর্যন্ত চলে যায়, তাহলে ইনশাআল্লাহ সে সোজা জান্নাতে যাবে। আর যদি এমন হয় যে, হালাল-হারামের কোনো ফিকির নেই। তবে তাহাজ্জুদ মিস হয় না। যিকির-তাসবীহ নিয়মিত হয়। তাহলে এসব নফল ইবাদত তাকে হারাম উপার্জনের আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না।’ (ইসলাহী খুতুবাত, খ. ১০, পৃ. ১৭৪)

সালাফ ও উপার্জনে হালাল-হারাম

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন,

العبادة مع أكل الحرام كبنيان على السرقين

‘হারাম খাদ্য গ্রহণ করে ইবাদত করা মূলত গোবরের ওপর ইমারত নির্মাণের মতোই।’ (আল হাছছু আলাত তিজারাহ, ভ,মিকা, পৃ. ৪৩)

বোঝা গেল, হারাম উপার্জন এমন একটি ধ্বংসাত্মক বিষয় যে এর সাথে সম্পৃক্ত থেকে ইবাদতেরও প্রত্যাশিত মূল্য পাওয়া যায় না।

এজন্য সালাফের উলামায়ে কেরাম বলেছেন,

أعلى الورع ترك الحلال مخافة الحرام

‘সর্বোচ্চ তাকওয়া হলো হারামের ভয়ে হালালও ছেড়ে দেওয়া।’ (ইরশাদুস সারী লি শারহি সহীহিল বুখারী, খ. ১, পৃ. ১৯১)

সুতরাং যেকোনো লেনদেনে সম্পৃক্ত হওয়ার আগে, সেটি হালাল কি না তা বিজ্ঞ আলেম থেকে নিশ্চিত হয়ে নেওয়া জরুরি।

হালাল গ্রহণের নগদ ফায়দা হলো, অন্তর নরম হয়ে যাওয়া। এতে আল্লাহর নাফরমানি ও অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকা সহজ হয়। মানুষের সাথে সদাচারণ বৃদ্ধি হয়। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ.-কে জিজ্ঞাসা করা হলো,

بما تلين القلوب؟ قال: بأكل الحلال .

'অন্তরসমূহ নরম হয় কিসে? জবাবে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. বললেন, হালাল গ্রহণের মাধ্যমে। (তাবাকাতু হানাবেলা, ইবনে আবি ইয়ালা, খ. ১, পৃ. ২১৯)

হযরত ইব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. বলেছেন-

رد درهم من شبهة أحب إلى من أن أتصدق بمئة ألف درهم .

'সন্দেহযুক্ত একটি দিরহাম ছেড়ে দেওয়া আমার কাছে লক্ষাধিক দিরহাম দান করার চেয়েও প্রিয় ও অগ্রগণ্য।' (প্রাগুক্ত)

সালাফের নারীদের রীতি ছিল, তাদের স্বামীরা যখন উপার্জনের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হতো, তখন তারা তাদেরকে এই বলে বিদায় দিতেন

,اتقوا الله فينا ولا تطعمونا الكسب الحرام، فإنا نصبر على الجوع والضر ولا نصبر على النار .

'আমাদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। আমাদেরকে হারাম কিছু খাওয়াবে না। জেনে রাখো, আমরা আর্থিক সংকটের কারণে ক্ষুধা ও কষ্টের ওপর সবর করতে প্রস্তুত। তবে (হারাম খেয়ে) আখেরাতের আগুনে আমরা সবর করতে পারব না।' (ইয়াহইয়া উলুমুদ্দিন, ইমাম গাযালী রহ., বিবাহ শিষ্টাচার অধ্যায়, শেষাংশ।)

ইমাম ইবনে সিরীন রহ. অত্যন্ত চমৎকার কথা বলেছেন। বান্দার রিযিক বরাদ্দ হয়ে আছে। কে কতটুকু পাবে তা আগে থেকে সুনির্দিষ্ট। সুতরাং আমাদের উচিত, হালাল অন্বেষণ করা। কারণ হারাম গ্রহণ করেও আমি আমার বরাদ্দের অধিক পাব না।

হাম্বলী মাযহাবের একজন আল্লাহওয়ালা ফকিহ। ইবনে হামেদ আল-ওয়াররাক। তিনি নিজ হাতে কামাই করতেন। পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মানুষের নানা গ্রন্থ হাতে অনুলিপি করে দিতেন। সেই লব্ধ অর্থ দিয়ে হজ করতেন। অনেক হজ করতেন। বয়স হওয়ার পরও হজ করতেন। এক হজে¦র সফরে পথিমধ্যে তাঁর প্রচুর পানির পিপাসা হয়। পিপাসার তীব্রতায় তাঁর প্রাণ প্রায় ওষ্ঠাগত ছিল। তখন এক হাজী অল্প কিছু পানি নিয়ে আসল। এরকম কঠিন সময়ে তিনি সেই হাজীকে বললেন, এই পানি কোত্থেকে এনেছেন? আগত হাজী বলল, আপনার প্রাণ যায়যায় অবস্থা। এ পরিস্থিতিতেও এরকম প্রশ্ন করছেন! জবাবে ইবনে ওয়াররাক রহ. বললেন, হ্যাঁ, ভাই। এটিও প্রশ্ন করার সময়। এ সময়তো আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের সময়। এ সময়েও আমার জানা দরকার পানির উৎস কি। ঐতিহাসিকগণ বলেছেন, এরপর ওই সফরেই তাঁর ইন্তেকাল হয়ে যায়। (তাবাকাতে হানাবেলা, খ.২, পৃ.১৭৭)

এ ছিল সালাফের রীতি। জীবনের শেষ মুহূর্তেও উপার্জনে হারাম যেন না ঢুকে এ ব্যাপারে পূর্ণ সচেতন ছিলেন।

আমরা অনেক সময় হারাম পথে উপার্জন করি। ভাবি, আমার সামনে তো হালাল পথ নেই। অথচ বাস্তবতা হলো কেউ যদি আল্লাহর ভয়ে হারাম পরিত্যাগ করে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে হালালের পথ বের করে দেন। ইবনে আতা উল্লাহ ইসকান্ধারী রহ. বলেছেন,

جل ربنا أن يعامله العبد نقداً فيجازيه نسيئة

‘বান্দা নগদ হারাম পরিত্যাগ করবে, আর আল্লাহ সুবহানাহু তাকে বাকিতে প্রতিদান দিবেন, এমন হবে না।’ (রিসালাতুল মুসতারশিদীন, পৃ. ৯১। শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ. এর টীকা থেকে সংগৃহিত।)

শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ. লিখেছেন,

من عف عن الحرام تديناً، رزقه الله إياه حلالا ً

‘শরীয়তের বিধান পালন করতে যেয়ে যে হারাম থেকে বেঁচে থাকবে, আল্লাহ তাআলা তাকে এর পরিবর্তে হালালের ব্যবস্থা করে দিবেন।’ এ প্রসঙ্গে তিনি কিছু ঐতিহাসিক ঘটনাও উল্লেখ করেছেন। (প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭-৯১)

মোটকথা, হারাম থেকে বেঁচে থাকা মহান আল্লাহর বিধান। এর থেকে বেঁচে থাকতে-ই হবে। হালালের মাধ্যমেই আমাদের অর্থনীতির সার্বিক সমাধান খুঁজতে হবে। হালাল কখনই অসম্ভব নয়। হ্যাঁ, হালালের জ্ঞান ও অনুসন্ধানে আমাদের ত্রæটি থাকার কারণে কখনো মনে হতে পারে সব কিছুই হারাম। এ যুগে হালাল অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা সম্ভব নয়। এ ধারণা একেবারেই গলদ।

প্রসঙ্গক্রমে ইমাম বুখারী রহ.-এর আলোচনা আমাদের দেশে বেশ প্রসিদ্ধ। তাই তাঁর জীবনী থেকে হালালের পাঠের কিছু অংশ পাঠকবৃন্দের খেদমতে তুলে ধরা হলো। আশা করি হাদীসের ক্ষেত্রে যেমন এই মনীষী আলেমকে আমরা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি, হালাল গ্রহণের ক্ষেত্রেও তাঁর জীবনী থেকে প্রেরণা লাভ করব।

ইমাম বুখারী রহ. ও তাঁর অর্থনৈতিক জীবন

ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারী রহ. (১৯৪-২৫৬ হি.) এর নাম কে না শুনেছে। জগদ্বিখ্যাত হাদিস বিশারদ। সহিহুল বুখারী তাঁর অনবদ্য সংকলন।

তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়। আজ তাঁর জীবনের অর্থনৈতিক কিছু দিক তুলে ধরব। কিভাবে তিনি তাঁর জীবনে, পরিবারে হালাল নিশ্চিত করতেন। কি পরিমাণ অন্যের আর্থিক হক ও হালালের প্রতি সতর্ক ছিলেন ইতিহাসের পাতা থেকে এর কিঞ্চিৎ তুলে ধরার ছোট্ট প্রয়াস এই লেখা। হাদীসের ইমাম হিসাবে যেমন তাকে সম্মান করি, অনুসরণ করি, হালাল জীবন গড়তেও তাঁকে অনুসরণ করতে পারি।

হারামমুক্ত পরিবার

ইমাম বুখারী রহ.-এর পিতা ইসমাইল রহ. ছিলেন একজন হালালমুখী মানুষ। তাঁর উপার্জনে কোনো ধরনের হারাম, এমনটি সন্দেহজনক কিছুও ছিল না। ইমাম আহমাদ ইবনে হাফস রহ. বলেন, আমি তাঁর পিতা ইসমাঈলের মৃত্যুর সময় উপস্থিত ছিলাম। ইন্তেকালের আগ মুহূর্তে তিনি বলছিলেন,

لا أعلم من مالي درهماً من حرام ولا درهما من شبهة

‘আমার সম্পদে এক দিরহাম/টাকা হারাম আছে কিংবা অন্তত সন্দেহজনক কিছু আছে বলে আমার জানা নেই।’

ইমাম ইবনে হাফস রহ. বলেন, আমি তাঁর কথা শুনে কিছুটা অবাক হলাম। ইমাম বুখারী রহ.-কে বললে তিনি বললেন,

أصدق ما يكون الرجل عند الموت

‘মানুষ মৃত্যুর সময় যা বলে তা সত্যই বলে।’ (সিয়ারু আলামিন নুবালা, খ. ১০, পৃ. ৩০৭)

এরকম একটি হালাল পরিবারেই আমাদের ইমাম বুখারী রহ. বেড়ে উঠেছেন।

ইমাম বুখারী রহ.-এর আমানতদারিতা ইমাম বুখারী রহ. অন্যের আমানতের প্রতি বেশ যতœশীল ছিলেন। তিনি দীর্ঘ সময় ভাড়া বাসায় ছিলেন। একদা তিনি বললেন, আমি সেই ভাড়া বাড়ির প্রতি যত্নশীল ছিলাম। বাড়ির দেয়াল, ফ্লোর ব্যবহারে সতর্ক ছিলাম। কারণ ঘরটি আমার নয়। অন্যের। (প্রাগুক্ত)

আজ আমাদের অবস্থা বড়ই করুন। ভাড়াটিয়ারা ইচ্ছেমতো বাসার দেয়াল, ফ্লোর ব্যবহার করে। এতে বাড়ির ক্ষতি হলো কি না তা খেয়াল করা হয় কম। অথচ এগুলো ভাড়াটিয়ার প্রতি বাসার মালিকের আমানত। এর প্রতি যত্নশীল না হলে সূক্ষ্ম ‘হারাম’ নিজের সম্পদে ঢুকে যেতে পারে।

ক্রয়-বিক্রয়ে ও অন্যের হকের প্রতি সতর্কতা

ইমাম বুখারী রহ. ক্রয়-বিক্রয়ে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতেন। অন্যের সামান্যতম হকও যেন তার ওপর অনাদায়ী না থাকে, সে ব্যাপারে সর্বোচ্চ খেয়াল রাখতেন।

একবার তিনি তাঁর বেশ কিছু দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয়ের ইচ্ছে করলেন। রাতের বেলা একদল ব্যবসায়ী এসে তা ক্রয়ের ইচ্ছে প্রকাশ করল। তিনি বললেন, পরদিন আসতে। পরদিন আরেক ব্যবসায়ী দল আরো অধিক মূল্যে তা ক্রয়ে আগ্রহী হলো। তিনি বললেন, না, রাতে

যারা আসছে, তাদের কাছেই আমি তখন বিক্রয় করে দেওয়ার নিয়ত করেছি। সুতরাং এখন আপনাদের কাছে তা আমি বিক্রয় করতে পারব না। (প্রাগুক্ত)

আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্যপ্রাপ্তি

ইমাম বুখারী রহ. বলেন, আমি একবার আদম ইবনে আবি ইয়াসের কাছে গেলাম। পথিমধ্যে আমার চরম অর্থ সংকট দেখা দেয়। এমনকি ক্ষুধার তাড়নায় আমি ঘাস/তৃণলতা খাওয়া শুরু করেছি। তারপরও কারো কাছে আমার অক্ষমতার কথা প্রকাশ করিনি।

এভাবে তিন দিন হয়ে যায়। তৃতীয় দিন হঠাৎ দেখি, এক অচেনা লোক এসেছে। হাতে অনেকগুলো স্বর্ণ মুদ্রার এক থলে। আমাকে তা দিয়ে বললেন, আপনি তা খরচ করুন। (প্রগুক্ত)

সুবহানাল্লাহ, এ ঘটনায় আমাদের অর্থনৈতিক জীবনে কত বড় শিক্ষা রয়েছে!

ইলমের জন্য উপার্জন ও ব্যয়

ইমাম বুখারী রহ. নিজের জীবনকে ইলমের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। প্রতি মাসে তিনি ৫০০ দিরহাম উপার্জন করতেন। নিয়ত শুধু ইলমের পেছনে ব্যয় করা। এভাবে তিনি উপার্জনের একটি বৃহৎ অংশ ইলমের জন্য খরচ করতেন। (প্রাগুক্ত)

আমরা আমাদের জীবনেও কিছু অর্থ দীনের প্রয়োজনীয় ইলম অর্জনে ব্যয় করতে পারি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ইমাম বুখারী রহ.-এর অর্থনৈতিক ও হালাল জীবন থেকে পাথেয় গ্রহণ করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

২. হালাল ও হারাম উপার্জন! ইসলামী দৃষ্টিকোণ

উপার্জন: ইসলামী দৃষ্টিকোণ

إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

অর্থ-সম্পদ আল্লাহ তা'আলার অন্যতম নিয়ামাত। এ নিয়ামাত অর্জন করার জন্য রয়েছে নানাবিধ ব্যবস্থা। বেঁচে থাকার জন্য কোনো না কোনো পর্যায়ে অর্থসম্পদের প্রয়োজন পড়ে। মানবজীবনে এটি শরীরের রক্তের সাথে তুলনাযোগ্য। জীবনকে স্বার্থক করার ক্ষেত্রে উপার্জন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মানুষ অনেক কিছু করতে চায়, কিন্তু উপার্জন তাকে নিয়ন্ত্রণ করে। উপার্জনের উপর নির্ভর করে ব্যক্তির অর্থ-সম্পদ অর্জিত হয়। এটি বাস্তব এবং খুবই প্রয়োজনীয় বিষয়। উপার্জন করার ক্ষেত্রে কী করণীয় রয়েছে এবং কী বর্জন করতে হবে সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে এই প্রবন্ধে। 1. উপার্জন বলতে কী বুঝায় উপার্জন শব্দটির সমর্থক শব্দসমূহ হচ্ছে আয়, রোজগার, কামাই, লাভ, প্রাপ্তি, সংগ্রহ, অর্জন ইত্যাদি।[1] আরবীতে الكسب এবং ইংরেজীতে বলা হয় Income. পরিভাষায় উপার্জন হলো: জীবন পরিচালনার জন্য বিভিন্ন মাধ্যমে সম্পদ অর্জন করা। অন্যভাবে বলা যায় যে, Income is the monetary payment received for goods or services, or from other sources, as rents or investments.[2] 2. মানবজীবনে উপার্জনের প্রয়োজনীয়তা ক. জীবন পরিচালনার জন্য উপার্জন আবশ্যকীয় বিষয় জীবন ধারণ করার জন্য উপার্জনে সক্ষম প্রত্যেককে উপার্জন করতে হবে। উপার্জন ছাড়া পৃথিবীতে বসবাস করা সম্ভব নয়। উপার্জন না করে বসে থাকার কোনো সুযোগ নেই। আর তাই দেখা যায় যে সালাত শেষ হওয়ার পর উপার্জনে বের হওয়ার কথা আল-কুরআনে বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرٗا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٠ ﴾ [الجمعة[١٠ :

"অতঃপর যখন সালাত সমাপ্ত হবে তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় আর আল্লাহর অনুগ্রহ হতে অনুসন্ধান কর এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফল হতে পার।"[3] খ. পৃথিবী উপার্জন করার একমাত্র ক্ষেত্র আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে শুধু সৃষ্টিই

করেননি, জীবন পরিচালনার জন্য এ পৃথিবীকে কর্মক্ষেত্র করে দিয়েছেন। সে সাথে উপার্জন করার জন্য অসংখ্য ক্ষেত্রের ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহ বলেন,

﴿ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡأَرۡضَ ذَلُولٗا فَٱمۡشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزۡقِهِۦۖ وَإِلَيۡهِ ٱلنُّشُورُ ١٥ ﴾ [الملك[١٥ :

“তিনিই তো তোমাদের জন্য যমীনকে সুগম করে দিয়েছেন, কাজেই তোমরা এর পথে-প্রান্তরে বিচরণ কর এবং তাঁর রিযক থেকে তোমরা আহার কর। আর তাঁর নিকটই পুনরুত্থান।”[4] গ. পরিবারিক দায়িত্ব পালন করা প্রত্যেক ব্যক্তিই পরিবারের সদস্য। তাই পরিবারিক দায়িত্ব পালনে তাকে উপার্জন করতে হয়। পরিবারে খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানসহ অন্যান্য মৌলিক চাহিদা রয়েছে, যা উপার্জন করে মেটাতে হয়। এ বিষয়ে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ ﴾ [البقرة [٢٣٣ :

“আর সন্তানের পিতার উপর কর্তব্য, বিধি মোতাবেক মায়েদেরকে খাবার ও পোশাক প্রদান করা।”[5] ঘ. উপার্জন করার ক্ষমতা দুনিয়ার কল্যাণকর বিষয় উপার্জন করার যোগ্যতা একটি কল্যাণকর বিষয়। এটা আল্লাহর এক বিশেষ নিয়ামাত। আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে চিন্তা, বুদ্ধি ও বিবেক দিয়েছেন, দু’টি হাত দিয়েছেন। যাতে স্বাবলম্বী হওয়া যায়। অপরের নিকট হাত পাততে না হয়। উপার্জন করার মত কল্যাণকর বিষয়ে দু‘আ করার ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে আল- কুরআনে,

﴿ وَمِنۡهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةٗ وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِ حَسَنَةٗ وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ٢٠١ ﴾ [البقرة[٢٠١ :

“আর তাদের মধ্যে এমনও আছে, যারা বলে, হে আমাদের রব, আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দিন আর আখেরাতেও কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করুন।” [6] ঙ. স্বাবলম্বী হওয়ার মাধ্যম ইসলাম অপরের উপর নির্ভর করে জীবন পরিচালনার বিষয়ে নিরুৎসাহিত করেছে। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« لَا تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللهَ، وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ »

“তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্বদা মানুষের কাছে চেয়ে বেড়ায় সে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় আগমন করবে যে, তার মুখমন্ডলে এক টুকরো গোশতও থাকবে না।” [7] চ. উত্তরাধিকারীদের স্বচ্ছল রেখে যাওয়ার উপায় সা‘দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এভাবে বলেছেন,

« إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِم ۡ »

“তোমাদের সন্তান সন্ততিদেরকে সক্ষম ও সাবলম্বী রেখে যাওয়া, তাদেরকে অভাবী ও মানুষের কাছে হাত পাতা অবস্থায় রেখে যাওয়ার চেয়ে উত্তম।” [8] 3. উপার্জনের প্রকারভেদ আল্লাহ তা‘আলা তাঁর সমগ্র সৃষ্টিকে মানুষের খাদেম করেছেন। মানুষ নির্দেশিত পথে তা থেকে উপার্জন বা সম্পদ আহরণ করবে। ইসলাম এমন একটি জীবন বিধান যা কোনটি হালাল আর কোনটি হারাম তা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে। সেজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

« الحَلاَلُ بَيِّنٌ، وَالحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى المُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ : كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَه ۡ »

“হালাল বা বৈধ সুস্পষ্ট এবং হারাম বা অবৈধও স্পষ্ট আর এ দু’এর মধ্যবর্তী বিষয়গুলো হলো সন্দেহজনক। আর বেশীরভাগ লোকই সেগুলো (সম্পর্কে সঠিক পরিচয়) জানে না। অতএব যে ব্যক্তি ঐ সন্দেহজনক জিনিসিগুলোকে পরিহার করলো সে তার দ্বীন ও মান-সম্মানকে পবিত্র রাখলো। আর যে ব্যক্তি সন্দেহের মাঝে পতিত হলো তার উদাহরণ ঐ রাখালের মত যে পশু চরায় সংরক্ষেত ভুমির সীমানায় এমনভাবে যে, যে কোনো সময় সে তাতে প্রবেশ করবে।”।[9] আলোচ্য হাদীস থেকে বুঝা যায় উপার্জন দুই ধরণের। ক. হালাল উপার্জন খ. হারাম উপার্জন। · হালাল উপার্জন এটা আল্লাহ তা‘আলার বান্দার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ যে, তিনি বান্দার জন্য জমীনে উপার্জন করার বিরাট ক্ষেত্র তৈরি করে দিয়েছেন। তিনি আমাদের কল্যাণে অগণিত সেক্টর তৈরি করেছেন।

﴿ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٖ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمۡ وَلِيُتِمَّ نِعۡمَتَهُۥ عَلَيۡكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ٦ ﴾ [المائدة [٦ :

“আল্লাহ তোমাদের উপর কোনো সমস্যা সৃষ্টি করতে চান না, বরং তিনি চান তোমাদের পবিত্র করতে এবং তার নিআমত তোমাদের উপর পূর্ণ করতে, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। [10] 3.1. হালাল উপার্জনের গুরুত্ব ও ফযিলাত ক. হালাল উপার্জন একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত আল্লাহ তা‘আলা মানুষকে তার ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। বান্দাহ যেসব ইবাদাত করে থাকে হালাল উপার্জন তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। এ বিষয়ে কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿ فَٱبۡتَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزۡقَ وَٱعۡبُدُوهُ وَٱشۡكُرُواْ لَهُۥٓ إِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ١٧ ﴾ [العنكبوت [١٧ :

“তাই আল্লাহর কাছে রিযক তালাশ কর, তাঁর ইবাদাত কর এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তাঁরই কাছে তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তিত করা হবে।”[11] খ. উপার্জনের উৎস সম্পর্কে কিয়ামাতে জিজ্ঞাসা করা হবে কিয়ামতের দিন আদম সন্তানকে তার উপার্জনের উৎস সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। সেজন্য মুমিনের জন্য হালাল উপার্জন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ বিষয়ে হাদীসে উল্লেখ আছে, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন,

« لَا تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ، عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ، وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ »

“কিয়ামতের দিন আদম সন্তানকে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে এক কদমও স্বস্থান হতে নড়তে দেওয়া হবে না। ১. তার জীবনকাল কিভাবে অতিবাহিত করেছে, ২. যৌবনের সময়টা কিভাবে ব্যয় করেছে, ৩. ধন সম্পদ কিভাবে উপার্জন করেছে, ৪. তা কিভাবে ব্যয় করেছে, ৫. সে দ্বীনের যতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছে সেই অনুযায়ী আমল করেছে কিনা।”[12] গ. ইবাদাত কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত আল্লাহর ইবাদাত করবে অথচ তার উপার্জন হালাল হবে না, এটা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। অতএব হালাল উপার্জন ইবাদাত কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত। আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ : }يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ { [المؤمنون : 51] وَقَالَ : }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ { [البقرة : 172] ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ« ؟

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র। তিনি শুধু পবিত্র বস্তুই গ্রহণ করেন। তিনি মু’মিনদের সেই আদেশই দিয়েছেন, যে আদেশ তিনি দিয়েছিলেন রাসূলগণের।” আল্লাহ তা‘আলা বলেন, “হে ইমানদারগণ তোমরা পবিত্র বস্তু- সামগ্রী আহার কর, যেগুলো আমি তোমাদেরকে রুযী হিসেবে দান করেছি।” অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন, যে দীর্ঘ সফরে থাকা অবস্থায় এলোমেলো চুল ও ধূলি-ধুসরিত ক্লান্ত-শ্রান্ত বদনে আকাশের দিকে আল্লাহর দরবারে হাত তুলে প্রার্থনা করে ডাকছে, হে আমার রব, হে আমার রব অথচ সে যা খায় তা হারাম, যা পান করে তা হারাম, যা পরিধান করে তা হারাম এবং হারামের দ্বারা সে পুষ্টি অর্জন করে। সুতরাং তার প্রার্থনা কীভাবে কবুল হবে?।”[13] ঘ. হালাল উপার্জন করা আল্লাহর পথে বের হওয়ার শামিল হালাল উপার্জন করার জন্য প্রয়োজনে বিদেশেও যেতে হতে পারে। সেজন্য এটিকে কুরআন মাজীদে আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার সাথে হালাল উপার্জনকে বর্ণনা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَءَاخَرُونَ يَضۡرِبُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ يَبۡتَغُونَ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۖ ﴾ [المزمل[٢٠ :

“আর কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে পৃথিবীতে ভ্রমণ করবে, আর কেউ কেউ আল্লাহর পথে লড়াই করবে।”[14] ঙ. হালাল উপার্জন আখেরাত বিমুখিতা নয় আল্লাহ তা‘আলা তার বান্দাদেরকে এ দুনিয়াতে হালাল উপার্জন করার ক্ষেত্র তৈরি করে দিয়েছেন। সেজন্য উপার্জন করতে বৈধভাবে চাকুরী, ব্যবসায়-বাণিজ্য বা অন্য কিছু করা আখেরাত বিমুখতা নয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ وَٱبۡتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلۡأٓخِرَةَۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنۡيَاۖ وَأَحۡسِن كَمَآ أَحۡسَنَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ وَلَا تَبۡغِ ٱلۡفَسَادَ فِي ٱلۡأَرۡضِۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُفۡسِدِينَ ٧٧ ﴾ [القصص [٧٧ :

“আর আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন তাতে তুমি আখিরাতের নিবাস অনুসন্ধান কর। তবে তুমি দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না। তোমার প্রতি আল্লাহ যেরূপ অনুগ্রহ করেছেন তুমিও সেরূপ অনুগ্রহ কর। আর যমীনে ফাসাদ করতে চেয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ ফাসাদকারীদের ভালবাসেন না।”[15] চ. হালাল উপার্জন জান্নাত লাভের উপায় মানুষের দু’টি জীবন রয়েছে, একটি দুনিয়ায়, অপরটি আখেরাতে। অতএব হালাল পন্থায় উপার্জনকারী দুনিয়াতে কখনও সমস্যায় থাকলেও আখেরাতে জান্নাতে যাবে। এ বিষয়ে হাদিসে এসেছে,

আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

» مَنْ أَكَلَ طَيِّبًا، وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ، وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ دَخَلَ الجَنَّةَ « َ

‘‘যে ব্যক্তি হালাল উপার্জিত খাবার খায় ও সুন্নাতের উপর আমল করে এবং মানুষ তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে’’। [16] ছ. হালাল উপার্জন অন্যতম শ্রেষ্ঠ অর্জন পৃথিবীর জীবন নির্বাহে হালাল উপার্জন করার সুযোগ বা যোগ্যতা লাভ করা আল্লাহ তাআ’লার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিয়ামাত। সেজন্য হালাল পন্থায় উপার্জনকারী পরকালে জান্নাতে যাবে। আর অবৈধ পন্থায় উপার্জনকারী ব্যক্তি দুনিয়ার জীবনে সম্পদের পাহাড় গড়লেও পরকালীন জীবনে তার জন্য ভয়াবহ আযাব ও শাস্তি অপেক্ষা করছে। হাদীসে এসেছে,

» أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة «

‘‘চারটি জিনিস যখন তোমার মধ্যে পাওয়া যাবে তখন দুনিয়ার অন্য সব কিছু না হলেও কিছু যায় আসে না। তা হলো, আমানতের সংরক্ষণ, সত্য কথা বলা, সুন্দর চরিত্র, হালাল উপার্জনে খাদ্যগ্রহণ’’[17] 3.2. হালাল উপার্জনের সম্ভাব্য কিছু মাধ্যম উপার্জন হল মানুষের সম্পদ লাভের প্রক্রিয়া। ইসলাম নির্দেশিত পথে মানুষ যে উপার্জন করে সেটিকে আমরা হালাল উপার্জন বলবো। পৃথিবীতে নানা উৎসে সম্পদরাজিকে আল্লাহ ছড়িয়ে রেখেছেন। মানুষকে অর্জন করতে হয় এই অর্জন প্রক্রিয়ায় নানাবিধ মাধ্যম। ইসলাম হালাল উপার্জন করার জন্য কী কী মাধ্যম হতে পারে তার স্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছে। মাধ্যমগুলো হলো কৃষি, শিল্প, ব্যবসা ও চাকুরি। এ মাধ্যমগুলোকে কীভাবে কাজে লাগানো যাবে তার জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। ক. কৃষি সৃষ্টিকূলের খাদ্যের উৎস কৃষি। মহান রাব্বুল আলামীন মানুষের কৃষি কাজের সুবিধার্থে পৃথিবীর মাটি ও ভূমিকে উৎপাদন ও ফসল ফলানোর উপাযোগী বানিয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ فَلۡيَنظُرِ ٱلۡإِنسَٰنُ إِلَىٰ طَعَامِهِۦٓ ٢٤ أَنَّا صَبَبۡنَا ٱلۡمَآءَ صَبّٗا ٢٥ ثُمَّ شَقَقۡنَا ٱلۡأَرۡضَ شَقّٗا ٢٦ فَأَنۢبَتۡنَا فِيهَا حَبّٗا ٢٧ وَعِنَبٗا وَقَضۡبٗا ٢٨ وَزَيۡتُونٗا وَنَخۡلٗا ٢٩ وَحَدَآئِقَ غُلۡبٗا ٣٠ وَفَٰكِهَةٗ وَأَبّٗا ٣١ مَّتَٰعٗا لَّكُمۡ وَلِأَنۡعَٰمِكُمۡ ٣٢ ﴾ [عبس [٢٤، ٣٢ :

“মানুষের কর্তব্য তার খাদ্যের প্রতি দৃষ্টি দেয়া-চিন্তা করা। আমিই বৃষ্টি বর্ষণ করি, পরে জমি বিস্ময়করভাবে দীর্ণ করি। আর তাতে শস্য, আঙ্গুর, শাক-সবাজি, তরি-তরকারি, যয়তুন, খেজুর, বিশিষ্ট উদ্যানসমূহ, ফল এবং গবাদি-খাদ্য উৎপাদন করি, তোমাদের ও তোমাদের পশুর ভোগের জন্য”।[18] আলো-বাতাস, পাহাড়-পর্বত, বন- জঙ্গল, নদী-নালা, সাগর-মহাসাগর, সমভূমি-মরুভূমি সর্বত্র মহান আল্লাহ তাঁর সৃষ্টজীবের জীবিকার অসীম উপকরণ রেখে দিয়েছেন- যার অংশ বিশেষও কিয়ামত পর্যন্ত নিঃশেষিত হবে না। আলকুরআনের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা তার সহজসাধ্যতার উপায়-উপকরণের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, যেন মানুষ তা আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। আর এ পৃথিবীতে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে ছড়িয়ে- ছিটিয়ে থাকা আল্লাহ তা‘আলার এ নিয়ামাত যে ব্যক্তি বা জাতি নিয়মিত ও পরিমিতভাবে আহরণ করতে পারে, সে ব্যক্তি বা জাতি তো সমৃদ্ধশালী হবেই। খ. শিল্প মানুষের জীবন যাপনের চাহিদা মেটানোর জন্য কৃষি যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন শিল্পোন্নয়ন। অনেক কৃষিজাত দ্রব্য শিল্পের মাধ্যমে ব্যবহার উপযোগী না করলে তা থেকে মানুষ উপকার লাভ করে না। ইসলাম কৃষি কাজের উৎসাহ দিয়েছে। তবে সকলে এ কাজে মগ্ন থাকা থাকতে হবে এমনটি নয়। কেননা অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জাতীয় বিপদ-আপদের মোকাবেলা কেবল মাত্র কৃষি দ্বারা সম্ভব নয়। এ জন্য কৃষি কাজের সাথে সাথে শিল্প পেশার কাজ করাও জরুরী। এ আকাশ- বাতাস, বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত, সাগর-মহাসাগর, মাটি-বালি ও তার তলদেশে মহান আল্লাহ তা‘আলা যে সম্পদ সৃষ্টি করে রেখেছেন, তার সদ্ব্যবহারের জন্য শিল্পোন্নয়ন জরুরী। শিল্পক্ষেত্রে বিশেষ সমৃদ্ধি ছাড়া জাতীয় আয়বৃদ্ধি করা যায় না। শিল্পকর্মের প্রতি পবিত্র কুরআনে ইঙ্গিত রয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ وَعَلَّمۡنَٰهُ صَنۡعَةَ لَبُوسٖ لَّكُمۡ لِتُحۡصِنَكُم مِّنۢ بَأۡسِكُمۡۖ فَهَلۡ أَنتُمۡ شَٰكِرُونَ ٨٠ ﴾ [الانبياء ٨٠ :]

“আর আমরা তাকে বর্ম তৈরি করার শিল্পবিদ্যা শিক্ষা দিয়েছিলাম যেন তা যুদ্ধে তোমাদের প্রতি রক্ষা করতে পারে তাহলে তোমরা কি শোকর আদায় করবে।”[19] সোলাইমান (আ.)-এর উঁচু উঁচু প্রাসাদ, বড় বড় পানি সঞ্চয় পাত্র এবং নূহ (আ.) এর নৌকা তৈরি বর্ণনা পবিত্র কুরআনে উদ্ধৃত হয়েছে। তাছাড়া অধিকাংশ নবীই শিল্পকাজে জড়িত ছিলেন। যাকারিয়্যাহ আলাইহিস সালাম ছিলেন কাঠমিস্ত্রি তাও আমরা হাদীস থেকে জানতে পারি। গ. ব্যবসা ব্যবসা-বাণিজ্য একটি সম্মানজনক পেশা। জীবিকা অর্জনের এটি একটি অন্যতম উপায়। যাদের উপর আল্লাহ তা‘আলার অনুগ্রহ রয়েছে তারা এই পেশা অবলম্বন করে। যে জনপদের

উপর আল্লাহ তা'আলার রহমত রয়েছে যে জনপদে ব্যবসা-কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে। আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ﴾ [البقرة: ٢٧٥]

এবং আল্লাহ বেচা-কেনা হালাল করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন।"[20] ব্যবসায়ীরা সাধারণ উদ্বৃত্ত অঞ্চলের সামগ্রী ঘাটতি অঞ্চলে পৌঁছিয়ে দিয়ে উদ্বৃত্ত অঞ্চলের অপচয় রোধ করে আর ঘাটতি অঞ্চলের দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ করে মানব সমাজের সে সেবা করছে তা সৎকাজের অন্তর্ভুক্ত। এজন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহ অনেক নবী-রাসূল, তাছাড়া অনেক সাহাবী যেমন আবু বকর, উমার, উসমান, আবদুর রহমান ইবন আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহুম ব্যবসা-বাণিজ্য করেছেন। ঘ. চাকুরি জীবিকা অর্জনের আরেকটি অন্যতম উপায় হচ্ছে চাকরি। চাকরির মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করা ইসলামী আইনে বৈধ। তবে তাকে দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণ সক্ষম হতে হবে। ইসলামে চাকরি লাভের অন্যতম শর্ত হচ্ছে যোগ্যতা অর্জন। যথাযথ যোগ্যতা অর্জন ছাড়া কোনো পদের জন্য আবেদন করা ঠিক নয়। হারাম কাজ জনগণের ক্ষতিকারক কোনো প্রতিষ্ঠানে চাকরি করা ইসলাম অনুমোদন করে না। এক্ষেত্রে আবু যার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে যে,

« قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي قَالَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا »

"আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাকে কোনো দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দিবেন না ! একথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাত আমার কাঁধের উপর রেখে বললেন, হে আবু যার! তুমি বড় দুর্বল ব্যক্তি। আর এ পদ হচ্ছে কঠিন আমানতের ব্যাপার। কিয়ামতের দিন তা-ই হবে লজ্জা ও লাঞ্ছনার কারণ, তবে যে লোক এ দায়িত্বপূর্ণ যোগ্যতার সাথে সে দায়িত্ব গহণ করে এবং দক্ষতা ও সততার সাথে যথাযথভাবে তা পালন করবে তার বেলায় নয়।[21] চাকরির ক্ষেত্রে ইসলামী আইন হচ্ছে উপযুক্ততা ও পরোপকারিতা। চাকুরিজীবিগণ স্ব স্ব দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করবে এবং পরোপকারের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করবে। 3.3. হালাল উপার্জনের মূলনীতি ইসলামে উপার্জনের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় মূলনীতি রয়েছে। এ নীতিগুলো অনুসরণ না করলে উপার্জন হালাল হবে না। যা নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো : ক. উপার্জেয় বস্তুটি হালাল হওয়া একজন ব্যক্তি যা উপার্জন করবে সে উপার্জেয় বস্তুটি অবশ্যই হালাল

হতে হবে। আর ইসলাম কল্যাণকর সকল বস্তুকে মানবজাতির জন্য হালাল করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ حَلَٰلٗا طَيِّبٗا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٌ ١٦٨ ﴾ [البقرة[١٦٨ :

"হে মানুষ পৃথিবীতে হালাল ও তাইয়্যিব যা রয়েছে তা থেকে আহার কর। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, নিঃসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"[22] খ. উপার্জেয় বস্তুটি পবিত্র (তাইয়্যিব) হওয়া আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَٰلٗا طَيِّبٗاۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيٓ أَنتُم بِهِۦ مُؤۡمِنُونَ ٨٨ ﴾ [المائدة [٨٨ :

"আর আহার কর আল্লাহ যা তোমাদের রিযক দিয়েছেন তা থেকে হালাল, পবিত্র বস্তু। আর তাকওয়া অবলম্বন কর আল্লাহর যার প্রতি তোমরা মুমিন।"[23] সুতরাং শুধুমাত্র হালাল হলেই চলবে না; বরং তা অবশ্যই তাইয়্যিব (পবিত্র ও উত্তম) হতে হবে। এখানে তাইয়্যিব বলতে ভেজালমুক্ত স্বাস্থ্যসম্মত ইত্যাদি উদ্দেশ্য। এমন উপায় অবলম্বন করতে হবে যা মূলগতভাবেই নির্ভেজাল, খাটি ও পবিত্র। অবশ্য অধিকাংশ মুফাসসিরগণ আয়াতে হালাল শব্দ দ্বারা 'মূলগত বৈধতা' এবং 'তাইয়্যিব' দ্বারা পদ্ধতিগত বৈধতার অর্থ গ্রহণ করেছেন এবং এ দু'শব্দ দিয়ে দু'টি মূলনীতির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। গ. উপার্জনের ক্ষেত্রে মাধ্যমটি বৈধ হওয়া উপার্জনের ক্ষেত্রে গ্রহণীয় উপায় ও মাধ্যমটি অবশ্যই বৈধ পন্থায় হতে হবে। কেননা যাবতীয় অবৈধ উপায় ও পন্থায় অর্থসম্পদ উপার্জন করতে ইসলাম নিষেধ করেছে। পবিত্র কুরআনের একাধিক আয়াতের মাধ্যমে এ বিষয়ে মুমিনগণকে সর্তক করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ ﴾ [النساء [٢٩ :

"হে যারা ঈমান এনেছ, তোমরা পরস্পরের মধ্যে তোমাদের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না, তবে পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসার মাধ্যমে হলে ভিন্ন কথা।"[24] ঘ. উপার্জনে কম বা বেশি হওয়াকে পরীক্ষা হিসেবে মনে করা বেশি বা কম উপার্জন করার মধ্যে আল্লাহ পরীক্ষা করে থাকেন। এ বিষয়ে কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿ فَأَمَّا ٱلۡإِنسَٰنُ إِذَا مَا ٱبۡتَلَىٰهُ رَبُّهُۥ فَأَكۡرَمَهُۥ وَنَعَّمَهُۥ فَيَقُولُ رَبِّيٓ أَكۡرَمَنِ ١٥ وَأَمَّآ إِذَا مَا ٱبۡتَلَىٰهُ فَقَدَرَ عَلَيۡهِ رِزۡقَهُۥ فَيَقُولُ رَبِّيٓ أَهَٰنَنِ ١٦ ﴾ [الفجر [١٥، ١٦ :

“আর মানুষ তো এমন যে, যখন তার রব তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর তাকে সম্মান দান করেন এবং অনুগ্রহ প্রদান করেন, তখন সে বলে, ‘আমার রব আমাকে সম্মানিত করেছেন। আর যখন তিনি তাকে পরীক্ষা করেন এবং তার উপর তার রিযককে সঙ্কুচিত করে দেন, তখন সে বলে, ‘আমার রব আমাকে অপমানিত করেছেন’।”[25] ঙ. উপার্জন আল্লাহর বিধান পালনে প্রতিবন্ধক হতে পারবে না অনেক সময় উপার্জন করতে করতে আল্লাহর কথা স্মরণ থাকে না। আল্লাহর ইবাদাতের কথা ভুলে যায়। এটা মোটেই গ্রহণযোগ্য হবে না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُلۡهِكُمۡ أَمۡوَٰلُكُمۡ وَلَآ أَوۡلَٰدُكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡخَٰسِرُونَ ٩ ﴾ [المنافقون [٩ :

“হে মুমিনগণ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন না করে। আর যারা এরূপ করে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।”[26] চ. কেবল সম্পদ অর্জনই আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় নয় কেবল সম্পদ অর্জন আল্লাহর নৈকট্য লাভে বাঁধাও হতে পারে, এ প্রসঙ্গে কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿ وَمَآ أَمۡوَٰلُكُمۡ وَلَآ أَوۡلَٰدُكُم بِٱلَّتِي تُقَرِّبُكُمۡ عِندَنَا زُلۡفَىٰٓ إِلَّا مَنۡ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحٗا فَأُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ جَزَآءُ ٱلضِّعۡفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمۡ فِي ٱلۡغُرُفَٰتِ ءَامِنُونَ ٣٧ ﴾ [سبا [٣٧ :

“আর তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান- সন্ততি এমন বস্তু নয় যা তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করে দেবে। তবে যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে, তারাই তাদের আমলের বিনিময়ে পাবে বহুগুণ প্রতিদান। আর তারা (জান্নাতের) সুউচ্চ প্রাসাদে নিরাপদে থাকবে।”[27] ছ. রিযক দেরিতে আসছে বলে অবৈধ পন্থা অবলম্বন না করা রিযক দেরিতে আসছে বলে অবৈধ পন্থা অবলম্বন করা যাবে না। জাবের রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

» لا تَسْتَبْطِئُوا الرِّزْقَ، فَإِنَّهُ لَنْ يَمُوتَ الْعَبْدُ حَتَّى يَبْلُغَهُ آخِرُ رِزْقٍ هُوَ لَهُ، فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ أَخَذِ الْحَلَالِ، وَتَرَكِ الْحَرَامِ « ِ

‘রিযক দেরিতে আসছে বলে অবৈধ পন্থা অবলম্বন করো না। কেননা কোনো বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত মারা যায় না যতক্ষণ না তার নির্ধারিত শেষ রিযক তার কাছে পৌঁছে যায়। অতঃপর তোমরা হালাল রিযক সুন্দরভাবে তালাশ করো। হালাল গ্রহণ কর, আর হারাম থেকে বিরত হও।’[28] 3.4. হালাল উপার্জনে অর্জনীয় ক. সততা উপার্জন হালাল করার ক্ষেত্রে সততা থাকতে হবে। উপার্জেয় বস্তু হালাল এবং পদ্ধতিগতভাবে হালাল হলেও সততা না থাকলে উপার্জন হালাল হবে না। আর সততা অর্জন করার মাধ্যমে জান্নাতে যাওয়ার বিরাট সুযোগ রয়েছে। হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

“আবু সাঈদ খুদরী রাদি আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “সৎ ও আমানতদার ব্যবসায়ী (কিয়ামতের দিন) নবীগণ, সিদ্দিকীন ও শহীদদের সাথে থাকবে।”[29] খ. আমানতদারিতা আমানতদারিতা এমন একটি গুণ যা হালাল উপার্জন করার জন্য অপরিহার্য। আমানতদারিতা না থাকলে উপার্জন হালাল হবে না । আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ ﴾ [البقرة [٢٨٣ :

“আর যদি তোমরা একে অপরকে বিশ্বস্ত মনে কর, তবে যাকে বিশ্বস্ত মনে করা হয়, সে যেন স্বীয় আমানত আদায় করে এবং নিজ রব আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করে।”[30] গ. ওয়াদা পালন করা চাকরি বা ব্যবসায় যেসব ওয়াদা করা হবে তা অবশ্যই পালন করতে হবে। ওয়াদা পালন করে হালাল উপার্জন করার পাশাপাশি আল্লাহর ভালবাসাও পাওয়া যায়। আল-কুরআনে আল্লাহ বলেন,

﴿بَلَىٰ مَنۡ أَوۡفَىٰ بِعَهۡدِهِۦ وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَّقِينَ ٧٦ ﴾ [ال عمران [٧٦ :

“হ্যাঁ, অবশ্যই যে নিজ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে ভালবাসেন।”[31] তাছাড়া ওয়াদাপূরণ জান্নাতে যাওয়ার কারণ হবে। উবাদা

ইবন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

» اضْمَنُوا لِي سِتًّا أَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةَ اصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ وَأَدُّوا إِذَا ائْتُمِنْتُمْ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ وَغُضُّوا أبصاركم وكفوا أيديكم«

'তোমরা আমাকে ছয়টি বিষয়ের নিশ্চয়তা দাও, আমি তোমদেরকে জান্নাতে যাওয়ার যামীন হব, যখন কথা বলবে সত্য বলবে, যখন ওয়াদা করবে তা পূরণ করবে, যখন আমানত গ্রহণ করবে তখন তা আদায় করবে, তোমাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করবে, তোমাদের চক্ষুগুলো নীচু করে রাখবে এবং হাতগুলো নিয়ন্ত্রনে রাখবে'। [32] ঘ. আন্তরিকতা উপার্জন হালাল করার জন্য উক্ত কাজে আন্তরিক হতে হবে। কথা ও কাজের গরমিল পাওয়া গেলে হালাল উপার্জন থেকে বঞ্চিত থাকতে হবে। আন্তরিকতার ঘাটতি মুনাফিকের লক্ষণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَقُولُونَ بِأَفۡوَٰهِهِم مَّا لَيۡسَ فِي قُلُوبِهِمۡۚ ﴾ [ال عمران [١٦٧ :

''তারা তাদের মুখে বলে, যা তাদের অন্তরসমূহে নেই।''[33] ঙ. স্বচ্ছতা উপার্জন হালাল করার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা থাকতে হবে, কোনো গোজামিল বা অস্পষ্টতা থাকতে পারবে না । আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدٗا ٧٠ ﴾ [الاحزاب[٧٠ :

''হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল।''[34] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿قُلۡ إِن تُخۡفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمۡ أَوۡ تُبۡدُوهُ يَعۡلَمۡهُ ٱللَّهُۗ وَيَعۡلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ٢٩ ﴾ [ال عمران [٢٩ :

''বল, 'তোমরা যদি তোমাদের অন্তরসমূহে যা আছে তা গোপন কর অথবা প্রকাশ কর, আল্লাহ তা জানেন। আর আসমানসমূহে যা কিছু আছে ও যমীনে যা আছে, তাও তিনি জানেন। আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।''[35] চ. শৃঙ্খলা ব্যক্তির মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ থাকতে হবে। এমন বিধি-বিধান যা কুর'আন সুন্নাহ বিরোধী নয় তা মেনে চলতে হবে। কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ﴾ [النساء [٥٩ :

“হে মুমিনগণ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারীদের।” [36] ছ. ইলম অর্জন করা যেহেতু ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা চালু নেই, সেজন্য ব্যক্তিকে হালাল উপার্জন করার জন্য ইলম অর্জন করতে হবে। কারণ তাকে জানতে হবে কোনটি হারাম আর কোনটি হালাল। কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿ قُلۡ مَنۡ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيٓ أَخۡرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَٰتِ مِنَ ٱلرِّزۡقِۚ﴾ [الاعراف [٣٢ :

“বল, ‘কে হারাম করেছে আল্লাহর সৌন্দর্যোপকরণ, যা তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং পবিত্র রিফ্ক?”[37] · হারাম উপার্জন হারাম উপার্জন সম্পর্কে জানা না থাকলে উপার্জনকে শতভাগ হালাল করা যাবে না। সেজন্য কোনটি হারাম উপার্জন তা সম্পর্কেও জানতে হবে । এ বিষয়ে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ وَقَدۡ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيۡكُمۡ ﴾ [الانعام[١١٩ :

“অথচ তিনি তোমাদের জন্য বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন, যা তোমাদের উপর হারাম করেছেন।”[38] হারাম উপার্জন দুইভাবে হতে পারে: একটি বস্তুগত হারাম অপরটি হলো পদ্ধতিগত হারাম। ১. বস্তুগত হারাম কিছু কিছু বস্তু রয়েছে যা মূলগতভাবেই হারাম। এগুলোকে কোনভাবেই হালাল করার সুযোগ নেই। যেমন: মদ, চুরি করা, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, শুকরের গোশত, মৃত প্রাণির গোশত ইত্যাদি। ২. পদ্ধতিগত হারাম কিছু কিছু বস্তু রয়েছে যা মূলগত হারাম নয় পদ্ধতির কারণে হারাম। যেমন, সুদ, ঘুষ বা উপরি আয় বা বখশিস বা Invisible cost বা speed money, জুয়া, লটারী, ধোঁকা, প্রতারণা, মওজুদদারী, কালোবাজারী, মুনাফাখোরী, ফটকাবাজারী, চোরাচালান, চটকদার ভুয়া বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে গ্রাহকদের সাথে প্রতারণা করা, ওযন ও পরিমাপে কম দেয়া, মালে ভেজাল মেশানো, ভেজাল পণ্য বিক্রি করা, বেশ্যাবৃত্তি, পতিতাবৃত্তি অশস্নীলতা প্রসারকারী ব্যবসা, অশ্লীল নাচ-গান, মাদক দ্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবসা, মূর্তি বানানো ও মূর্তির ব্যবসা, ভাগ্য গণনার ব্যবসা, জবরদখল, লুণ্ঠন, ডাকাতি, রাহাজানি, সন্ত্রাস, মাস্তানী, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, ছিনতাই, আত্মসাৎ, চোরাইমাল ক্রয়-বিক্রয়, খেয়ানত, ধাপ্পাবাজি, সিন্ডিকেট করে জিনিসপত্রের দাম বাড়ানো ইত্যাদি। ৪.৫. হালাল উপার্জনে বর্জনীয় ক. মিথ্যাচার ও প্রতারণা মিথ্যা এমন একটি

খারাপ গুণ যা মানুষকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। আর মিথ্যা কথা বলে যে উপার্জন করা হবে তা তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

»وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ « ِ

"আর তোমরা মিথ্যাচার থেকে বেঁচে থাকো, কেননা মিথ্যা নিয়ে যায় পাপ কাজের দিকে, আর পাপকাজ জাহান্নামে নিক্ষেপ করে"।[39] খ. লোভ-লালসা সম্পদ অর্জনে অবশ্যই লোভ-লালসাকে বর্জন করতে হবে। লোভ- লালসা মানুষকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। এ থেকে বিরত থাকার জন্য আলকুরআনে বিশেষভাবে তাকীদ দেয়া হয়েছে।

﴿ أَلۡهَىٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ١ حَتَّىٰ زُرۡتُمُ ٱلۡمَقَابِرَ ٢ كَلَّا سَوۡفَ تَعۡلَمُونَ ٣ ثُمَّ كَلَّا سَوۡفَ تَعۡلَمُونَ ٤ ﴾ [التكاثر [١، ٤ :

"প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে ভুলিয়ে রেখেছে। যতক্ষণ না তোমরা কবরের সাক্ষাৎ করবে। কখনো নয়, শীঘ্রই তোমরা জানবে"।[40] গ. সুদের সম্পৃক্ততা থাকা সুদ দেওয়া, নেওয়া বা এর সাথে কোনো ধরণের সম্পৃক্ততা রাখা যাবে না । কেননা কুরআনে এসেছে,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ٢٧٨ فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ ٢٧٩ ﴾ [البقرة [٢٧٨، ٢٧٩ :

"হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যা অবশিষ্ট আছে, তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা মুমিন হও। কিন্তু যদি তোমরা তা না কর তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা নাও, আর যদি তোমরা তাওবা কর, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই থাকবে। তোমরা যুলুম করবে না এবং তোমাদের যুলুম করা হবে না।"[41] ঘ. যুলুম করা ইসলামে যেকোনো ধরণের যুলুম নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেননা যুলুমের ভয়াবহ পরিণাম রয়েছে। সেজন্য তা থেকে বিরত থাকতে হবে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

»أَتَدْرُونَ مَنِ الْمُفْلِسُ ؟ قَالُوا : الْمُفْلِسُ فِينَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ ، وَلاَ مَتَاعَ لَهُ ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُفْلِسُ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَتِهِ وَصِيَامِهِ وَزَكَاتِهِ ، فَيَأْتِي وَقَدْ شَتَمَ هَذَا ، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا ، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا ، فَيَقْعُدُ ، فَيُعْطَى هَذَا

مِنْ حَسَنَاتِهِ ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَ مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ ، فَطُرِحَ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّار« ِ

তোমরা কি জান কপর্দকহীন কে? সাহাবীগণ বললেন, আমাদের মধ্যে যার সম্পদ নাই সে হলো কপর্দকহীন। তখন তিনি বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে সে হলো কপর্দকহীন, যে কিয়ামতের দিন সালাত, সাওম ও যাকাত নিয়ে আসবে অথচ সে অমুককে গালি দিয়েছে, অমুককে অপবাদ দিয়েছে, অন্যায়ভাবে লোকের মাল খেয়েছে, সে লোকের রক্ত প্রবাহিত করেছে এবং কাউকে প্রহার করেছে। কাজেই এসব নির্যাতিত ব্যক্তিদেরকে সেদিন তার নেক আমলনামা দিয়ে দেওয়া হবে।[42] ঙ. অপচয় ও অপব্যয় করা ব্যবসা-বণিজ্য ও সম্পদ অর্জন করার ক্ষেত্রে অবশ্যই যেকোন ধরণের অপচয় ও অপব্যয় করা থেকে বিরত থাকতে হবে। আল-কুরআনের ঘোষণা,

﴿وَءَاتِ ذَا ٱلۡقُرۡبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلۡمِسۡكِينَ وَٱبۡنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرۡ تَبۡذِيرًا ٢٦ إِنَّ ٱلۡمُبَذِّرِينَ كَانُوٓاْ إِخۡوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِۖ وَكَانَ ٱلشَّيۡطَٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورٗا ٢٧ ﴾ [الاسراء[٢٦، ٢٧ :

“আর আত্মীয়কে তার হক দিয়ে দাও এবং মিসকীন ও মুসাফিরকেও। আর কোনভাবেই অপব্যয় করো না। নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার রবের প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ”।

۞ ﴿ [43] يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ ٣١ ﴾ [الاعراف[٣١ :

“হে বনী আদম, তোমরা প্রতি সালাতে তোমাদের বেশ-ভূষা গ্রহণ কর এবং খাও, পান কর ও অপচয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।”[44] চ. ঘুষের সম্পৃক্ততা ঘুষ দেওয়া, নেওয়া বা এর সাথে কোনো ধরণের সম্পৃক্ততা রাখার কোনো সুযোগ নেই। কেননা হাদীসে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – الرَّاشِىَ وَالْمُرْتَشِى َ
»

“আবদুল্লাহ ইবন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহণকারী উভয়কে লানত দিয়েছেন”।[45] ছ. খেয়ানত

করা খেয়ানতের মাধ্যমে যে উপার্জন করা হয় তা অবৈধ। তাই সকল প্রকার খেয়ানত থেকে বিরত থাকতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

»فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ«

অর্থ: "নিশ্চয় তোমাদের রক্ত, তোমাদের মাল এবং তোমাদের সম্মান নষ্ট করা তোমাদের জন্য হারাম" । [46] ৫. হারাম উপার্জনের ক্ষতিকর দিকসমূহ ক. আল্লাহর নির্দেশ অবজ্ঞা করার শামিল আল্লাহ তা'আলা কোনটি হালাল ও কোনটি হারাম তা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যে হারাম পথ বেছে নিবে সে আল্লাহর নির্দেশকে অবজ্ঞা করলো এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ করলো। উপার্জনের ক্ষেত্রে হালাল উপায় অবলম্বন করতে হবে। যারা হালাল ও হারামের প্রশ্নে সতর্কতা অবলম্বন করে না, তাদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করে বলেন,

»يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ«

"মানুষের নিকট এমন একটি সময় আসবে, যখন ব্যক্তি কোনো উৎস থেকে সম্পদ আহরণ করছে, তা হালাল না হারাম, সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ করবে না।'[47] খ. জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হারাম উপার্জন জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হবে। এ বিষয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

« كُلُّ جَسَدٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ«

"'আর যে দেহ হারাম খাদ্য দ্বারা গড়ে ওঠে তার জন্য দোযখের আগুনই উত্তম"।[48] গ. জান্নাতে যাওয়ার প্রতিবন্ধক হারাম উপার্জন জান্নাতে যাওয়ার প্রতিবন্ধক হবে। এ বিষয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

»يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، إِنَّهُ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ «

"হে কা'ব ইবন উজরাহ, যে দেহ হারাম খাদ্য দ্বারা গড়ে উঠে তা জান্নাতে যাবে না"। [49] ঘ. হারাম উপার্জন যালিমের হাতিয়ার যখন সমাজে হারাম উপার্জন করার সুযোগ থাকে তখন যুলুম-নির্যাতন ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে। আর যুলুমের মাধ্যমে অসহায় মানুষ নানাবিধ অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلۡيَتَٰمَىٰ ظُلۡمًا إِنَّمَا يَأۡكُلُونَ فِي بُطُونِهِمۡ نَارٗاۖ وَسَيَصۡلَوۡنَ سَعِيرٗا ١٠ ﴾ [النساء[١٠ :

“নিশ্চয় যারা ইয়াতীমদের ধন-সম্পদ যুলুমের মাধ্যমে ভক্ষণ করে তারা তো তাদের পেটে আগুন খাচ্ছে; আর অচিরেই তারা প্রজ্জ্বলিত আগুনে প্রবেশ করবে।”[50] ঙ. হারাম উপার্জনের দান আল্লাহ গ্রহণ করেন না হারাম উপার্জন এমন খারাপ জিনিস যা থেকে দান করলেও কোনো লাভ নেই এবং আল্লাহ তা‘আলা তা গ্রহণ করেন না। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

« لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةً بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلاَ صَدَقَةً مِنْ غُلُول »

“আল্লাহ তা‘আলা পবিত্রতা ছাড়া কোনো সালাত কবুল করেন না, আর হারাম উপার্জনের দানও আল্লাহ তা‘আলা কবুল করেন না।”[51] ৬. হারাম উপার্জন থেকে তাওবাহ আমাদের উপার্জনের মধ্যে জেনে বা না জেনে অনেক সময় হারাম উপার্জন হয়ে থাকতে পারে। এমতাবস্থায় আমরা তাওবা করার মাধ্যমে পরিত্রাণ পেতে পারি। কেননা কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوۡبَةٗ نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمۡ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمۡ سَيِّـَٔاتِكُمۡ وَيُدۡخِلَكُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ ﴾ [التحريم[٨ :

“হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা কর, খাঁটি তাওবা, আশা করা যায়, তোমাদের রব তোমাদের পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত।”[52] ক. হারাম উপার্জন করার জন্য অনুতপ্ত হওয়া নিজের উপার্জনের মধ্যে হারাম কোনো কিছু থাকলে তার জন্য অনুতপ্ত হতে হবে এবং অনুশোচনা করতে হবে। হারাম উপার্জন করার পর নিজের মনের মধ্যে ব্যাকুলতা অনুভব করবে, এজন্য নিজেকে হীন মনে করবে । এ বিষয়ে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে,

﴿إِنَّمَا ٱلتَّوۡبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعۡمَلُونَ ٱلسُّوٓءَ بِجَهَٰلَةٖ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٖ فَأُوْلَٰٓئِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيۡهِمۡۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمٗا ١٧ ﴾ [النساء[١٧ :

“নিশ্চয় তাওবা কবুল করা আল্লাহর জিম্মায় তাদের জন্য, যারা অজ্ঞতাবশত মন্দ কাজ করে। তারপর শীঘ্রই তাওবাহ করে। অতঃপর আল্লাহ এদের তাওবা কবুল করবেন আর আল্লাহ

মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।''[53] খ. হারাম উপার্জন না করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হারাম উপার্জন করতে থাকা অবস্থায় তাওবা করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। যে কোনো ধরণের হারাম উপার্জন না করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَٰحِشَةً أَوۡ ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ ذَكَرُواْ ٱللَّهَ فَٱسۡتَغۡفَرُواْ لِذُنُوبِهِمۡ وَمَن يَغۡفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمۡ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ ١٣٥ ﴾ [ال عمران [١٣٥ :

''যারা অশস্নীল কাজ করার পর অথবা নিজেদের প্রতি জুলুম করার পর আল্লাহকে স্মরণ করে এরপর নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, আর আল্লাহ ব্যতীত গুনাহসমূহ ক্ষমা করতে কেউ সক্ষম নয় এবং তারা নিজেদের কৃতকর্মের উপর অটল থাকে না এবং তারা (গুনাহের বা পাপের উপর অটল থাকার ভীষণ পরিণাম) জানে।''[54] গ. হালাল উপার্জন ও হারাম উপার্জনকে পৃথক করা বুঝা বা উপলব্ধির সাথে সাথে হালাল উপার্জন ও হারাম উপার্জনকে পৃথক করে ফেলতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ قُل لَّا يَسۡتَوِي ٱلۡخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوۡ أَعۡجَبَكَ كَثۡرَةُ ٱلۡخَبِيثِۚ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٠٠ ﴾ [المائدة [١٠٠ :

''বল,'অপবিত্র ও পবিত্র সমান নয়, যদিও অপবিত্রের আধিক্য তোমাকে মুগ্ধ করে। অতএব হে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা, আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর। যাতে তোমরা সফলকাম হও।''[55] ঘ. অর্জিত হারাম উপার্জন সওয়াবের আশা না করে শুধু দায়মুক্তির জন্য জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা হারাম পথে উপার্জন করা মাল নিজের কাছে গচ্ছিত রাখার সুযোগ নেই। বরং তা সওয়াবের আশা না করে কেবল দায়মুক্তির আশায় জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করে ফেলতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ وَلَسۡتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغۡمِضُواْ فِيهِۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٢٦٧ ﴾ [البقرة[٢٦٧ :

''হে মুমিনগণ, তোমরা ব্যয় কর উত্তম বস্তু, তোমরা যা অর্জন করেছ এবং আমি যমীন থেকে তোমাদের জন্য যা উৎপন্ন করেছি তা থেকে এবং নিকৃষ্ট বস্তুর ইচ্ছা করো না যে, তা থেকে তোমরা ব্যয় করবে। অথচ চোখ বন্ধ করা ছাড়া যা তোমরা গ্রহণ করো না। আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত''।[56] ঙ. কোনো প্রতিষ্ঠানের হক নষ্ট হলে বা খেয়ে ফেললে তা দ্রুত ফেরত দেওয়া কেউ কোনো প্রতিষ্ঠান, কোম্পানীর কোনো হক নষ্ট করলে

বা মাল হারাম পন্থায় ভোগ করলে তা দ্রুত ফেরত দিতে হবে। কেননা আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

» مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ « . فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ.« ِ

“যে ব্যক্তি তার নিজ হাতে কোনো মুসলিমের হক খেয়ে ফেলে, আল্লাহ তা‘আলা তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব করে দেন। জান্নাত হারাম করে দেন। একজন লোক প্রশ্ন করলো, যদি তা সামান্য বস্তু হয়। তখন তিনি বললেন, দেখতে যদি তা আরাক গাছের ডাল পরিমাণও হয়।”[57] চ. মাফ চেয়ে নেওয়া কারো কোনো মাল খেয়ে ফেলার পর যদি তা ফেরত দেওয়ার সামর্থ না থাকে, তবে সে মাফ চেয়ে নিবে। কেননা হাদীসে এসেছে, আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

» مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لأَحَدٍ مِنْ عِرْضِهِ ، أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُونَ دِينَارٌ ، وَلاَ دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ« ِ

‘যদি কেউ তার ভাইয়ের ওপর যুলুম করে থাকে, হোক তা মান-ইজ্জত অথবা সম্পদ বিষয়ক, সে যেন আজই তা থেকে দায়মুক্ত হয়ে নেয়, সে দিন আসার পূর্বে যখন কোনো টাকা পয়সার লেনদেন হবে না। সেদিন যদি তার নেক আমল থেকে থাকে তবে যুলুম পরিমাণ নেক আমল তার কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হবে। আর যদি নেক আমল না থাকে তবে মাযলুম ব্যক্তির গুনাহ নিয়ে তার ওপর চাপানো হবে’।[58] ছ. বেশি বেশি সদকাহ বা ভাল কাজ করা বেশি বেশি সদকাহ বা ভাল কাজ করার মাধ্যমে পরিত্রাণ পাবার জন্য চেষ্টা করতে হবে। কেননা সওয়াবের কাজের মাধ্যমে গুনাহ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ إِنَّ ٱلۡحَسَنَٰتِ يُذۡهِبۡنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِۚ ﴾ [هود [١١٤ :

“নিশ্চয়ই ভাল কাজ মন্দ কাজকে মিটিয়ে দেয়।”[59] জ. আল্লাহর নিকট বেশি বেশি ক্ষমা প্রার্থনা করা আল্লাহ তা‘আলা চান তার বান্দারা আল্লাহর নিকট বেশি বেশি ক্ষমা প্রার্থনা করুক। আর কোনো বান্দাহ অন্যায় করার পর তার নিকট ক্ষমা চাইলে তা ক্ষমা করে দেন। সেজন্য বেশি বেশি ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

: وَمَن يَعۡمَلۡ سُوٓءًا أَوۡ يَظۡلِمۡ نَفۡسَهُۥ ثُمَّ يَسۡتَغۡفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ١١٠ ﴾ [النساء ﴿ ١١٠]

"আর যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করবে কিংবা নিজের প্রতি যুলম করবে তারপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে, সে আল্লাহকে পাবে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[60] ৭. উপসংহার উপরোক্ত আলোচনা থেকে সাব্যস্ত হলো যে, আমাদেরকে হালাল উপার্জনের জন্য উল্লিখিত শর্তগুলো পূরণ করতে হবে। উপার্জন করার সময় অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে, যাতে কোনোভাবেই হারাম উপার্জনের দিকে আমরা না যাই এবং যাবতীয় হারাম উপার্জনের পথ থেকে বিরত থাকতে হবে। যেমনিভাবে সতর্ক থাকতেন আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু। একদা আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু এর এক চাকর তাঁকে কিছু খাবার দিল। খাওয়া শেষ হলে তিনি দাসকে জিজ্ঞেস করলেন,

» فمن أين الطعامُ يا غلام ؟ قال : دَفعه إليَّ أناسٌ كنتُ أحسنتُ إليهم في الجاهلية بكهانةٍ صنعتُها لهم ، وهنا ارتعدتْ فرائصُ الصديق ، وأدخلَ يده في فمه ، وقاء كلَّ ما في بطنهِ وقال : " واللهِ لو لم تخرجْ تلك اللقمة إلا مع نفسي لأخرجتها «

"এটা কোথা থেকে এসেছে? এ প্রশ্নের জবাবে সে বলল, আমি জাহিলী যুগে এক ব্যক্তির ভাগ্য গণনা করেছি। অথচ আমি ভাগ্য গণনায় পারদর্শী নই। আমি লোকটিকে ধোঁকা দিয়েছি। আর সে আমাকে এটা দিয়েছে। আর তাই আপনি এইমাত্র খেলেন। এ কথা শুনে আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজ মুখে হাত ঢুকিয়ে বমি করে দিলেন। পেটে যা ছিল সব বের করে দিলেন। অত:পর বললেন, আল্লাহর শপথ, 'যদি তা বের করতে গিয়ে আমার জীবন দিতে হতো তবে আমি তাই করতাম' ।"[61] আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হালাল উপার্জন করা ও হারাম উপার্জন থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দিন। আমীন। গ্রন্থপঞ্জি আল-কুরআন। আল-বুখারী, ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল. (১৪০০ হি.). সহীহ আল-বুখারী. দেওবন্দ: মাকতাবা মুস্তাফায়ী. ইমাম মুসলিম. (তা.বি.). সহীহ মুসলিম, বিশেস্নষণ: ইমাম নবুভী (র.). কলকাতা: দার আল-ইশা'আত আল- ইসলামিয়াহ. তিরমিযী, ইমাম আবু ঈসা. (তা.বি.). সুনান আত্-তিরমিযী.. দেওবন্দ আলবানী, নাসির উদ্দীন, আসসিলসিলাতুস সহীহাহ। আবু হাতিম, মুহাম্মাদ ইবন হাববান বিন আহমাদ আততামিমী আবাসতী, সহীহ ইবন হিব্বান। আলবানী, নাসির উদ্দীন, সহীহ জামিউস সাগীর। আল-বায্যার, আবু বকর আহমাদ বিন আমর বিন আবদুল খালিক, মুসনাদুল বায্যার। ইবন খুযাইমাহ, সহীহ ইবন খুযাইমাহ। , Retrieved

August 25, 2012. সম্পাদনা পরিষদ, ব্যবহারিক বাংলা অভিধান (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ৫ম পুনর্মুদ্রণ ২০০৩)।

৩. উপার্জন হালাল বা হারাম হওয়ার মূলনীতি :-

ইসলামে উপার্জনের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় দু'টি মূলনীতি রয়েছে।

এক. মূলগত: যা উপার্জন করা হবে তা মূলগতভাবে হালাল হতে হবে।

দুই. পদ্ধতিগত: যা উপার্জন করব তা বৈধ পন্থায় হতে হবে।

এক. মূলগত:

একজন ব্যক্তি যা উপার্জন করবে সে উপার্জেয় বস্তুটি অবশ্যই উত্তম ও হালাল হতে হবে। আর ইসলাম যাবতীয় কল্যাণকর ও হিতকর বস্তুকে মানবজাতির জন্য হালাল করেছে।

সেলক্ষ্যেই পবিত্র কুরআনে طيبات ও حلال শব্দের অবতারনা হয়েছে। মহান আল্লাহ মানব জাতিকে সম্বোধন করে হালাল ও তাইয়্যিব যা রয়েছে তা থেকে আহার করতে বলেছেন। তিনি বলেন:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ حَلَٰلٗا طَيِّبٗا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٌ ﴾[البقرة:168]

"হে মানুষ! পৃথিবীতে হালাল ও তাইয়্যেব যা রয়েছে তা থেকে আহার কর। আর শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না, নি:সন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।[1]

উপরোক্ত আয়াতের আলোকে বলা যায় যে, শুধুমাত্র হালাল হলেই চলবে না; বরং তা অবশ্যই তাইয়্যিব (পবিত্র ও উত্তম) হতে হবে। এখানে তাইয়্যিব বলতে ভেজালমূক্ত স্বাস্থসম্মত উদ্দেশ্য। অর্থাৎ এমন উপায় অবলম্বন করতে হবে যা মূলগত ভাবেই নির্ভেজাল, খাটি ও পবিত্র। অবশ্য অধিকাংশ মুফাস্সিরগণ আয়াতে হালাল শব্দ দ্বারা মূলগত বৈধতার এবং তাইয়্যিব দ্বারা পদ্ধতিগত বৈধতার অর্থ গ্রহণ করেছেন এবং এ দু'শব্দ দিয়ে দু'টি মূলনীতির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

দুই. পদ্ধতিগত

উপার্জনের ক্ষেত্রে গ্রহণীয় উপায় ও মাধ্যমটি অবশ্যই বৈধ পন্থায় হতে হবে। কেননা যাবতীয় অবৈধ উপায় ও পন্থায় অর্থসম্পদ উপার্জন করতে ইসলাম নিষেধ রয়েছে। পবিত্র কুরআনের একাধিক আয়াতের মাধ্যমে এ বিষয়ে মুমিনগণকে সর্তক করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেন:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ عُدۡوَٰنٗا وَظُلۡمٗا فَسَوۡفَ نُصۡلِيهِ نَارٗاۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا﴾

“হে মুমিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করোনা। কিন্তু তোমাদের পরস্পর রাযি হয়ে ব্যবসা করা বৈধ; এবং একে অপরকে হত্যা করিওনা; নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। আর যে কেউ সীমালংঘন করে অন্যায়ভাবে তা করবে, তাকে আমি অগ্নিতে দগ্ধ করব, আর এটা করা আল্লাহর পক্ষে সহজ।”[2]

মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ وَتُدۡلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلۡحُكَّامِ لِتَأۡكُلُواْ فَرِيقٗا مِّنۡ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلۡإِثۡمِ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٠﴾

“তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অপরের সম্পদ অবৈধ পন্থায় গ্রাস করো না এবং মানুষের ধন-সম্পত্তির কিয়দাংশ জেনে শুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে তা বিচারকগণের নিকট পেশ করো না।[3]”

উপরোক্ত আয়াতদ্বয় দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, উপার্জনের পদ্ধতি ও পন্থা অবশ্যই বৈধ হতে হবে। অন্যথায় কঠোর শাস্তির ঘোষনা রয়েছে। আর এ ধরনের উপায় জুলমের নামান্তর। যার পরিণতি খুবই ভয়াবহ। অতএব প্রত্যেক মুসলমানের একান্ত উচিৎ উপার্জনের ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত দু’টি বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করা।

প্রখ্যাত আধুনিক তাফসিরকার আল্লামা রশিদ রেজা আয়াতে উল্লেখিত হালাল ও তাইয়্যিবা এ দু’টি শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, কোন বস্তু তাইয়্যিব বা উত্তম হওয়ার অর্থ হলো তাতে

অন্যের অধিকার সম্পৃক্ত না থাকা। কেননা পবিত্র কুরআনে যেসব বস্তুর ব্যাপারে হারাম শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। সেগুলো মূলগতভাবেই হারাম বা নিষিদ্ধ। একমাত্র নিরূপায় অবস্থা ছাড়া কোন অবস্থাতেই তার ব্যবহার বৈধ নয়। এ ছাড়াও এক ধরনের হারাম রয়েছে যা মূলগতভাবে হারাম নয় কিন্তু সংশ্লিষ্ট কোন কারণে তাকে হারাম বলা হয়েছে। মূলত: এ জাতীয় বস্তুর বিপরীতেই তাইয়্যিব বা উত্তম শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং যেসব বস্তু অন্যায়ভাবে উপার্জন করা হয়েছে, ন্যায়ানুগ পন্থায় করা হয়নি। যেমন: সুদ, ঘুষ, জুয়া, চুরি, ছিনতাই, রাহাজানি, ধোঁকা-প্রতারনা, আমানতের খিয়নত ইত্যাদি পন্থায় করা হয়েছে এগুলো হারাম। অর্থ্যাৎ এগুলো তাইয়্যিব বা উত্তম নয়। সারকথা প্রতিটি অপবিত্র বস্তুই হারাম, তা মূলগত কারণেই হোক কিংবা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন কারণেই হোক।

বাংলাদেশের বিপুলসংখ্যক নাগরিক প্রবাসী। তাঁদের উল্লেখযোগ্য অংশ মুসলিম দেশগুলোতে বসবাস করলেও অমুসলিম দেশেও থাকেন অনেকে। অমুসলিম দেশে যাঁরা বসবাস করেন তাঁদের আয়-উপার্জনের ক্ষেত্রে চাই বিশেষ সতর্কতা। কেননা ইসলাম হালাল জীবিকা অর্জনকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়।

এখানে এ বিষয়ে শরিয়তের নির্দেশনা তুলে ধরা হলো।
উপার্জন হালাল হওয়ার গুরুত্ব

পবিত্র কোরআনের একাধিক আয়াতে আল্লাহ হালাল ও বৈধ উপার্জনের নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে, ‘হে রাসুলগণ! তোমরা উত্তম খাবার ভক্ষণ করো এবং নেক আমল করো।’ (সুরা : মুমিনুন, আয়াত : ৫১)
রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘অন্যান্য ফরজের পর হালাল উপার্জন অনুসন্ধান করা একটি ফরজ।
’ (সুনানে বায়হাকি, হাদিস : ৪৬০)

উপার্জন হালাল হওয়ার মূলনীতি

মানুষের উপার্জন হালাল বা হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে শরিয়তের কয়েকটি মূলনীতি আছে; যেমন—

- কাজটি বৈধ হওয়া : কোনো কাজের মাধ্যমে উপার্জন হালাল হওয়ার শর্ত হলো কাজটি বৈধ হওয়া। এই মূলনীতির আলোকে সব বৈধ বিক্রি, সেবা ও ভাড়া বৈধ হবে।

যেমন—খাদ্য, ওষুধ, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি বিক্রি করা। মানুষকে শিক্ষা, চিকিৎসা, প্রকৌশলসহ অন্যান্য বৈধ সেবা দেওয়া। বাড়ি, দোকান ও গাড়ি ভাড়া দেওয়া।

- হারাম না হওয়া : কোনো হারাম কাজ বা হারাম কাজে সহায়ক কাজের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করা হারাম। যেমন—সুদ খাওয়া, সুদি ব্যাংকে চাকরি করা, মদ বহন করা, জুয়ার হল প্রস্তুত করা, প্রতারকের কাছে প্রতারণার মাধ্যম বিক্রি করা এবং ডাকাতের কাছে অস্ত্র বিক্রি করা ইত্যাদি। উল্লিখিত কাজগুলো হয়তো নিজে হারাম নতুবা হারাম কাজের জন্য সহায়ক।

- দূরবর্তী সাহায্য হলে হারাম নয় : যদি ব্যক্তির পাপ কাজে সাহায্য করার ইচ্ছা না থাকে, কিন্তু এর মাধ্যমে হারাম কাজে দূরবর্তী সাহায্য হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তাহলে তা হারাম নয়।

যেমন—অবিশ্বাসী, সুদখোর বা জুয়াখোরের কাছে বৈধ খাবার ও ওষুধ বিক্রি করা বৈধ। এ ক্ষেত্রে এটা বলা যাবে না যে এই খাবার ও ওষুধ খেয়ে ব্যক্তি পাপ কাজের শক্তি পাচ্ছে, সুতরাং তা হারাম হবে। এ জন্য মদিনার ইহুদিদের সঙ্গে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের লেনদেন করতেন।

- হালাল-হারাম পৃথক হলে চাকরির অবকাশ : যখন কোনো প্রতিষ্ঠানে হারাম কারবার হয় এবং হালাল কারবারও হয় এবং হালাল-হারামের হিসাব ভিন্ন হয়, তখন অপারগ ব্যক্তি হালাল অংশে চাকরি করতে পারবে। যেমন—কোনো বেকারিতে হালাল রুটি বিক্রি করার পাশাপাশি মদের সঙ্গে মিশ্রিত হারাম রুটিও বিক্রি করা হয়, কিন্তু কোনো কর্মচারীর কাজ কেবল হালাল রুটির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এবং সে যদি কোনোভাবে হারামে সহায়তা না করে; তাহলে সেই ব্যক্তি অপারগ হলে চাকরিটি করতে পারবে। তবে এমন ব্যক্তির উচিত অন্য চাকরি খুঁজতে থাকা। কেননা তার দায়িত্ব হলো মন্দ কাজে বাধা দেওয়া এবং তা সম্ভব না হলে স্থান ত্যাগ করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘তোমরা যখন আল্লাহর আয়াতগুলোকে অমান্য ও বিদ্রুপ করতে শুনবে, তখন তোমরা তাদের সঙ্গে (অমান্যকারী ও বিদ্রুপকারীদের সঙ্গে) বসবে না, যতক্ষণ না তারা অন্য কথায় লিপ্ত হয়। নতুবা তোমরাও তাদের মতোই হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মুনাফিক ও কাফেরদের সকলকে জাহান্নামে একত্র করবেন।’ (সুরা : নিসা, আয়াত : ১৪০)

আল্লামা জাসসাস (রহ.) বলেন, ‘এই আয়াতে প্রমাণ রয়েছে যে মন্দ কাজে লিপ্ত ব্যক্তিকে বাধা দেওয়া আবশ্যক। বাধা দেওয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে ঘৃণা প্রকাশ করা, মন্দ কাজে লিপ্ত ব্যক্তির সঙ্গে ওঠাবসা পরিত্যাগ করা এবং মন্দ কাজ থেকে সরে না আসা পর্যন্ত তাকে বর্জন করা; যদি মন্দ কাজকে একেবারে দূর করা না-ও যায়।’ (আহকামুল কোরআন : ২/৪০৭)

- সংশয়যুক্ত উপার্জন পরিহারযোগ্য : কোনো উপার্জনের ক্ষেত্রে যদি হারাম হওয়ার সন্দেহ হয়, তাহলে তাকওয়ার দাবি হলো তা পরিহার করা। কেননা রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি সন্দিহান বিষয় হতে নিজেকে রক্ষা করেছে, সে নিজের দ্বিনকে পবিত্র করেছে এবং নিজের ইজ্জতকেও রক্ষা করেছে। আর যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত বিষয়ে পতিত হয়েছে, সে হারামে পতিত হয়েছে।’ (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫২)

অন্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) স্পষ্টতই বলেছেন, ‘সন্দেহযুক্ত বিষয় বর্জন করে সন্দেহমুক্ত বিষয় গ্রহণ করো।’ (সুনানে নাসায়ি, হাদিস :৫৭১১)

আল্লাহর পৃথিবী প্রশস্ত :

আল্লাহ মানুষের জন্য পৃথিবীকে প্রশস্ত করেছেন। সুতরাং হালাল গ্রহণ এবং হারাম বর্জনে মানুষের কুণ্ঠা করা উচিত নয়। প্রয়োজন শুধু অনুসন্ধান করা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পরিশ্রম করা। যে ব্যক্তি হারাম থেকে বাঁচতে সচেষ্ট হবে, আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন। আল্লাহ বলেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য সংকটমুক্তির পথ করে দেবেন এবং তাকে এমন জায়গা থেকে রিজিকের ব্যবস্থা করবেন, যা সে ধারণাও করে না।’ (সুরা : তালাক, আয়াত : ২-৩)

আল্লাহ সবাইকে দ্বিনের ওপর অবিচল থাকার তাওফিক দিন। আমিন।

ইসলামী জীবন
প্রকাশ: ২৮ মে, ২০২৫ ২০:৪৩
উপার্জন হালাল বা হারাম হওয়ার মূলনীতি
আলেমা হাবিবা আক্তার

৪. হালাল উপার্জনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য :

জীবিকা নির্বাহের জন্য উপার্জনের গুরুত্ব ইসলামে যেমনি রয়েছে, ঠিক তেমনি হালাল উপার্জনের গুরুত্ব ও অত্যাধিক। ইসলাম মানুষের জন্য যাবতীয় জীবনোপকরণকে সহজসাধ্য, সুস্পষ্ট, ও পবিত্র করার নিমিত্বে সঠিক ও বৈজ্ঞানিক নির্দেশনা দিয়েছে। অতএব নির্দেশনা বহির্ভূত যাবতীয় উপার্জনই হারাম বা অবৈধ হিসেবে বিবেচিত। ইসলামের বক্তব্য হল মানুষকে নিজের সার্মথ্য ও যোগ্যতানুযায়ী নিজেই নিজের প্রয়োজনীয় অর্থ ও দ্রব্য সামগ্রীর সন্ধান করবে। এটি মানুষের অন্যতম অধিকার। তবে ইসলাম মানুষকে এ অধিকার দেয়নি যে, সে অর্থ সম্পদ উপার্জনের জন্য স্বীয় খেয়ালখুশিমত যে কোন পন্থা অবলম্বন করতে পারবে। তাইতো ইসলাম অর্থসম্পদ উপার্জনের ক্ষেত্রে হালাল-হারামের পার্থক্য সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছে। সমাজ রাষ্ট্র ও ব্যাক্তির জন্য কল্যানকর যাবতীয় ব্যবস্থাকে ইসলাম হালাল করেছে। নিম্নে এ ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করা হল:

এক. হালাল উপার্জন একটি অলঙ্ঘনীয় বিধান

ইসলাম মানুষের জন্য হালাল ও হারামের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নিরূপন করেই শেষ করেনি, বরং হালাল উপার্জনে রয়েছে এর সুস্পষ্ট নির্দেশনা। ফরজ ইবাদত সমূহের আদায়ের পর এ মহতি কর্মে ঝাপিয়ে পরতে উৎসাহিত করা হয়েছে। উপার্জনের ক্ষেত্রে হালাল ও বৈধ উপায় অবলম্বন করা ব্যবসায়ীসহ সকল মানুষের উপর ইসলামের একটি অলঙ্ঘনীয় বিধান। যারা উপার্জনের ক্ষেত্রে হালাল ও হারামের প্রশ্নে সতর্কতা অবলম্বন করে না তাদের ব্যপারে নবী করিম সতর্কবাণী করেছেন। তিনি বলেন:

»يأتي على الناس زمان، لا يبالي المرء ما أخذ منه، أمن الحلال أم من الحرام«

‘‘মানুষের নিকট এমন একটি সময় আসবে, যখন ব্যক্তি কোন উৎস থেকে সম্পদ আহরন করছে, তা হালাল না হারাম, সেদিকে কোন ভ্রুক্ষেপ করবে না।’’[4]
দুই. হালাল উপার্জন দু’আ কবুলের পূর্বশর্ত

মানুষের প্রত্যহিক ও জাগতিক জীবনের চাহিদার কোন অন্ত নেই। তবে এগুলো মানুষের কাঙ্খিত ও বাঞ্চিত হলেও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মহান স্রষ্ট্রার অনুগ্রহের, ভূমিকাই সবচেয়ে বেশী। আর এর জন্য প্রয়োজন একান্তে তাঁর দরবানে আরাধনা করা। মহান আল্লাহ ও মানুষে

এ ব্যপারে সাড়া দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, এটি অন্যতম ইবাদত ও বটে। রাসূল সা. বলেন :[5]

»الدعاء هو العبادة«

''দোয়া হচ্ছে ইবাদত'' অতএব দু'আ ইসলামে অন্যতম একটি ইবাদতে পরিণত হয়েছে, যার মাধ্যমে বান্দার সাথে আল্লাহর গভীর প্রেম নিবেদন করা চলে এবং যাবতীয় প্রয়োজন পূনণে সহায়ক হয়। এ গুরুত্বপূর্ণ কর্মটি আল্লাহর দরবারে গৃহীত হতে হলে উপার্জন অবশ্যই হালাল হতে হবে। কেননা আল্লাহ পবিত্র। তিনি পবিত্র ছাড়া কোন কিছুই গ্রহণ করেননা, অতএব অবৈধ উপার্জন যারা করে তাদের খাদ্যের উপার্জন হয় অবৈধ অর্থে হওয়ায় ইসলম যাবতীয় রক্ত মাংস সবই হারাম দ্বারা পুষ্ট হয়। ফলে এ ধরনের ব্যক্তির প্রার্থনাকে ইসলামে কখনো সমর্থন করেনা। এ মর্মে রাসূল সা. বলেন:

»إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ: (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) [المؤمنون: 51] وَقَالَ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) [البقرة: 172] ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ«؟

''নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআল পবিত্র। তিনি শুধু পবিত্র বস্তুই গ্রহণ করেন। তিনি মুমিনদের সেই আদেশই দিয়েছেন, যে আদেশ তিনি দিয়েছিলেন রাসূলগণের।'' আল্লাহ তা'আলা বলেন : ''হে ইমানদারগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু-সামগ্রী আহার কর, যেগুলো আমি তোমাদেরকে রুযী হিসেবে দান করেছি।'' অতঃপর রাসূল সা. এমন এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন, যে দীর্ঘ সফরে থাকা অবস্থায় এলোমেলো চুল ও ধূলি-ধুসরিত ক্লান্ত-শ্রান্ত বদনে আকাশের দিকে আল্লাহর দরবারে হাত তুলে প্রার্থনা করে ডাকছেঃ হে আমার প্রভূ! হে আমার প্রভূ! অথচ সে যা খায় তা হারাম, যা পান করে তা হারাম, যা পরিধান করে তা হারাম এবং হারামের দ্বারা সে পুষ্টি অর্জন করে। তার প্রার্থনা কিভাবে কবুল হবে?''[6]
ইবন আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছেঃ

تليت هذه الاية عند رسول الله ص ﴿يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا﴾ فقام » سعد بن أبى وقاص ، فقال : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادع الله أن يجعلني مستجاب

الدعوة ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة ...»

‘‘রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট একদা এ আয়াতটি তেলাওয়াত করা হল। ‘‘হে মানবমন্ডলী ! পৃথিরীর হালাল ও পবিত্র বস্তু-সামগ্রী ভক্ষন কর।’’ তখন সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আল্লহর কাছে দু’আ করুন যেন আমার দু’আ কবুল হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ হে সা‘দ, তোমার পানাহারকে হালাল কর, তবে তোমার দু’আ কবুল হবে।’’[7]

তিন. হালাল উপার্জনে বরকত লাভ হয়

উপার্জনে বরকত লাভ করতে হষে একমাত্র হালাল পন্থায় হতে হবে। কেননা বরকত দানের মালিক মহান আল্লাহ। তিনি শুধু বৈধ উপার্জনেকেই বরকত মন্ডিত করেন। এবং যাবতীয় অবৈধ উপার্জনের বারকত নষ্ট করে দেন। আর যেখানে অপচয় বৃদ্ধি পায়। ফলে সম্পদের প্রাচুর্যতা লাভে বিলম্ব হয়। অন্যদিকে হালাল উপার্জন কম হলেও তাতে বরকতের কারণে খুব স্বল্প সময়েই বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

চার. হালাল উপার্জন জান্নাত লাভের একমাত্র উপায়

মানুষের দু’টি জীবন রয়েছে, একটি ইহলৌকিক, অপরটি পরলৌকিক। অতএব হালাল পন্থায় উপার্জনকারী পরকালে জান্নাতে যাবে। আর অবৈধ পন্থায় উপার্জনকারী ব্যাক্তি দুনিয়ার জীবনে সম্পদের পাহাড় গড়লেও পরকালীন জীবনে তার জন্য ভয়াবহ আযাব ও শাস্তি অপেক্ষা করছে।

পাঁচ. অবৈধ উপায়ে সম্পদ উপার্জনকারীর জন্য জাহান্নাম অবধারিত

ইবন আব্বাস রা.বর্ণিত হাদীসে রাসূল সা. বলেছেনঃ

»كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به«

‘‘আর যে দেহ হারাম খাদ্য দ্বারা গড়ে উঠে তার জন্য দোযখের আগুনই উত্তম।’’[8]

কাব ইবন উজরাহ রা. রাসূলে কারীম সা. থেকে বর্ণনা করেন:

»لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِّيَ بِحَرَامٍ«

“যে শরীর হারাম পেয়ে হরষ্ট পুষ্ট হয়েছে, তা জান্নাতে যাবে না।”[9]

দুনিয়ার জীবনের কৃতকর্মের উপর ভিত্তি করে মহান আল্লাহ মানুষের জন্য পুরুস্কার ও শাস্তি উভয়ের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। যারা তাঁর অনুগত বান্দা তারাই পুরুস্কার প্রাপ্ত হবে। যেহেতু অবৈধ উপায়ে উপার্জনকারী ব্যক্তি তার অবাধ্য ও দুশমন তাই তাদের জন্য ও শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। অতএব এ পন্থা অবলম্বনকারী ব্যক্তি জাহান্নামী।

ছয়. হালাল উপার্জন ইবাদত কবুলের শর্ত

অর্থ-সম্পদ দ্বারাই মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে, খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে তার দেহের বৃদ্ধি ঘটে এবং সুস্বাস্থ্য লাভ হয়। কিন্তু এ উপকরণ ক্রয়ের অর্থ যদি অবৈধ উপায়ে উপার্জিত হয় তবে তা কিভাবে বৈধ শারিরিক বৃদ্ধি হতে পারে। ফলে তার শরীরের রক্তে ও মাংসে অবৈধ বিষয়ের সংমিশ্রন ঘটে। আর এর দ্বারা যত ইবাদতই করা হোক না তা গ্রহনযোগ্য হতে পারে না। কেননা আল্লাহ অপবিত্র কোন কিছুই গ্রহণ করে না। অতএব হালাল উপার্জন ইবাদত কবুলের পূর্ব শর্ত হিসেবে শিরোধার্য। সালাত, যাকাত ও হজ্জ ইত্যাদি ফরয ইবাদতসমূহ কবুল হওয়ার জন্র অবশ্যই বৈধ পন্থায় উপার্জন করতে হবে।

যাবতীয় বৈধ পন্থাকেই বুঝি। যা কল্যানকর ও হিতকর এবং যাবতীয় অবৈধ ও অকল্যাণকর হতে মুক্ত। ইসলামে হালাল উপার্জনের গুরুত্ব অপরিসীম। মহান আল্লাহ মানব জাতিকে উপার্জনের জন্যে উৎসাহ দিয়েই ক্ষান্ত হননি; বরং যাবতীয় বৈধ ও অবৈধ পন্থাও বাতলে দিয়েছেন। অতএব হালাল উপার্জন বলতে বুঝায় উপার্জনের ক্ষেত্রে বৈধ ও শরী‘আত সম্মত পন্থা অবলম্বন।

হালাল উপায়ে জীবিকা উপার্জনের ফলে সমাজ ব্যবস্থায় ধনী দরিদ্রের মাঝে সুষম ভারসাম্য ফিরে আসে; কৃষক দিন মজুর, ক্রেতা-বিক্রেতা, শ্রমিক-মালিক এবং অধস্তনদের সাথে উর্ধ্বতনদের সুদৃঢ় ও সংগতিপূণ সর্ম্পক তৈরী হয়। ফলে সকল শ্রেণীর নাগরিকই তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পায় এবং সমাজ সংসারে নেমে আসে শান্তির সুবাতাস।

মূলত : ইসলাম যে পেশাকে অবৈধ বলে ঘোষনা করেছে সেসব পন্থায় উপার্জন ব্যতীত অন্যান্য পন্থায় উপার্জন করা বৈধ বলে বিবেচিত।[1] ইসলাম প্রদত্ত সীমারেখা ও মূলনীতি ঠিক রেখে বৈধ যে কোন পণ্যের ব্যবসা করার মাধ্যমে উপার্জনকে ইসলামী শরী'আত হালাল হিসেবে আখ্যা দিয়েছে। এছাড়া যদি কেউ বৈধ উপায়ে যোগ্যতানুযায়ী চাকুরী করে এবং ঘুষ সহ যাবতীয় অবৈধ লেন-দেন ও অসৎ মানসিকতা থেকে দুরে থাকে তবে সেটাও জীবিকার্জনের হালাল পন্থা হিসেবে সাব্যস্ত হবে।

মহান আল্লাহ মানুষকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এটি শুধুমাত্র পাঁচ ওয়াক্ত নামায, রোযা, যাকাত প্রভৃতির উপরই সীমাবদ্ধ নয়। জীবন ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ রূপ রেখার প্রণেতা হিসেবে ইসলামে রয়েছে জীবন ধারনের যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক নির্দেশনা। এ দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করলে হালাল উপায়ে উপার্জনের ব্যবস্থা গ্রহণও অন্যতম একটি মৌলিক ইবাদত। শুধু তাই নয়, ইসলাম এটিকে অত্যাবশ্যক (ফরয) কাজ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

এ মর্মে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একটি হাদীস প্রনিধানযোগ্য। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

»كسب الحلال فريضة بعد الفريضة«

"ফরয আদায়ের পর হালাল পন্থায় উপার্জনও ফরয।"[2]

উপর্যুক্ত হাদীসের মাধ্যমে প্রতিভাত হয় যে, ইসলামে হালাল উপার্জনের গুরুত্ব কতখানি এবং কোন ব্যক্তি যেন হারাম কোন পেশা অবলম্বন না করে উপরোক্ত হাদীসে সে মর্মেও অর্ন্তনিহীত নির্দেশ রয়েছে। পরকালীন জীবনে এ ফরয ইবাদতটি সম্পর্কে যে মানুষকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা যাবতীয় ফরয সম্পর্কে বান্দা জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব এটি ফরয কাজ সমূহের অন্তর্গত এক মৌলিক অত্যাশ্যকীয় ইবাদতে গণ্য হয়েছে। উপার্জনের ক্ষেত্রে ইসলাম যেসব পন্থাকে হালাল করেছে সেগুলোর মূলনীতিসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো:

ব্যবসা বাণিজ্য :

উপার্জনের ক্ষেত্রে ব্যবসা-বাণিজ্য সব চেয়ে বড় সেক্টর। ইসলামের দৃষ্টিতে এটি একটি মহৎ পেশা। সমাজ জীবনে যার ক্রিয়াশীলতা ও প্রভাব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও সুদূঢ় প্রসারী। ইসলাম ব্যবসা-বাণিজ্যকে শুধু বৈধ বলেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং এ ব্যাপারে সবিশেষ উৎসাহ ও গুরুত্ব প্রদান করেছে। যেন মুসলিম উম্মাহ পৃথিবীর বুকে একটি শ্রেষ্ট জাতি হিসেবে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধি ও স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারে। মহান আল্লাহ বলেন :

﴿ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾[البقرة]

"তিনি (আল্লাহ) ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম।"[3]

উপরোক্ত আয়াতের মর্ম উপলব্দিতে প্রতীয়মান হয় যে, সুদভিত্তিক লেন-দেনের মাধ্যমে যারা পৃথিবীতে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করছে তাদের মুকাবিলায় মহান আল্লাহ ব্যবসা-বাণিজ্যকে বৈধ বলে ঘোষনা দিয়েছেন। অতএব অবৈধ পন্থা হতে বাঁচার এবং প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধি লাভের এটি অনেক বড় অবলম্বণ। এছাড়াও জীবিকার একটি বৃহৎ অংশ রয়েছে এ ব্যবস্থাপনায়। মুরসাল হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

« عليكم بالتجارة فإن فيها تسعة أعشار الرزق»

"তোমরা ব্যবসা বানিজ্য কর। কারণ তাতেই নিহিত রয়েছে নয়-দশমাংশ জীবিকা"[4]

তাছাড়া সততা, বিশ্বস্ততা, ন্যায়পরায়নতা, ধোঁকামুক্ত, কল্যাণমুখী মানসিকতাসম্পন্ন ব্যবসায়ীদের প্রশংসায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনেক হাদীস বিদ্যমান। এ ধরনের ব্যবসায়ীকে তিনি নবীগণ, ছিদ্দিক, ও শহীদদের সমমর্যাদাপূর্ণ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

»التاجرالصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء«

"সৎ ও ন্যায়পরায়ণ ব্যবসায়ী (পরকালে) নবী, সিদ্দিকীন ও আল্লাহর পথে জীবন বিসর্জনকারী শহীদদের সঙ্গী হবে।[5]

ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইসলাম যেসব মূলনীতি দিয়েছে তাহলো: ধোঁকা ও প্রতারনামুক্ত, মিথ্যার আশ্রয় বিহীন, পণ্যের দোষ - গুণ স্পষ্ট থাকা, ভাল পণ্যের সাথে খারাপ পণ্যের মিশ্রণ না করা, মুনাফাখোরী মানোবৃত্তি পরিহার করে কল্যাণমুখী মানষিকতা পোষণ, মজুদদারি চিন্তা-চেতনা পোষণ না করা, ওজনে হের-ফের না করা, সর্বোপরি যাবতীয় শঠতা ও জুলুম থেকে বিরত থাকা।

চাকুরী :

এটি জীবিকা নির্বাহে উপার্জনের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত। জনসংখ্যার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ আমাদের দেশে সরকারী আধা-সরকারী, বেসরকারী, ব্যাংক-বীমা, এন.জি.ও. ও ব্যক্তিমালিকানাধিন এবং স্বায়ত্বশাসিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করে। এসব চাকুরীর ক্ষেত্রে ইসলামের মূল দর্শন হলো প্রত্যেক চাকুরে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পূর্ণ নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও সচ্ছতার সাথে পালন করবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়ের মূলনীতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

»كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته«

“তোমাদের প্রত্যেকেই এক একজন দায়িত্বশীল। তোমাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।”[6]

তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই সকলকে যাবতীয় অনিয়ম, দুর্নীতি যেমন ঘুষ গ্রহণ, স্বজনপ্রীতি অন্যায়ভাবে কাউকে সুযোগ সুবিধা (undue Facilities) দান, কারো প্রতি জুলুম করা প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। কেননা এসব অনিয়ম ও দুর্নীতি-পরায়ণদের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে ইসলামের সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।[7] এছাড়াও কর্তব্যে অবহেলা, অনিয়মানুবর্তিতা ও কার্যে উদাসীনতার দরুন চাকুরীজীবিদের উপার্জন অনেক সময় বৈধতা হারিয়ে ফেলে। আমাদের দেশে দেখা যায় অনেক স্কুল-কলেজের শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে পাঠ দানের পরিবর্তে টিউশনী ও কোচিং সেন্টারের প্রতি বেশী ঝুকে পড়েছেন। অনেক ডাক্তার হাসপাতালে রোগী না দেখে ক্লিনিকে জমজমাট ব্যবসা শুরু করে দিয়েছেন। যা কর্তব্যে অবহেলার নামান্তর। তারা যদি স্বীয় দায়িত্ব যথাযথ ও পূর্ণভাবে পালন করার পর অতিরিক্ত সময় এসব কাজ করেন তবে তা দোষের নয়।

কৃষিকর্ম :

কৃষিকর্ম জীবিকা নির্বাহে অন্যতম উপার্জন মাধ্যম। ইসলাম এটিকে মহৎ পেশা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। কৃষিকার্যের সুচনা হয়েছে আদিপিতা আদম আলাইহিস সালাম থেকেই তাঁকে কৃষি কার্য, আগুনের ব্যবহার ও কুটির শিল্প শিক্ষা দেয়া হয়েছিল।[৪] পর্যায়ক্রমে এ ব্যবস্থার উন্নতি সাধিত হয়েছে। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ মানবজাতির কল্যাণে এ ব্যবস্থাকে সাব্যস্ত করেছেন।[9]

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। এদেশের অধিকাংশ লোকই কৃষি নির্ভর জীবিকা নির্বাহ করে। অথচ ইসলামের কৃষিনীতি সম্পর্কে অবগত হয়ে যদি কেউ তাঁর এ ব্যবস্থাপনায় ইসলামী নীতি অনুসরণ করে তবেই তা হালাল উপার্জন হবে। আর সেগুলো হলো:

ক. ভূমির মালিক নিজেই চাষ করবে। এ সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

»من كانت له أرض، فليزرعها«

‘‘যার জমি রয়েছে সে নিজেই চাষাবাদ করবে।’’[10] তবে এক্ষেত্রে কারো জমি অন্যায়ভাবে অধিকারে আনে কিংবা উত্তরাধিকারকে অংশ না দিয়ে চাষ করলে গুরুতর অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে।[11]

অথবা, মজুরের দ্বারা নিজের তত্বাবধানে চাষ করবে অথবা কোন ভূমিহীনকে চাষাবাদ ও ভোগদখল করতে দিবে।

খ. উৎপন্ন ফসলের নির্দিষ্ট অংশ দেয়ার শর্তে কাউকে চাষ করতে দেয়া।

গ. প্রচলিত বাজার দর অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ নগদ টাকার বিনিময়ে কাউকে এক বছরের জন্য তার ভোগাধিকার দান করা।[12]

ঘ. জমিতে হারাম দ্রব্য উৎপাদন না করা, যাতে ক্ষতিকর কোন উপাদান রয়েছে যেমন: আফিম, গাঁজা, চারস বা অনুরূপ মাদক দ্রব্য।[13]

ঙ. অংশীদারিত্ব চাষাবাদ যাবতীয় প্রতারণা, ধোঁকা, ঠকবাজি, ও অজ্ঞতা থেকে মুক্ত থেকে ন্যায়পরায়নতা ও ইনসাফ ভিত্তিক নীতির লালন করতে হবে।

আল্লামা মাওয়ারদী উল্লেখ করেছেন যে, উৎপাদনের মূল উপাদান দু'টি, এক. কৃষি, দুই. ব্যবসা-বানিজ্য। তবে এদুয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও পবিত্রতম হলো কৃষি।[14]

ইসলামে মানুষের অর্থ-সম্পদ লাভের তিনটি নৈতিক পন্থা নির্ধারন করে দেয়া হয়েছে। আর তা হলো:

পরিশ্রম:

পরিশ্রমের মাধ্যমে মানুষ অর্থ সম্পদ উপার্জন করতে পারে। সে সঙ্গে মেধা ও যোগ্যতার সমন্বয়ে মানুষ অর্থের পাহাড় গড়তে সক্ষম হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আল্লাহর নিকট ঐ জীবিকাই উত্তম যা মানুষ নিজ হাতে উপার্জন করে। এভাবে শ্রমদানের ক্ষেত্রও বহুবিধ ও বিচিত্র ধরনের। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

শিল্পকর্ম:

ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি শিল্পকর্মও মানুষের অন্যতম পেশা। এ মহতি পেশায় জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ নিয়োজিত রয়েছে। এ কর্মটি সম্পর্কে ইসলাম যথেষ্ট গুরুত্বরোপ করেছে। যুগে যুগে প্রেরিত নবী-রাসূলগণ শুধু উৎসাহের বানী প্রদান করেই ক্ষান্ত হননি; বরং শিল্প ও ব্যবসার ময়দানে তাদের বিশাল অবদান রয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

﴿وَعَلَّمۡنَٰهُ صَنۡعَةَ لَبُوسٖ لَّكُمۡ لِتُحۡصِنَكُم مِّنۢ بَأۡسِكُمۡۖ فَهَلۡ أَنتُمۡ شَٰكِرُونَ ٨٠﴾ [الأنبياء]

"আমি তাঁকে (দাউদ আলাইহিস সালাম) বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম যাতে তা যুদ্ধে তোমাদেরকে রক্ষা করে।"[15]

শিল্প শিক্ষাকে মহান আল্লাহ নিয়ামত হিসেবে অভিহিত করেছেন এবং এ-জন্য শুকরিয়া আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহর নবীগণ কোন না কোন শিল্পকর্মে নিয়োজিত ছিলেন।

উপরোক্ত আয়াতে দাউদ আলাইহিস সালাম বর্ম শিল্পে নিয়োজিত ছিলেন বলে আভাস রয়েছে। এছাড়াও তিনি প্রথম জীবনে চাষী হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি শষ্য বপন ও কর্তন করতেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে জমি মানুষের খিদমতের জন্য কোন কাজ করে তাঁর দৃষ্টান্ত মূসা আলাইহিস সালাম জননীর ন্যায়। তিনি নিজে সন্তানকে দুধ পান করিয়েছেন; আবার ফেরাউনের কাছ থেকে পাবিশ্রমিক পেয়েছেন। এছাড়া মূসা আলাইহিস সালাম মাদইয়ানে ৮ বছর চাকরী করছেন, নূহ আলাইহিস সালাম জাহাজ নির্মান করেছেন। যাকারিয়া আলাইহিস সালাম কাঠমিস্ত্রির কাজ করতেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাল্যকালে ছাগল চরাতেন, যৌবনে ব্যবসা করেছেন, চাকরী করেছেন, খন্দকের যুদ্ধে মাটি কেটেছেন, মাথায় বোঝা বহন করেছেন। কূপ থেকে পানি তুলেছেন, নিজ হাতে জামা ও জুতা সেলাই করেছেন, স্ত্রীকে ঘরে রান্নার কাজে সাহায্য করেছেন, এমনকি দুধ দোহনও করেছেন। এজন্য পেশা ক্ষুদ্র হোক, বৃহৎ হোক, তাতে কিছু আসে যায় না। নিজে পরিশ্রম করে শ্রমলব্দ আয়ে নিজের পরিবারবর্গের আস্বাদনের জন্য সংগ্রাম করা অতিশয় সম্মান ও পূণ্যের কাজ।

- উত্তরাধিকার:

উত্তরাধিকারসূত্রে মানুষ অর্থ সম্পদ লাভ করে থাকে। কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিগণ ইসলামের বিধান অনুযায়ী মৃতের পরিত্যক্ত স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি হতে যে সম্পদ লাব করে থাকে তা হালাল।

- হেবা বা দান:

কোন বিনিময় মূল্য বা প্রতিদান ব্যাতিরেকে কাউকে নিজের সম্পদের মালিকানা হস্তান্তর বা দান করা এবং যার অনুকুলে হস্তান্তর বা দান করা হয় সে ব্যাক্তি কর্তৃক তা গ্রহণ করাকে হেবা বলা হয়। হেবার মাধ্যমে অর্জিত অর্থ সম্পদ হালাল।

[1] . ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম পেশা হলো : অপ্রয়োজনে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ, বেশ্যাবৃত্তি, নৃত্য ও যেনৈশিল্প, অবৈধ ব্যবসা-বানিজ্য যেমন, মুর্তি, অবৈধ পাণীয়, ভাষ্কর্য ও প্রতিকৃতি নির্মান শিল্প, সুফী কারবার, ওজনে কম দেয়া, ধোঁকা ও প্রতারণামূলক ব্যবসা, মিথ্যার আশ্রয় নেয়া, ও চাকুরী হতে অবৈধ উপার্জন যেমন ঘুষ গ্রহণ।

[2] . আবূ বকর আহমদ ইবনুল হুসাইন আল-বায়হাকী, সুনান আল-বায়হাকী, সম্পাদনায়: আব্দুল কাদির আতা (মক্কা আল-মুকাররমা: মাকতাবাতু দারুল বায, ১৪১৪ হি/১৯৯৪ খ্রী.) খ. ৬, পৃ. ১২৮। ইমাম বায়হাকী বলেন, এর রাবী দুর্বল।

[3] . সূরা আল-বাকারা: ২৭৫।

[4] . গাযালী, ইহইয়াউ উলুমুদ্দীন, (মাকতবাতুল মুস্তফা আল বাবী ওয়াল হালবী) খ. ২, পৃ. ৬৪। ইমাম ‘ইরাকী বলেন: মুরসাল।

[5] . ইমাম তিরমিযী, জামে’ আত্-তিরমিযী, হাদীস নং- ১২০৯। তবে আল্লামা আলবানী এটাকে দুর্বল বলেছেন।

[6] .ইমাম বুখারী, সহীহ, হাদীস নং ৮৯৩ ; ইমাম মুসলিম, সহীহ, হাদীস নং ১৮২৯।

[7] . ঘুষ গ্রহীতা ও দাতা উভয়ের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي

“ঘুষ দাতা ও গ্রহীতাকে আল্লাহ্‌র রাসূল লা‘নত করেছেন।” [ইমাম তিরমিযী, সুনান তিরমিযী, হাদীস নং ১৩৩৭; ইমাম আবু দাউদ, আসসুনান, ৩৫৮০] জুলুম, স্বজনপ্রীতি সংক্রান্ত হাদীস আসবে।

[8] . ইসলামী বিশ্বকোষ, (ঢাকা: ই. ফা. বা. তা. বি.) খ. ১, পৃ. ২৪৩; ইবন খালদুন, মুবাদ্দমা, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১ম প্রকাশ, ১৯৮১) খ. ২, পৃ. ৭-৮।

[9] . আল্লাহ তা’আলা বলেন:

﴿فَلۡيَنظُرِ ٱلۡإِنسَٰنُ إِلَىٰ طَعَامِهِۦٓ ٢٤ أَنَّا صَبَبۡنَا ٱلۡمَآءَ صَبّٗا ٢٥ ثُمَّ شَقَقۡنَا ٱلۡأَرۡضَ شَقّٗا ٢٦ فَأَنۢبَتۡنَا فِيهَا حَبّٗا ٢٧ وَعِنَبٗا وَقَضۡبٗا ٢٨ وَزَيۡتُونٗا وَنَخۡلٗا ٢٩ وَحَدَآئِقَ غُلۡبٗا ٣٠ وَفَٰكِهَةٗ وَأَبّٗا ٣١ مَّتَٰعٗا لَّكُمۡ وَلِأَنۡعَٰمِكُمۡ ٣٢﴾

(সূরা আবাসা: ২৪-৩২।)

[10] . ইমাম বুখারী, সহীহ আল বুখারী, হাদীস নং - ২৩৪০।

[11] . কেউ এক খন্ড জমি অন্যায়ভাবে অধিকারে নিলে কিয়ামতের দিন ঐ জমির সাত স্তবক পর্যন্ত তার কাঁধে ঝুলিয়ে দেয়া হবে। নবী (সা.) বলেছেন, তিন ব্যক্তির উপর আল্লাহ অভিসম্পাত করেন। তাদের একজন হলো যে জমির আইল বা সীমানা পরিবর্তন করে ফেলে।

ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, আল-মুসনাদ (মিসর: মুয়াসসাতুল কুরতবা, তা. বি) খ. ৪, পৃ. ১০৩।

[12] . মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, ইসলামের অর্থনীতি, (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৮৭) পৃ. ১৫৮-১৫৯।

[13] . রাসূল (সা.) বলেছেন, মাদক দ্রব্য উৎপাদনকারী, যে উৎপাদন করার, মদ্যপায়ী, বহনকারী, যার কাছে বহন কলে নেয়া হয়, যে পান করায়- পরিবেশনকারী, বিক্রয়কারী, মূল্য গ্রহণ ও ভক্ষনকারী এবং যার জন্য তা ক্রয় করা হয় । এ সকলের উপরই অভিশাপ। (আবূ দাউদ সুলাইমান ইবনুল আণআম আস-সিজিস্তানী। সুনান, সম্পাদনা: মহিউদ্দীন আবদুল হামিদ) বৈরুত দারুল ফিকর, তা.বি) খ. ৩ পৃ. ২৪৪।

[14] . আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ ইয়াহইয়া, ইসলামী অর্থনীতির আধুনিক রুপায়ন (ঢাকা: কওমী পাবলিকেশন্স ১ম সংস্করণ ১৪০৮ হি:/ ২০০১ খ্রী:) পৃ. ১৭৯।[15] . সূরা আল-আম্বিয়া: ৮০।
[1] . সূরা আল-বাকারা: 168।
[2] .সূরা নিসা:২৯।
[3] . সূরা আল-বাকারাহ্: ১৮৮।
[4] . ইমাম বুখারী, আস-সাহীহ, হাদীস নং ২০৫৯।
[5] . আবু দাউদ, সুনান, হাদীস নং ১৪৭৯।
[6] . ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ১০১৫।
[7] . ইমাম তাবারানী, মু'জামুল আওসাত, খ. ৬, পৃ. ৩১০
[8] .তাবারানী।
[9]. আবু ইয়া'লা, মুসনাদ আবী ইয়া'লা, খ.১ পৃ. ৮৪।

৫. হালাল উপার্জনের কিছু দিক :

হালাল জীবিকা উপার্জন করা ইসলামে অত্যাবশ্যকীয়। হালাল জীবিকা আত্মিক ও মানসিক প্রশান্তির অন্যতম উপায়। পক্ষান্তরে হারাম উপার্জনে মানবজাতির ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত প্রশান্তি দূরীভূত হয়। ফলে কারূণী অর্থনীতির ধনকুবেররা টাকার বিছানা-বালিশে শয়ন করেও অশান্তির দাবানলে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। অপরদিকে হালাল উপার্জনকারী খেটে খাওয়া মানুষ দু'চারটে ডাল-ভাত খেয়েও নিশ্চিন্ত মনে শান্তিতে দিনাতিপাত করে। তাই দুনিয়া ও আখিরাতের সার্বিক কল্যাণ লাভের জন্য হালাল জীবিকা অর্জনে ব্রতী হওয়া প্রত্যেক মুসলিমের উপর অবশ্য কর্তব্য। শরী'আতে হালাল পন্থায় সম্পদ উপার্জনের জন্য যেমন বিভিন্নভাবে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। তেমনি হারাম উপার্জনের ভয়াবহ পরিনতির ব্যাপারেও সতর্ক করা হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে হারাম উপার্জনের কারণ, ক্ষতিকর দিক সমূহ এবং এর স্বরূপ সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

জীবিকার্জনের ক্ষেত্রে শরী'আতে সার্বিক দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহপাক বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّبًا وَلاَ تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِيْنٌ ۞

হে মানবকুল! তোমরা পৃথিবীতে হালাল ও পবিত্র বস্তু ভক্ষণ কর। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কর না, নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু' (বাক্বারাহ ২/১৬৮)।

অন্যত্র তিনি বলেন

فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلاَلاً طَيِّبًا وَاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ۞,

আল্লাহ তোমাদেরকে হালাল ও পবিত্র যা দিয়েছেন তা হ'তে আহার কর এবং আল্লাহর নে'মতের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, যদি তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত কর' (নাহল ১৬/১১৪)।

ইসলাম হারাম উপার্জনকে নিষিদ্ধ করেছে। কারণ এটা উপার্জনকারীর জন্য দুর্ভাগ্য ও বিপদ ডেকে আনে। পরকালীন কঠিন শাস্তির সাথে সাথে এর কারণে মানুষের হৃদয় কঠোর হয়,

ঈমানী নূর নির্বাপিত হয়, আল্লাহর অসন্তোষ অবধারিত হয়। দো‘আ কবুলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। অতএব হারাম আয়-উপার্জন পরিত্যাগ করা প্রত্যেক মুমিনের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

হারাম উপার্জনের তোয়াক্কা না করার ফলে আজ সমাজে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি, সূদ, ঘুষ, জুয়া, প্রতারণা, মজুতদারী, মাপে ঠকানো, ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করা, অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ ভক্ষণ করা সহ বিভিন্ন প্রকার গর্হিত কাজ ব্যাপকতা লাভ করেছে।

মানুষের নিকট এমন এক সময় আসবে যখন হালাল উপার্জনের বিষয়টিকে তারা তুচ্ছ জ্ঞান করবে এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই-বাছাই ছাড়াই উপার্জনে লিপ্ত হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لاَ يُبَالِى الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلاَلِ أَمْ مِنَ الْحَرَام -ِ

‘মানুষের নিকট এমন এক সময় আসবে, যখন মানুষ উপার্জনের ক্ষেত্রে হারাম-হালাল বিবেচনা করবে না’।[1]
আরো একশ্রেণীর মানুষ রয়েছে, যারা জেনেশুনে স্বপ্রণোদিত হয়ে আল্লাহর বিধানকে উপেক্ষা করে হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম বানায়। এদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلاَلاً، قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُوْن -َ

‘বল, তোমরা কি ভেবে দেখেছ, আল্লাহ তোমাদের যে রিযিক দিয়েছেন তোমরা এর কিছু হালাল ও কিছু হারাম করেছ? বল, আল্লাহ কি তোমাদেরকে এর অনুমতি দিয়েছেন, না তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করছ’? (ইউনুস ১০/৫৯)।

হারাম উপার্জনের কতিপয় কারণ

(১) তাক্বওয়াশূন্য হৃদয় : হারাম উপার্জনে লিপ্ত হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হ’ল হৃদয় থেকে আল্লাহভীতি দূর হয়ে যাওয়া। আল্লাহভীতি মানবাত্মাকে হারামে পতিত হওয়া থেকে

রক্ষা করে। আর আল্লাহকে লজ্জা করে অন্যায় কর্ম ত্যাগ করাই হ'ল প্রকৃত লজ্জা। রাসূল (ছাঃ) প্রকৃত লজ্জা কি তা ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন তিনি বলেন,

اسْتَحْيُوا مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ حَقَّ الْحَيَاءِ. قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَسْتَحِى وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ وَلَكِنْ مَنِ اسْتَحَى مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا حَوَى وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا وَعَى وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَى وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدِ اسْتَحْيَا مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ حَقَّ الْحَيَاء-ِ

'তোমরা যথাযথভাবে আল্লাহকে লজ্জা কর। আমরা বললাম, আল-হামদুলিল্লাহ! হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমরাতো আল্লাহকে লজ্জা করি! রাসূল (ছাঃ) বললেন, বিষয়টা এমন নয়; বরং আল্লাহকে যথাযথভাবে লজ্জা করা হ'ল তুমি তোমার মস্তিষ্ককে যাবতীয় অন্যায় চিন্তা-চেতনা থেকে রক্ষা করবে, পেটকে যাবতীয় হারাম খাদ্য থেকে বাঁচাবে, মৃত্যু ও তৎপরবর্তী বিপদসমূহ স্মরণ করবে। আর যে পারলৌকিক সফলতা কামনা করে, সে যেন পার্থিব চাকচিক্য পরিত্যাগ করে। আর যে ব্যক্তি এ সমস্ত কর্মকান্ড সম্পাদন করবে সেই যথাযথভাবে আল্লাহকে লজ্জা করল'।[2] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ ِمِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ الْأُوْلَى إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَاشِئْت َ

'মানুষ পূর্ববর্তী নবুঅতের যে সমস্ত অমীয় বাণী লাভ করেছে তন্মধ্যে একটি হ'ল যখন তুমি লজ্জা করবে না, তখন যা ইচ্ছে তাতেই লিপ্ত হবে'।[3]

হৃদয় থেকে আল্লাহভীতি দূর হয়ে গেলে মানবাত্মা অনুভূতিশুন্য হয়ে পড়ে। ফলে তার মাঝে হালাল-হারাম যাচাই-বাছাই করার কোন তাকীদ অনুভূত হয় না। ্

(২) ত্বরিত গতিতে উপার্জনের লালসা : হারাম উপার্জনের আরেকটি কারণ হ'ল দ্রুত উপার্জনের লালসা। কতক মানুষ রয়েছে যারা দ্রুততার সাথে অর্থোপার্জনের চেষ্টায় উন্মত্ত থাকে। যেকোন ভাবে যেকোন পন্থায় তারা আয়ের ব্যবস্থা করতেও দ্বিধান্বিত হয় না। সুতরাং স্বল্প সময়ে অধিক উপার্জন করাই তাদের অভীষ্ট উদ্দেশ্য ও ইপ্সিত লক্ষ্য হয়ে থাকে। যার ফলে তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে যে নির্ধারিত জীবিকা পেত, তার সীমালংঘন করে দ্রুত উপার্জন করতে চেষ্টা করে। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তা নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন,

اَيُّهَا النَّاسُ لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ يُقَرِّبُكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُكُمْ مِّنَ النَّارِ إِلاَّ قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَلَيْسَ شَيْءٌ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَيُبَاعِدُكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ إِلاَّ قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ وَإِنَّ الرُّوْحَ الأَمِيْنَ، وَفِيْ رِوَايَةٍ : وَإِنَّ رُوْحَ الْقُدُسِ، نَفَثَ فِيْ رُوْعِيْ أَنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوْتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا أَلاَ فَاتَّقُوْا اللهَ وَأَجْمِلُوْا فِيْ الطَّلَبِ وَلاَ يَحْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوْهُ بِمَعَاصِيْ اللهِ فَإِنَّهُ لاَ يُدْرِكُ مَا عِنْدَ اللهِ إِلاَّ بِطَاعَتِهِ.

‘হে লোক সকল! আমি সে সব বিষয়ে তোমাদের নির্দেশ প্রদান করেছি, যেগুলো তোমাদেরকে জান্নাতের নিকটবর্তী করবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে। আর যেসব বিষয় তোমাদেরকে জাহান্নামের নিকটবর্তী করবে এবং জান্নাত থেকে দূরে রাখবে সেসব বিষয়ে তোমাদেরকে নিষেধ করেছি। নিশ্চয়ই রূহুল আমীন অন্য বর্ণনায় রূহুল কুদুস (জিবরীল) আমার অন্তরে অবতীর্ণ করেছেন যে, রিযিক পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কেউ মরবে না। অতএব হে মানবমন্ডলী! আল্লাহকে ভয় কর! আর জীবিকা অন্বেষণে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর, জীবিকা আসতে বিলম্ব হ’লে অবশ্যই আল্লাহর অবাধ্যতা করে তা অর্জন কর না। কেননা আল্লাহর আনুগত্য ব্যতীত তাঁর নিকটে যা আছে তা পাওয়া যায় না।[4]

অতএব প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তির উচিত এ বিষয়টিকে অনুধাবন করা যে, পার্থিব জীবন ক্ষণস্থায়ী এবং বান্দার রূযী-রোযগার ও আয়-ব্যয়ের হিসাব আল্লাহর কাছে অবশ্যই প্রদান করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

لاَ تَزُولُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلاَهُ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ.

‘ক্বিয়ামতের দিন আদম সন্তানের পা তার প্রভুর সামনে থেকে নড়বে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে পাঁচটি প্রশ্ন করা না হবে। (ক) তার জীবন কোথায় শেষ করেছে, (খ) যৌবন কোথায় জীর্ণ করেছে (গ) সম্পদ কোন উৎস থেকে উপার্জন করেছে এবং (ঘ) কোথায় তা ব্যয় করেছে এবং (ঙ) জ্ঞানানুযায়ী আমল করেছে কি-না?[5]

উল্লিখিত হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, জীবিকার বৈধ উপার্জন যেমন ইবাদত কবুলের শর্ত তেমনি পারলৌকিক কল্যাণের জন্যও হালাল উৎস থেকে উপার্জন ও বৈধ কাজে ব্যয় করা একান্ত যরূরী।

(৩) অতিরিক্ত লোভ ও অল্পেতুষ্টির অভাব : অবৈধ পন্থায় উপার্জনের অন্যতম কারণ হ'ল, মাত্রাতিরিক্ত লোভ ও অল্পেতুষ্ট না হওয়া। আর অতিরিক্ত লোভের বশবর্তী হয়ে মানুষ চুরি-ডাকাতি করতেও দ্বিধান্বিত হয় না। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন,

مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلاَ فِى غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِه ِ

'ছাগলের পালে দু'টি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘ ছেড়ে দিলে তা যতটুকু না ক্ষতি সাধন করে, কারো সম্পদ ও প্রতিপত্তির লোভ এর চাইতে অধিক ক্ষতি সাধন করে তার দ্বীনের'।[6]

তাই লালসার বশবর্তী হওয়া উচিত নয়। কেননা লোভ জীবিকা তো বৃদ্ধি করেই না; বরং তা ব্যক্তিকে কষ্টে নিপতিত করে ও নিঃস্ব করে।

(৪) হারাম জীবিকার স্বরূপ ও তার ভয়াবহতা সম্পর্কে অজ্ঞতা ও অবহেলা :

আমাদের সমাজের অধিকাংশ মানুষ হারাম উপার্জনের স্বরূপ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তার হুকুম কি, ব্যক্তি ও সমাজের উপরে এর কুপ্রভাব কি, এর মাধ্যমগুলি কি কি এসব সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষ একদিকে যেমন অজ্ঞ অন্যদিকে সেগুলি সম্পর্কে জানার ব্যাপারেও চরম অবহেলা। অথচ সালাফে ছালেহীন হারাম ভক্ষণের ব্যাপারে কতই না সতর্ক ছিলেন! যেমন আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন,

لأَبِى بَكْرٍ غُلاَمٌ يُخْرِجُ لَهُ الْخَرَاجَ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ، فَجَاءَ يَوْمًا بِشَىْءٍ فَأَكَلَ مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ الْغُلاَمُ تَدْرِى مَا هَذَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَمَا هُوَ قَالَ كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لإِنْسَانٍ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَمَا أُحْسِنُ الْكِهَانَةَ، إِلاَّ أَنِّى خَدَعْتُهُ، فَلَقِيَنِى فَأَعْطَانِى بِذَلِكَ، فَهَذَا الَّذِى أَكَلْتَ مِنْهُ. فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَىْءٍ فِى بَطْنِه.ِ

'আবুবকর (রাঃ)-এর এক দাস ছিল, তাকে খারাজ দেওয়া হ'ত। তার খারাজ থেকে আবুবকর (রাঃ) খেতেন। একদা তার নিকটে কিছু আসল, আবুবকর (রাঃ) তা থেকে খেলেন। অতঃপর দাসটি বলল, আপনি কি জানেন, এটা কি? আবু বকর বললেন, কি সেটা? দাসটি বলল, জাহেলী যুগে আমি একজনের গণকী করেছিলাম। আর আমি যে এ বিষয়ে দক্ষ ছিলাম তাও নয়; বরং তাকে আমি ধোঁকা দিয়েছিলাম মাত্র। অতঃপর সে আমার সাথে সাক্ষাৎ করে উক্ত উপঢৌকন আমাকে দেয়, যা আপনি খেলেন। অতঃপর আবুবকর (রাঃ) মুখে হাত ঢুকিয়ে যা কিছু পেটে ছিল সবই উদগীরণ করে বের করে দিলেন।[7]

হারাম উপার্জনের ক্ষতিকর দিক সমূহ

(১) হৃদয় ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আনুগত্যে স্থবিরতা : হারাম উপার্জনের বহু ক্ষতিকর দিক রয়েছে, যা হারামের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অন্তরে আসন গেড়ে বসে। তা হ'ল অন্তরের কাঠিন্য ও আল্লাহর আনুগত্যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহের স্থবিরতা। যার ফলাফল হ'ল ইহলৌকিক জীবন ও জীবিকায় বরকত হ্রাস হওয়া। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِنَّهُ لاَ يَرْبُوْ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلاَّ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ

'অবৈধ খাদ্যে যে গোশত বৃদ্ধি পায় জাহান্নামই তার জন্য উত্তম বাসস্থান'।[৪]

ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন, ভাল কাজের নূরানী ছাপ অন্তরে অবশ্যই গ্রোথিত হয়, মুখমন্ডল উদ্ভাসিত হয়, শরীরে শক্তি বর্ধিত হয়, জীবিকায় প্রাচুর্য আসে। অপরপক্ষে খারাপ কাজের প্রভাব মুখমন্ডলে প্রস্ফূটিত হয়, অন্তর তমসাচ্ছন্ন হয়, চেহারা হয় দুর্বল এবং জীবিকায় আসে ক্ষীণতা।

(২) দো'আ অগ্রাহ্য হয় : হারাম জীবিকা উপার্জনের আরেক ক্ষতিকর দিক হ'ল, আল্লাহর কাছে দো'আ করলে তা কবুল হয় না। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّى بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيمٌ وَقَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ. ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِىَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ

'হে মানুষ সকল! নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র, তিনি পাক-পবিত্র বৈ কিছুই কবুল করেন না। আর আল্লাহ মুমিনদেরকে সেই নির্দেশ দিয়েছেন, যে নির্দেশ তিনি রাসূলদেরকে দিয়েছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এমন এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেন, যে দীর্ঘ সফর করেছে, ধূলাধূসরিত, এলোমেলো কেশবিশিষ্ট, হস্তযুগল আকাশপানে উত্তোলন করে দো'আ করে বলে,

হে আমার রব! হে আমার রব! অথচ তার খাদ্য-পানীয়, পরিচ্ছদ সবই হারাম। এমনকি সে হারাম দিয়েই জীবিকা নির্বাহ করে। সুতরাং তার দো‘আ কিভাবে কবুল করা হবে’?[9]

এ হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হারাম উপার্জন দো‘আ প্রত্যাখ্যাত হওয়ার অন্যতম কারণ।

(৩) সৎকর্ম কবুলে প্রতিবন্ধক : হারাম উপার্জন হ’ল সৎকর্ম কবুলের পথে অন্তরায়। যেমন পূর্বোক্ত হাদীছে এসেছে,فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ ‘কেমন করে তার দো‘আ কবুল হবে’?[10]

ওমর বিন খাত্ত্বাব (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, খায়বার যুদ্ধের দিন কতিপয় লোক নিহত হ’লে লোকেরা বলাবলি করতে লাগল যে, অমুক শহীদ হয়েছে, অমুক শহীদ হয়েছে, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন,

كَلاَّ إِنِّيْ رَأَيْتُه فِيْ النَّارِ فِيْ عَبَاءَةٍ غَلَّهَا أَوْ بُرْدَةٍ غَلَّهَا ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ اذْهَبْ فَنَادِ فِيْ النَّاسِ إِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ نَفْسٌ مَؤْمِنَةٌ قَالَ : فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ فِيْ النَّاس.

‘কস্মিনকালেও নয়! আমি তাকে অবশ্যই জাহান্নামে দেখেছি এ কারণে যে, একটি ঢিলা জামা অথবা একটি চাঁদর সে আত্মসাৎ করেছিল। অতঃপর তিনি (ছাঃ) আমাকে বলেন, হে খাত্ত্বাবের পুত্র! তুমি গিয়ে মানুষের মাঝে এ ঘোষণা দাও যে, মুমিন ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। অতঃপর আমি গিয়ে জনসমক্ষে এ ঘোষণা দিলাম’।[11]

(৪) মহাশক্তিধর আল্লাহর ক্রোধ ও জাহান্নামে প্রবেশ : হারাম উপার্জন আল্লাহর ক্রোধকে বাড়িয়ে দেয় এবং জাহান্নামে প্রবেশে সহায়তা করে। আবু যার গিফারী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثَ مِرَارٍ. قَالَ أَبُو ذَرٍّ خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ.

‘তিন শ্রেণীর লোকের সাথে আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না, তাদেরকে পরিশুদ্ধও করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আমি

বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! এমন ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি কারা? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তিনবার পুনরুল্লেখ করে বললেন, (১) টাখনুর নীচে ঝুলিয়ে কাপড় পরিধানকারী (২) মিথ্যা শপথে পণ্য বিক্রয়কারী (৩) উপকারের খোটা দানকারী ব্যক্তি'।[12]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِيْنِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيْرًا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ.

'মিথ্যা শপথের মাধ্যমে কেউ যদি কোন মুসলিমের প্রাপ্য ছিনিয়ে নেয়, তবে আল্লাহ জাহান্নাম তার জন্য অবধারিত করে দেন এবং জান্নাত হারাম করে দেন। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! যদিও তা সামান্য পরিমাণ হয়? তিনি বললেন, যদিও তা গাছের ডালের সামান্য দন্ড পরিমাণ হয়'।[13]

অন্য হাদীছে এসেছে,

إِنَّ رِجَالاً يَتَخَوَّضُونَ فِى مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

'নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর রাস্তার সম্পদকে অন্যায়ভাবে অধিগ্রহণ করে, তাদের জন্য ক্বিয়ামতের দিবসে জাহান্নাম রয়েছে'।[14]

হারাম উপার্জনের স্বরূপ

(১) পরিমাণ ও ওযনে কমতি করা : ব্যবসা-বাণিজ্য ও লেন-দেনের ক্ষেত্রে পরিমাণ ও ওযনে ঠকানোর মাধ্যমে জীবিকা উপার্জন জঘন্য কাজ। আল্লাহ তা'আলা এহেন কারবারীর বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় হুঁশিয়ার বাণী নাযিল করেছেন। তিনি বলেন,

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِيْنَ، الَّذِيْنَ إِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ، وَإِذَا كَالُوْهُمْ أَوْ وَزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ-

'যারা মাপে কম দেয়, তাদের জন্য দুর্ভোগ। এরা লোকের কাছ থেকে যখন মেপে নেয়, তখন পূর্ণ মাত্রায় নেয় এবং যখন মেপে দেয় তখন কম করে দেয়' (তাত্বফীফ ৮৩/১-৩)।

এ ধরনের কর্মকান্ড তারাই করে থাকে, যারা অত্যধিক ধূর্ত। এভাবে তারা মানুষকে ঠকিয়ে অসৎ পন্থায় আয় করে। অথচ এই অন্যায়কর্ম সম্পাদনের কারণে পৃথিবীতে দুর্ভিক্ষ নেমে আসে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ إِلاَّ أُخِذُوْا بِالسِّنِيْنَ وَشِدَّةِ الْمَؤُنَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ.

‘যখনই কোন জনগোষ্ঠী মাপ ও ওযনে কম দেয়, তখনই তাদেরকে দুর্ভিক্ষ, খাদ্যদ্রব্যের ঘাটতি ও অত্যাচারী শাসকের মাধ্যমে শাস্তি দেয়া হয়’।[15]

(২)যাকাতের সম্পদ গোপন রাখা : নিছাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও যাকাত আদায় না করে নিঃস্ব-অভাবী লোকদের হক্ব নষ্ট করা এবং সম্পদের নিছাব গোপন করা পাপ। এর পার্থিব শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ অনাবৃষ্টি ও খরা চাপিয়ে দেন। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلاَّ مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلاَ الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوْا

‘যে সম্প্রদায় তাদের সম্পদের যাকাত প্রদান করে না, তাদেরকে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণও করা হ’ত না, যদি প্রাণীকুল না থাকত’।[16] অর্থাৎ প্রাণীদের কারণেই তাদেরকে বৃষ্টি দান করা হয়। আর পরকালীন শাস্তিতো অত্যন্ত মর্মন্তুদ ও যন্ত্রণাদায়ক। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

مَا صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَّةٍ لاَ يُؤَدِّى مِنْهَا حَقَّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحَ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِىَ عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّار-

‘স্বর্ণ-রূপার মালিক যারা তার যাকাত আদায় করেনি, ক্বিয়ামতের দিন তা পাত বানানো হবে, অতঃপর তা জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করে তার পার্শ্বদেশ, কপাল ও পিঠে সেকা দেওয়া হবে (তাওবা৯/৩৫)। যখন তা ঠান্ডা হয়ে যাবে আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নেয়া হবে, এমন দিনে যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাযার বছরের সমান। এভাবে সকল বান্দার মধ্যে ফায়ছালা হবে। অতঃপর তাকে জান্নাত অথবা জাহান্নামের দিকে রাস্তা দেখানো হবে’।[17] অনুরূপভাবে পশু-সম্পদ, অর্থসম্পদ, ওশর ইত্যাদির যাকাত অনাদায়কারীকেও পরকালে শাস্তি দেওয়া হবে।

(৩)সূদের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করা : বর্তমান বিশেবর অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও লেন-দেনে সূদের ব্যাপক ছড়াছড়ি পরিলক্ষিত হয়। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূদ ভক্ষণকারী, সূদদাতা, সূদের লেখক ও সাক্ষীকে অভিসম্পাত করেছেন।[18] জাবের (রাঃ) বলেন,

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاء.ٌ

‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূদ ভক্ষণকারী, সুদদাতা, সূদের লেখক ও সাক্ষীকে অভিসম্পাত করেছেন’।[19]

আর এ অভিশপ্ত পন্থাকে মানুষ নানান ভাষা ব্যবহার করে ছলেবলে কৌশলে সিদ্ধ করার পাঁয়তারা করছে। কখনো একে Interest, কখনো মুনাফা, কখনো লাভ ইত্যাদি নামে অভিহিত করে জীবিকা নির্বাহ করছে। আর বস্তুত বিশ্বের দারিদ্র্য, অনাহার, নিঃস্বতা ইত্যাদি হচ্ছে সূদী লেনদেনের বিষময় ফল। কেননা সূদ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি কমিয়ে দেয়। আল্লাহ বলেন, يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَات ‘আল্লাহ সূদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান-ছাদাক্বা বৃদ্ধি করেন’ (বাক্বারাহ ২/২৭৬)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই বিধ্বংসী কর্মকান্ড থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِى حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّى يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ.

‘তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে বেঁচে থাক। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! সেগুলি কি? তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে শরীক করা, জাদু করা, অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করা, যা আল্লাহ হারাম করেছেন, সূদ খাওয়া, ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করা, যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা, মুমিনা সতী-সাধ্বী নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করা’।[20]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন,

دِرْهَمُ رِبا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلاَثِيْنَ زَنْيَة ً

‘সূদের একটি মাত্র দিরহাম ছত্রিশবার ব্যভিচার করার চাইতেও জঘন্য’।[21]

(৪) ঠকবাজি ও জুয়াচুরি : এটা বেশি হয়ে থাকে ব্যবসার ক্ষেত্রে। যেমন খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশানো, উৎকৃষ্ট মালের সাথে নিম্নমানের মাল মিলানো, অতিরিক্ত গ্রহণ করা, এক জিনিস নির্ধারণ করে জোরপূর্বক অন্যটি দিয়ে দেয়া, মাপে কম দেয়া ইত্যাদি। অথচ এ বিষয়ে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّى‘

যে ব্যক্তি ধোঁকা দিল সে আমাদের দলভুক্ত নয়’।[22] বাস ও রেল স্টেশন এবং লঞ্চঘাটে কুলিদের উৎপীড়ন ও মালামাল উঠানো-নামানো নিয়ে দর কষাকষি এবং অতিরিক্ত আদায় ঠকবাজির শামিল।

(৫) উৎকোচ : বর্তমানে ঘুষ-উৎকোচ গোটা দেশকে জাহেলিয়াতের প্রগাঢ় অমানিশায় নিক্ষেপ করেছে। এমন বহু নযীর রয়েছে যে, কোন ব্যক্তির প্রাপ্য আদায়ে আবশ্যকিভাবে ঘুষের লেন-দেন করা হচ্ছে। বিচার বিভাগ, প্রশাসন থেকে শুরু করে ইউনিয়ন পর্যায়েও ব্যাপকহারে ঘুষের লেনদেন হচ্ছে প্রকাশ্যেই। কিন্তু তারা যদি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অমিয় বাণীর দিকে লক্ষ্য করত, তবে কখনই অভিশপ্ত এই পন্থায় জীবিকা নির্বাহ করত না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِي .

‘আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) লা‘নত করেছেন ঘুষ প্রদানকারী ও গ্রহণকারীকে’।[23]

(৬)চুরি, ডাকাতির মাধ্যমে জীবিকা অর্জন : এক শ্রেণীর লোক রয়েছে যারা চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, লুটতরাজ ইত্যাকার কর্মকান্ড করে থাকে। বিভিন্ন সময়ে পত্রিকায় নতুন ব্র্যান্ডের মোটর সাইকেল, জীপ ছিনতাইয়ের সচিত্র রিপোর্ট প্রকাশ হয়ে থাকে। গভীর রাতে রাস্তায় গাছ ফেলে ডাকাতি করার ঘটনা এদেশে নতুন নয়। তাদের কি ঈমান হারানোর কথা অন্তকরণে সামান্যতমও জাগ্রত হয় না? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِيْنَ يَنْتَهِبُهَا وَهْوَ مُؤْمِنٌ

‘চোর যখন চুরি করে তখন তার ঈমান থাকে না। ডাকাত যখন জনসমক্ষে ডাকাতি করে তখন তার ঈমান থাকে না’।[24] অর্থাৎ তার ঈমান এ অবস্থা থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত উপরে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে।

(৭) আত্মসাৎ : এ ধরনের কাজের জন্য পরকালে কঠোর শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ বলেন

وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ‘ ِ,

যে ব্যক্তি আত্মসাৎ করবে, সে ক্বিয়ামত দিবসে আত্মসাৎকৃত বস্তু নিয়েই হাযির হবে’ (আলে ইমরান ৩/১৬১)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন

مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مَخِيْطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُوْلًا يَأْتِيْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -ِ,

‘যাকে আমরা কোন কাজে নিযুক্ত করলাম, আর সে একটি সুতা বা তদুর্ধ্ব কিছু গোপন করল সেটা আত্মাসাৎ হিসাবে বিবেচিত। যা নিয়ে সে কিয়ামত দিবসে হাযির হবে’।[25]

(৮)জুয়া ও বাজি ধরা : ক্রিকেট ও ফুটবল খেলাকে ঘিরে যে কত শত কোটি টাকার বাজি ধরা হয় দেশে তার ইয়ত্তা নেই। বাজিতে জেতা অর্থ দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে ধান্দাবাজ বাজিকররা। অথচ এসব হারাম। মহান আল্লাহ এরশাদ করেছেন
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ‘ َ,

হে মুমিনগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, প্রতিমা, ভাগ্যনির্ধারক শরসমূহ এসব শয়তানের অপবিত্র কাজ। অতএব এগুলো থেকে বেঁচে থাক, যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও’ (মায়েদাহ ৫/৯০)।

(৯) পণ্য বিক্রয়ে অধিক কসম করা : আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন

الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلرِّبْحِ ِ,

‘কসম করলে পণ্য বিক্রয় হয় কিন্তু তাতে বরকত থাকে না’।[26] আবু যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) বলেন, ‘তিন ব্যক্তির সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। রাবী বলেন, রাসূল (ছাঃ) এটা তিনবার বললেন। আবু যার (রাঃ) বলেন, তারা ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তারা কারা হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)? তিনি বললেন, টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরিধানকারী, উপকার করে খোটা দানকারী, মিথ্যা শপথ করে পণ্য বিক্রয়কারী’।[27]

(১০) ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করা : আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا

‘যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতীমদের সম্পদ গ্রাস করে, তারা তো তাদের উদরে আগুন ভক্ষণ করল’ (নিসা ৪/১০)।

(১১) মজুতদারি করা : মানুষের একান্ত প্রয়োজনীয় পণ্য মওজুদ করে রাখা ইসলামে নিষিদ্ধ। এ সময় ব্যবসায়ী বেচাকেনা বন্ধ রাখে যাতে বাজার মূল্য চড়া হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ বিষয়ে বলেন,

مَنِ احْتَكَرَ طَعَاماً أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللهِ تَعَالَى وَبَرِئَ اللهُ تَعَالَى مِنْه ُ

‘যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন খাদ্য গুদামজাত করে রাখল, তাহ’লে সে অবশ্যই আল্লাহ থেকে মুক্ত, আর আল্লাহ ও তার থেকে মুক্ত’।[28] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন,

مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ

‘যে গুদামজাত করে সে পাপী’।[29]

গান-বাজনার উপকরণ বিক্রি করা, ভাস্কর্য, ছবি নির্মাণ করা, সেলুনে দাড়ি কামিয়ে অর্থ উপার্জন করা, নেশাজতীয় দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় করা, মদ, কুকুর-শূকর বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করা, টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি করে অর্থের পাহাড় বানানো এসব হারাম উপার্জনের উল্লেখযোগ্য মাধ্যম।

ইহ্সান ইলাহী যহীর
বি.এ (অনার্স), ২য় বর্ষ, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
[1]. ছহীহ বুখারী হা/২০৫৯, ‘ক্রয়-বিক্রয়’ অধ্যায়; মুসলিম হা/১৩৮১।
[2]. আহমাদ হা/৩৬৭১; তিরমিযী হা/২৪৫৮; সনদ হাসান।
[3]. ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৪১৮৩, ছহীহাহ হা/৬৮৪।
[4]. ছহীহাহ হা/২৬০৭; মিশকাত হা/৫৩০০।
[5]. তিরমিযী হা/২৪১৬, ছহীহাহ হা/৯৪৬, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৫১৯৭।
৬. তিরমিযী হা/২৩৭৬; মিশকাত হা/৫১৮১, সনদ ছহীহ।
[7]. বুখারী, ‘কিতাবুল মানাক্বিব’ হা/৩৮৪২,মিশকাত হা/২৭৮৬।
[8]. তিরমিযী হা/৬১৪, সনদ হাসান।
[9]. ছহীহ মুসলিম হা/১০১৫, মিশকাত হা/২৭৬০, আহমাদ হা/৮৩৩০।
১০. তিরমিযী হা/২৯৮৯।
[11].মুসলিম হা/১১৪; ছহীহ ইবনে হিববান হা/৪৮৪৯।
[12]. মুসলিম, হা/১০৬; আহমাদ হা/২১৪৭৩;আবু দাঊদ হা/৪০৮৭।
[13]. মুসলিম, হা/১৩৭; মিশকাত হা/৩৭৬০।
[14]. বুখারী হা/২০৮৭; আহমাদ হা/৭২০৬; ছহীহাহ হা/৩৩৬৩।
১৫. বুখারী হা/৩১১৮; মিশকাত হা/৩৭৪৬।
১৬. ইবনু মাজাহ হা/৪০১৯, হাদীছ ছহীহ; ছহীহাহ হা/৪০০৯।
১৭. ছহীহ আত-তারগীব হা/১৭৬১; ছাহীহাহ হা/৪০০৯।
[18]. মুসলিম হা/৩/১২১৯ (১৫৯৮)।
১৮ মুসলিম হা/ ৯৮৭; মিশকাত হা/১৭৭৩।
১৯. মুসলিম হা/১৫৯৭;তিরমিযীহা/১২০৬ ।
২০. বুখারী হা/২৭৬৬;মুসলিম হা/৮৯।
২১. মিশকাত হা/২৮২৫; আহমাদ হা/২২০০৭; ছহীহাহ হা/১০৩৩।
২২. মুসলিম হা/২৯৫; মিশকাত হা/২৮৬০; তিরমিযী হা/১৩১৫। ।
২৩. আহমাদ হা/৬৫৩২; তিরমিযী হা/১৩৩৬, হাদীছ ছহীহ।
২৪. বুখারী হা/২৪৭৫; মুসলিম হা/৫৭।
২৫. মুসলিম হা/১৮৩৩; আহমাদ হা/১৭৭৫৩।
২৬. মুসলিম হা/ ১৬০৬; মুসনাদ আবী ইয়ালা হা/৬৪৮০।
২৭. মুসলিম হা/১০৬; আহমাদ হা/২১৫৮৪।

২৮. ছহীহাহ হা/৩৩৬২;আহমাদ হা/৪৮৮০; মিশকাত হা/২৮৯৫।

২৯. মুসলিম হা/১৬০৫; মিশকাত হা/২৮৯২।

৩০. তিরমিযী হা/৬১৪, সনদ ছহীহ।

৩১. তিরমিযী হা/২৪১৭, সনদ ছহীহ; দারেমী হা/৫৪৬।

৬. হারাম খাওয়ার পরিণাম :

আল্লাহর বানী- ‘বলুন অপবিত্র ও পবিত্রতা সমান হতে পারে না, যদি ও অপবিত্রতার আধিক্য আপনাকে অভিভূত করে। হে জ্ঞানীগণ, আল্লাহকে ভয় করে চলো, যাতে করে তোমার সফলকাম হতে পারো।’ (সূরা: আল মায়েদা-১০০)

কোন কোন বর্ণনায় এ পবিত্র আয়াতের শানে নুযুলে বলা হয়েছে, যখন ইসলামে মদ্যপান হারাম বলে ঘোষিত হলো এবং ক্রয় বিক্রয়ও হারাম হলো, এ সময় এক ব্যক্তি (যার ব্যবসা-বানিজ্য মদ বিক্রয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলো এবং এতে করে সে প্রচুর ধন সম্পদের অধিকারী হয়েছিলো) প্রশ্ন করলো, হে রাসুলুল্লাহ (সা:)! এই ধন-সম্পদ যা মদের ব্যবসা দ্বারা আমার নিকট সঞ্চিত রয়েছে, যদি আমি এগুলো কোনো নেক কাজে ব্যয় করি তাহলে এটা কি আমার কোনো উপকারে আসবে? রাসুল (সা:) এরশাদ করলেন, যতি তুমি ইহা হজ্ব কিংবা জিহাদে ব্যয় কর তাহলে এটা আল্লাহর নিকট মাছির এক ডানার সমানও মর্যাদা পাবে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র ও হালাল ছাড়া অন্য কোনো কিছু গ্রহণ করেন না।
হালাল জীবিকা উপার্জন করা ইসলামে অত্যাবশ্যকীয়। হালাল জীবিকা আতিœক ও মানসিক প্রশান্তির অন্যতম উপায়। পক্ষান্তরে হারাম উপার্জনে মানবজাতির ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত প্রশান্তি দূরীভূত হয়। ফলে কারুণী অর্থনীতির ধনকুবেরা টাকার বিছানা বালিসে থাকে অপরদিকে হালাল উপার্জনকারী খেটে খাওয়া মানুষ দু’চারটে ডাল-ভাত খেয়েও নিশ্চিন্ত মনে শান্তিতে দিনাতিপাত করে। তাই দুনিয়া ও আখিরাতের সার্বিক কল্যাণ লাভের জন্য হালাল জীবিকা অর্জনে ব্রতী হওয়া প্রত্যেক মুসলিমের উপর অবশ্য কর্তব্য! শরীআতে হালাল পন্থায় সম্পদ উপার্জনের জন্য যেমন বিভিন্নভাবে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। তেমনি হারাম উপার্জনের ভয়াবহ পরিনতির ব্যপারেও সতর্ক করা হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে হারাম উপার্জন ও হারাম খাওয়ার পরিণাম সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাল্লাহ!

জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে শরীয়াতে সার্বিক দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহপাক বলেন, হে মানবকুল! তোমরা পৃথিবীতে হালাল ও পবিত্র বস্তু ভক্ষণ কর। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (সূরা: আল-বাকারাহ-১৬৮)

হারাম উপার্জনের তোয়াক্কা না করার ফলে আজ সমাজে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি, সূদ, ঘুষ, জুয়া প্রতারণা, মজুতদারী, মাপে ঠকানো, ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করা, অন্যাভাবে মানুষের সম্পদ ভক্ষণ করাসহ বিভিন্ন প্রকার গ্রর্হিত কাজ ব্যাপকতা লাভ করেছে! মানুষের নিকট এমন এক সময় আসবে যখন হালাল উপার্জনের বিষয়টিকে তারা তুচ্ছ জ্ঞান করবে এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই-বাছাই ছাড়াই উপার্জনে লিপ্ত হবে! এ প্রসঙ্গে রাসুল (স:) বলেছেন, মানুষের নিকট এমন এক সময় আসবে যখন মানুষ উপার্জনের ক্ষেত্রে হালাল-হারাম বিবেচনা করবে না। (ছহীহ বুখারী-২০৫৯)

আরো এক শ্রেণির মানুষ রয়েছে, যারা জেনেশুনে স্বপ্রণোদিত হয়ে আল্লাহর বিধানকে উপেক্ষা করে হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম বানায়! এ সম্পর্কে আল্লাহর বানী- ‘বল তোমরা কি ভেবে ফেলেছ, আল্লাহ তোমাদের যে রিজিক দিয়েছেন তোমরা এর কিছু হালাল ও কিছু হারাম করেছ? বল আল্লাহ কি তোমাদের এর অনুমতি দিয়েছেন না তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করছ? (সূরা: ইউনুস-৫৯)

হারাম ভক্ষণে, যদিও অনিচ্ছায় হোকনা কেন, অন্তরে কাঠিন্য সৃষ্টি হয় ও দুয়া কবুল হয় না। রাসুল (সা:) বলেছেন, এক ব্যক্তি দীর্ঘ সফরে থাকা অবস্থায় এলামেলো চুল ও ধূলি ধূসরিত দেহ নিয়ে আকাশের দিকে হাত তুলে হে প্রভু! বলে মোনাজাত করে অথচ সে যা খায় তা হারাম, যা পান করে তা হারাম, যা পরিধান করে তা হারাম এবং হারামের দ্বারাই সে পুষ্টি অর্জন করে। তার মোনাজাত কীভাবে কবুল হবে?

সাদ (রা:) বলেন, আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসুল (সা:) আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যেন আমার দোয়া কবুল হয়! রাসূল (সা:) বললেন হে সা’দ! তোমার উপার্জনকে হালাল রাখ তোমরা দোয়া কবুল হবে! মনে রেখ, কেউ যদি হারাম খাদ্যের এক গ্রাসও মুখে নেয় তাহলে চল্লিশ দিন যাবৎ তার দোয়া কবুল হবে না। মেরকাত গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে: ‘কেননা যখন হারাম খাওয়া হয় এবং বৃদান্তে তা সংরক্ষিত হয় এটা অন্তরে কাঠিন্য সৃষ্টির ব্যাপারে সহায়ক ভূমিকা পালন করে, যদিও এটা কর্তার অজানা থাকে! তাছাড়া হারাম আহারের কারণে মানুষ অসৎচরিত্র ও বদ অভ্যাসের দাসে পরিণত হয় এবং সে ইবাদত বন্দেগীর স্বাদ আস্বাদন করতে ব্যর্থ হয় এবং তার দোয়াও কবুল হয় না শুধু কি তাই? আখেরাতে সে আল্লাহর বিশেষ রহমত থেকে বঞ্চিত হবে!

হারাম খাওয়ার পরিণাম সম্পর্কিত নি¤œবর্ণিত হাদীস গুলো খবুই তাৎপর্যবহ:

- রাসুল (সা:) এরশাদ করেন: ঐ সত্বার কসম যার হস্তে আমার প্রাণ, যে ব্যক্তি হারাম লোকমা গলধকরণ করে, তার চল্লিশ দিনের সৎ কর্ম কবুল হয়না। যে ব্যক্তির শরীরের গোস্ত হারাম সম্পদ দ্বারা লালিত পালিত হয় অগ্নিই তার উপযুক্ত স্থান। (তিবরানী)

- রাসুল (সা:) আরো এরশাদ করেন: ঐ সত্বার কসম, যারা হস্তে আমার প্রাণ, যে ব্যক্তি কোনো হারাম সম্পদ অর্জন করে, অত:পর সে এটা দান করে তবে এ দান গ্রহণ করা হবেনা। এর থেকে সে যা কিছু স্বীয় প্রয়োজনে খরচ করবে, এতে বরকত হবেনা। আর যদি সে তা উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে যায় এটা তার জন্য জাহান্নামের পাথেয় হবে। কেননা আল্লাহ মন্দ দ্বারা মন্দকে মিটিয়ে দেন না বরং মন্দকে ভালো দ্বারা মিটিয়ে দেন। কোনো অপবিত্রতা অন্য কোনো অপবিত্রতাকে বিলীন করতে পারে না।

- রাসুল (সা:) এরশাদ করেন: যদি কোন লোক পাপ পথে মাল-সম্পদ আহরণ করে অত:পর এ সম্পদ তার স্বীয় নিকট আত্মীয়দের নিকট পৌছে অথবা সে তা দান করে অথবা সে তা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে, তার এসব কিছু পরকালে একত্রিত করা হবে এবং তার সঙ্গে এগুলোকেও জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (আবু দাউদ)
- প্রিয় নবীজি (সা:) এরশাদ করেন: ঐ শরীর বেহেস্তে প্রবেশ করবে না যে শরীরের খাদ্য হারাম দ্বারা সংগৃহীত।

- প্রিয় নবীজি (সা:) আরো বলেন: যদি কোনো কাপড় দশ দিরহাম দ্বারা ক্রয় করে এবং এর মধ্যে এক দেরহামও হারাম থাকে মহান পরাক্তমশালী আল্লাহ তার এ নামায কবুল করবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত সে ঐ কাপড় পরিধানরত থাকে।

- প্রিয় নবীজি (সা:) বলেন: মানুষ যখন অপবিত্র খরচপত্র সঙ্গে করে হজ্বের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে এবং অত:পর বাহনের উপর আরোহণ করে করে লাব্বায়েক (হাজির আমি) বলতে থাকে, তখন এক আহরণ আহব্বানকারী আকাশ থেকে এ মর্মে আহবান করতে থাকে, তোমার কোনো লাব্বায়েক হাজির বলার প্রয়োজন নেই। তোমার পাথেয় হারাম, তোমার ব্যয় হারাম এবং তোমার হজ্ব পালনে রয়েছে পাপ। এ হজ্ব কবুল হবার নয়। (তিবরানী)

কবির ভাষায় অর্থাৎ মানুষ পবিত্র বায়তুল আতিকের হজ্ব করে ঐ সম্পদ দ্বারা যা তার অবৈধ উপায়ে একত্রিত করে। তাদের প্রত্যেকের ধারণা তাদের গুনাহের বোঝা (মাথা থেকে) নেমে যাবে। প্রর্কৃতপক্ষে তার মাথার ওপর দোযোখ থেকে যাবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র ছাড়া অন্য কিছু কবুল করেন না এবং বায়তুল্লাহ শরীফে প্রতিটি হজ্ব মকবুল হজ্ব নয়। (আল্ মুস্তাত্রাফ)

হারাম উপার্জনের কতিপয় কারণ :

- ❖ তাকওয়াশূন্য হৃদয় : হারাম উপার্জনে লিপ্ত হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হলো হৃদয় থেকে আল্লাহভীতি দূর হয়ে যাওয়া। আল্লাহভীতি মানবাত্মাকে হারামে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করে। আর আল্লাহকে লজ্জা করে অন্যায় কর্ম ত্যাগ করাই হলো প্রকৃত লজ্জা। রাসুল (সা:) প্রকৃত লজ্জা কি তা ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন তিনি বলেন, তোমরা যথাযথভাবে আল্লাহকে লজ্জা করো! আমরা বললাম, আলহামদুলিল্লাহ! হে আল্লাহর রাসুল (সা:) আমরাতো আল্লাহকে লজ্জা করি। রাসুল (সা:) বললেন, বিষয়টা এমন নয়, বরং আল্লাহকে যথাযথভাবে লজ্জা করা হলো তুমি তোমার মস্তিস্ককে যাবতীয় অন্যায় চিন্তা-চেতনা থেকে রক্ষা করবে, পেটকে যাবতীয় হারাম খাদ্য থেকে বাঁচাবে। মৃত্যু ও তৎপরবর্তী বিপদসমূহ স্মরণ করবে। আর যে পারলৌকিক সফলতা কামনা করে, সে যেন পার্থিব চাকচিক্য পরিত্যাগ করে। আর যে ব্যক্তি এ সমস্ত কর্মকান্ড সম্পাদন করবে সেই যথাযথভাবে আল্লাহকে স্মরণ করল। (আহমদ-৩৬৭১, তিরমিযী-২৪৫৮)।

অন্যত্র রাসুল (সা:) বলেন : মানুষ পূর্ববর্তী নবুয়াতের যে সমস্ত অমীয় বাণী লাভ করেছে তম্মধ্যে একটি হলো যখন তুমি লজ্জা করবে না, তখন যা ইচ্ছে তাতেই লিপ্ত হবে! (ছহ্ ীইবনু মাজাহ-৪১৮৩)

- ❖ ত্বরিত গতিতে উপার্জনের লালসা: হারাম উপার্জনের আর একটি কারণ হলো দ্রুত উপার্জনের লালসা। কতক মানুষ রয়েছে যারা দ্রুততার সাথে ধনী লোক হয়ে যাবে। যে কোনোভাবে যে কোনো পন্থায় তারা আয়ের ব্যবস্থা করতেও দ্বিধান্বিত হয় না। সুতরাং স্বল্প সময়ে অধিক উপার্জন করাই তাদের লক্ষ্য হয়ে থাকে। যার ফলে তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে যে নির্ধারিত জীবিকা পেত, তার সীমালংঘন করে দ্রুত উপার্জন করতে চেষ্ঠা করে। অথচ রাসুল (সা:) তা নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, ‘হে লোক

সকল! আমি যে সব বিষয়ে তোমাদের নির্দেশ প্রদান করেছি যে গুলো তোমাদেরকে জান্নাতের নিকটবর্তী করবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে। আর যে বিষয় তোমাদেরকে জাহান্নামের নিকটবর্তী করবে এবং জান্নাত থেকে দূরে রাখবে সে সব বিষয় তোমাদেরকে নিষেধ করেছি। নিশ্চয়ই রুহুল আমীন অন্য বর্ণনায় রুহুল কুদুস (জিবরীল) আমার অন্তরে অবর্তীর্ণ করেছে যে, রিজিক পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কেউ মরবে না। অতএব যে মানব বন্ডলী! আল্লাহকে ভয় করো, জীবিকা অন্বেষণে মধ্যপন্থা অবলম্বন করো, জীবিকা আসতে বিলম্ব হলে অবশ্যই আল্লাহর অবাধ্যতা করে তা অর্জন করো না। কেননা আল্লাহর আনুগত্য ব্যতীত তার নিকটে যা আছে তা পাওয়া যায় না। (মিসকাত-৫৩০০)

অতএব প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তির উচিত এ বিষয়টিকে অনুধাবন করা যে, পার্থিব জীবন ক্ষণস্থায়ী এবং বান্দার রুযী-রোযগার ও আয়-ব্যয়ের হিসাব আল্লাহর কাছে অবশ্যই প্রদান করতে হবে। রাসুল (সা:) বলেন, কিয়ামতের দিন আদম সন্তানের পা তার প্রভুর সামনে নেকে নড়বে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে পাঁচটি প্রশ্ন না করা হবে। (ক) তার জীবন কোথায় শেষ করেছে। (খ) যৌবন কোথায় জীর্ণ করেছে, (গ) সম্পদ কোন উৎস থেকে উপার্জন করেছে এবং (ঘ) কোথায় তা ব্যয় করেছো এবং (ঙ) জ্ঞানানুযায়ী আমল করেছে কিনা? (তিরমিযী-২৪১৬), মিশকাত-৫১৯৭)

- ❖ হারাম জীবিকার স্বরূপ ও তার ভয়াবহতা সম্পর্কে অজ্ঞতা ও অবহেলা : আমাদের সমাজে অধিকাংশ মানুষ হারাম উপার্জনের স্বরুপ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ! তার হুকুম কি ব্যক্তি ও সমাজের উপরে এর কুপ্রভাব কি এর মাধ্যমগুলি কি কি এ সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষ একদিকে যেমন অজ্ঞ অন্য দিকে সে গুলি সম্পর্কে জানার ব্যপারেও চরম অবহেলা। অথচ সলফে সালেহীন হারাম ভক্ষণের ব্যাপারে কতই না সতর্ক ছিলেন। যেমন আয়শা (রা:) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আবুবকর (রা:) এর এক দাস ছিল তাকে খারাজ দেয়া হতো। তার খারাজ থেকে আবুবকর (রা:) খেতেন। একদা তার নিকটে কিছু আসলো, আবুবকর (রা:) তার থেকে খেলেন। অত:পর দাসটি বললো, আপনি কি জানেন, এটা কি? আববকর (রা:) বললেন, কি সেটা? দাসটি বললো, জাহেলী যুগে আমি একজনের গণকী করেছিলাম। আর আমি যে এ বিষয়ে দক্ষ ছিলাম তাও নয় বরং তাকে আমি ধোঁকা দিয়েছিলাম মাত্র। অত:পর সে আমার সাথে স্বাক্ষাৎ করে উক্ত উপঢৌকন আমাকে দেয়, যা আপনি খেলেন। অত:পর

আবুবকর (রা:) মুখে হাত ঢুকিয়ে যা কিছু পেটে ছিলো সবই উদগীরণ করে বের করে দিলেন। (বুখারী০-৩৮৪২, মিশকাত-২৭৮৬)

❖ অতিরিক্ত লোভ ও অল্পে তুষ্টির অভাব : অবৈধ পন্থায় উপার্জনের অন্যতম কারণ হলো, মাত্রাতিরিক্ত লোভ ও অল্পেতুষ্টি না হওয়া। আর এ কারণেই মানুষ চুরি-ডাকাতী করতে দ্বিধা করে না। যেমন রাসুল (সা:) বলেন ! ছাগলের পালে দু'টি ক্ষুধার্থ নেকড়ে বাঘ ছেড়ে দিলে তা যতটুকু না ক্ষতি সাধন করে, কারো সম্পদ ও প্রতিপত্তির লোভ এর চাইতে অধিক ক্ষতি সাধন করে তার দ্বীনের । (তিরমিযী-২৩৭৬) (চলবে)

লেখক: অধ্যক্ষ, মাদারীপুর আহমাদিয়া কামিল মাদ্রাসা, মাদারীপুর সদর, মাদারীপুর।

Daily Inqilab
অধ্যক্ষ, মোঃ শাহাদাৎ হোসাইন
২৬ অক্টোবর ২০২৩, ১২:১৪ এএম | আপডেট: ২৬ অক্টোবর ২০২৩, ১২:১৪ এএম।

৭. হারাম জিনিস ক্ষতিকর :-

আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র মানুষের সৃষ্টিকর্তা। তিনি মানুষকে এতসব অমূল্য নিয়ামত দান করেছেন, যার কোন হিসাব-নিকাশ করা সম্ভবপর নয়। তাই স্বভাবতই তাঁর অধিকার রয়েছে মানুষের জন্যে কোন কিছুকে হারাম বা হালাল ঘোষণা করার। এ ব্যাপারে কারো কোন প্রশ্ন করার বা আপত্তি জানাবার কোন অধিকারই থাকতে পার না। তিনি রব্ব এ হিসেবেই তাঁর এ অধিকার। মানুষ তাঁরই বান্দা। এ বান্দাহ হিসেবেই মানুষ তাঁর এ অধিকার মেনে চলতে বাধ্য। ঠিক যেমন রব্ব হিসেবেই তিনি মানুষকে নিজের বান্দা বানিয়েছেন এবং পালন করে চলার জন্যে দিয়েছেন জীবন-বিধান ও নিয়মতন্ত্র। তবে আল্লাহ্ যেহেতু তাঁর বান্দাদের প্রতি অপরিসীম দয়াবান- এ কারণে তিনি এ ব্যাপারে কোন জবরদস্তিও যেমন করেন নি, তেমনি অযৌক্তিক বা বিবেক-বুদ্ধি পরিপন্থী কোন বিধানও দেন নি। তিনি অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গতভাবেই এক-একটা জিনিসকে হালাল বা হারাম ঘোষণা করেছেন। সার্বিকভাবে সমগ্র মানবতার মৌলিক কল্যাণ সাধনই এর চরম লক্ষ্য। এ কারণে তিনি মানুষের জন্যে কেবল পাক-পবিত্র, উত্তম-উৎকৃষ্ট জিনিসই হালাল করেছেন এবং হারাম করেছেন যাবতীয় নিকৃষ্ট-নষ্ট-খারাপ-ক্ষতিকর দ্রব্যাদি।

প্রসঙ্গত বলা যায়, তিনি ইয়াহুদীদের প্রতি কিছু কিছু ভাল ও উৎকৃষ্ট জিনিসও হারাম করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এটা ছিল স্বয়ং ইয়াহুদীদের নাফরমানীসূচক আচরণের শাস্তিস্বরূপ। কেননা ওরা আল্লাহর হালাল হারামের সীমাকে স্বেচ্ছাচারিতা করে লংঘন করেছিল। আল্লাহ্ সেই কথাই বলেছেন নিম্নোক্ত আয়াতে:

وعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ، وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ نَحْرُمَهُونَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الحَوَايَا أَوْمَا اخْتَلَطَ بِعَظَرٍ ذَلِكَ جزينهم يبقيهم وانا لصدقُون.َ

যারা ইয়াহুদী ধর্মমত গ্রহণ করেছে তাদের ওপর আমরা হারাম করে দিয়েছিলাম সবরকমের নখধারী পাখী, গরু-ছাগলের চর্বি- শুধু তা বাদে যা ওদের পৃষ্ঠে বা আঁতুরিতে কিংবা হাড়ের সঙ্গে লাগা আছে। আর তা তাদের বিদ্রোহাত্মক ভূমিকার প্রতিশোধ হিসেবেই আমরা তা করেছি। এরূপ করাতে আমরা নিঃসন্দেহে যথার্থ ও সত্যবাদীই ছিলাম। (সূরা আন'আম ১৪৬)

ইয়াহূদীরা কি ধরনের বিদ্রোহাত্মক ভূমিকা অবলম্বন করেছিল, কুরআনের অপর এক সূরায় তা বলে দেয়া হয়েছে। আয়াতটি এইঃ

فبظلم من الذينَ هَادُرُ خَارَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبت أحلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سبيل الله كثيرا - وأخلهم الربوا وقدتَهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بالباطل

যারা ইয়াহুদী মত গ্রহণ করে জুলুম করেছে, এ জুলুমের কারণে আমরা তাদের প্রতি সে সব জিনিসই হারাম করে দিয়েছি, যা তাদের জন্যে হালাল করে দেয়া হয়েছিল। সে সঙ্গে তাদের এ অপরাধের কারণেও যে, তারা লোকদেরকে খুব বেশি বাধা দিত, তারা সুদ গ্রহণ করত অথচ তা থেকে তাদের নিষেধ করে দেয়া হয়েছিল, আর তারা অবৈধ উপায়ে লোকদের ধন-মাল ভক্ষণ করত।

(সূরা আন-নিসা: ১৬০-১৬১)

উত্তরকালে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সর্বশেষ ও নবী-রাসূল আগমন সমাপ্তকারী রাসূল সব মানুষের জন্যে পাঠালেন। মানবতা এ সময় পূর্ণবয়স্কতা ও পুরামাত্রায় বিবেক-বুদ্ধি লাভ করেছিল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা অনুগ্রহ করে তাদের ওপর থেকে সাময়িকভাবে চালানো সেই হারামের দুর্বহ বোঝা দূর করে দিলেন। আহলি কিতাব লোকদের কাছে এ রিসালাতের পরিচয় ছিল- কুরআন মজীদে তার উল্লেখ করা হয়েছে এ ভাষায়:

يَجِدُونَهُ مكتوبا عندهم في النوارة والإنجيل يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا هُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخَيْتَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِم ْ

তারা তাদের কাছে রক্ষিত তওরাত ও ইঞ্জিলে তার কথা লিখিত দেখতে পায়। সে তাদের ভাল ভাল কাজের আদেশ করে, খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করে, তাদের জন্যে পাকপবিত্র জিনিসসমূহ হালাল ঘোষণা করে। আর তাদের ওপর যে সব দুর্বহ বোঝা ও শৃঙ্খলাদি চাপানো ছিল, তা তাদের ওপর থেকে নামিয়ে দেয়।

(সূরা আরাফ: ১৫৭)

অতঃপর অপরাধের কাফ্ফারা স্বরূপ ভাল, পবিত্র, উত্তম দ্রব্যাদি হারাম করার পরিবর্তে ইসলামে অন্যান্য পন্থা ও উপায়ের ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। গুনাহের কাফ্ফারার জন্যে খালেস

তওবার ব্যবস্থা করা হয়। পানি যেমন করে ময়লা-আবর্জনা ধুয়ে মুছে সাফ করে দেয়, তওবাও ঠিক তেমনি গুনাহ্ মাফ করিয়ে দেয়। এ ছাড়া এমন অনেক কাজেরও বিধান দেয়া হয়েছে, যা খারাপ কাজকে নির্মূল করে দেয়। দান-সাদকা ও গুনাহের আগুন নির্বাপিত করে, যেমন করে পানি নিভিয়ে দেয় আগুন। এছাড়া চলমান জীবনে এমন অনেক দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-মুসীবত ভোগ করতে হয় যা বান্দার গুণাহ-খাতা ও ভুল-ভ্রান্তি শুষ্ক পত্র-পল্লবের মতই ঝরিয়ে দেয়। এ কারণে ইসলামের এ সত্য অকাট্য হয়ে দেখা দিয়েছে যে, তা যা কিছু হারাম করেছে, তা অবশ্যই খারাপ, নিকৃষ্ট ও ক্ষতিকর।

বস্তুত যা খুব বেশি ও সম্পূর্ণ ক্ষতিকর তার উপকারের তুলনায় তাকেই হারাম করে দিয়েছে। যার যা খালেসভাবে উপকারী ও কল্যাণকর তাকে হালাল করে দেয়া হয়েছে। মদ্য ও জুয়া প্রসঙ্গে কুরআন মজীদে এ কথাই বলা হয়েছেঃ

يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ، قُلْ

فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَا فِعُ لِلنَّاسِ

وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا-

হে নবী! লোকেরা তোমার কাছে মদ্য ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তুমি বল, ও দুটোতে বড় গুনাহ্ রয়েছে, যদিও ফায়দাও কিছু রয়েছে, আর ও দুটো কল্যাণের তুলনায় ক্ষতিই অনেক বেশি।

(সূরা বাকারা: ২১৯)

এ প্রেক্ষিতে বলা যায়, ইসলামে হালাল কি- যখনই এরূপ প্রশ্ন করা হবে তখনই বলা যাবে পাক-পবিত্র কল্যাণকর দ্রব্যাদি অর্থাৎ সুস্থ মানব মন যেসব জিনিস ভাল ও উত্তম মনে করে এবং কোনরূপ আদত-অভ্যাসের বশবর্তী না হয়েও সব মানুষ মোটামুটিভাবে তা পছন্দ করে তা-ই হচ্ছে হালাল। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে:

يَسْأَلُونَكَ مَا ذَا أُحِلَّ لَهُمْ ، قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَت ُ

লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞেস করে তাদের জন্যে কি কি হালাল করা হয়েছে। হে নবী আপনি বলে দিন, তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে সে সব জিনিসই, যা পবিত্র-পরিচ্ছন্ন ও উত্তম-উৎকৃষ্ট।

অন্যত্র বলা হয়েছে:

اليوم أحل لكم الطيبة

আজ তোমাদের জন্যে হালাল করে দেয়া হয়েছে সেসব জিনিসই যা পাক-পবিত্র পরিচ্ছন্ন-উৎকৃষ্ট-ভাল।

যে কারণে আল্লাহ্ তা'আলা কোন জিনিসকে হারাম ঘোষণা করেছেন তা হচ্ছে সে জিনিসের নিকৃষ্টতা, খারাবি ও ক্ষতিকরতা। আর তা সব মুসলমানকেই বিস্তারিতভাবে জানতে হবে এমন কোন কথা নেই। কেননা সেসব বিষয়ে সঠিক জ্ঞান সমানভাবে সকলেরই থাকে না। হয়ত কেউ কেউ জানতে পারে আর অনেকেরই তা অজানা থেকে যায়। অনেক সময় একটি জিনিসের দোষ ও নিকৃষ্টতা হয়ত এখনও প্রকাশিত হয়নি, পরবর্তীকালে তা অবশ্যই আনা যাবে। এ অবস্থায় ঈমানদার ব্যাক্তিমাত্রেরই কর্তব্য আল্লাহর ঘোষণাকে অকুণ্ঠিত চিত্তে ও নিঃসংকোচে মেনে নেয়া। বলা যে, জানলাম ও মেনে নিলাম।

আল্লাহ্ তা'আলা শূকরের গোশ্ত হারাম করেছেন। মুসলিমরা শুধু এতটুকুই বুঝতে পারল যে, তা অত্যন্ত ঘৃণ্য ও খারাপ বলেই হারাম করা হয়েছে। কিন্তু কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান-বিজ্ঞানেরও অগ্রগতি ঘটে। তার ফলে জানা গেল যে, শুকরের গোশূতে এক প্রকার ধ্বংসাত্মক ও মানব হত্যাকারী বিষাক্ত জীবানু রয়েছে। কিন্তু শুকরের গোস্ত সংক্রান্ত এ জ্ঞান যদি নাও জানা যেত কিংবা এর চাইতে ভিন্নতর কিছুও জানা যেত তাহলেও মুসলিমদের আকীদা কখনও পরিবর্তন হতো না। কেননা আল্লাহর ঘোষণার তা নাপাক ও অত্যন্ত খারাপ।

দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ্য নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেনঃ

اتقوا المَلَاعَنِ الثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل

তিনটি অভিশাপ আহ্বানকারী জিনিস থেকে তোমরা দূরে থাক। তা হচ্ছে পানি পানের স্থানে, রাস্তার মাঝখানে ও ছায়াচ্ছন্ন স্থানে পায়খানা করা।।

(আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, হাকিম, বায়হাকী)

প্রাথমিককালে এ কথাটির তাৎপর্য শুধু এতটুকুই বোঝা গিয়েছিল যে, এ তিনটি স্থানে পায়খানা করা খুবই খারাপ কাজ ভদ্রতা, শূচিতা ও সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির পরিপন্থী। কিন্তু বৈজ্ঞনিক জ্ঞান বিকাশের ফলে উত্তরকালে আমরা জানতে পারলাম যে, এ কাজটি সাধারণ স্বাস্থ্যনীতির দৃষ্টিতে অত্যন্ত ক্ষতিকর। কেননা এ কাজের ফলে মারাত্মক ধরনের সংক্রমক রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে।

এ প্রেক্ষিতে বলা যায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের যতই বিকাশ ও অগ্রগতি সাধিত হবে, ইসলামী শরীয়তের বিধান রচনার মূলে নিহিত কারণ ও কল্যাণ-দৃষ্টি ততই বেশি উদ্‌ঘাটিত হতে থাকবে। হালাল-হারাম নির্ধারণের মৌল কারণ জানতে আর কিছুই বাকী থাকবে না। বস্তুত ইসলামী শরীয়তের মূলে রচয়িতার বিশ্বমানবতার প্রতি অকৃত্রিম কল্যাণ বিবেচনা নিহিত রয়েছে। আর তা হবেই না বা কেন? তা রচিত সে মহাজ্ঞানী, মহাবিজ্ঞানী অপরিসীম দয়াবান আল্লাহর। তাই কুরআন মজীদে বলা হয়েছে।

والله يعلم المفسد من المصلح ، ولوشَاءَ اللَّهُ لَاعْنَتَكُمْ ، إِنَّ اللَّهَ

عزيز حكيم

কোনটি বিপর্যয়কারী খারাপ এবং কোনটি কল্যাণকর- ভাল, তা আল্লাহ্ তা'আলা নির্ভুল ও সঠিকভাবে জানেন। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদের কঠিন কষ্টের মধ্যে নিক্ষেপ করতে পারতেন। (কিন্তু তিনি তা চান নি) নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বজয়ী দুর্জয়, মহাবিজ্ঞানী।

(সূরা বাকারা: ২২০)

৮. হালাল-হারাম নির্ধারণ ও ঘোষণার একমাত্র অধিকার মহান আল্লাহ্‌র :

একমাত্র আল্লাহ্‌ ছাড়া এ অধিকার অন্য কারো নেই, থাকতে পারে না। তিনি নিজেই এ কাজ করেছেন এবং তা তিনি তাঁর নিজের কালাম কুরআন মজীদে বলে দিয়েছেন, না হয় তাঁর নবী-রাসূলের বাণীতে ঘোষণা করিয়েছেন। হালাল-হারাম করণ পর্যায়ে আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তকে লংঘন করার কোন অধিকারই কারো নেই। ফিকাহবিদগণ তা করেনও নি। কুরআন মজীদে বলেই দেয়া হয়েছেঃ

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

আল্লাহ যা কিছু তোমাদের জন্যে হারাম করেছেন তা তিনি নিজেই সুস্পষ্ট ও ভিন্ন ভিন্ন করে তোমাদের জন্যে বলে দিয়েছেন। (সূরা আন'আমঃ ১১৯)

বস্তুত হালাল-হারাম নির্ধারণও কি জায়েয, কি নাজায়েয, তা মৌলিকভাবে ও নিজস্ব মর্জি অনুযায়ী চিহ্নিত করার কোন অধিকার বা কর্তৃত্বই ফিকাহবিদদের নেই। কেননা এটা তো দ্বীনী শরীয়ত রচনা পর্যায়ের কাজ। ফিকাহবিদগণ ইজতিহাদ করতে পারেন, শরীয়তের ব্যাপারে তাঁদের মতামত- নেতৃত্ব স্বীকৃতব্য। তা সত্ত্বেও তাঁরা কোন বিষয়ে ফতোয়া দিতে রীতিমত ভয় পেতেন। একজনের কাছে ফতোয়া চাওয়া হলে তিনি অন্য জনের কাছে যেতে বলে নিজে এ কাজ এড়িয়ে যেতেন। কেননা তাঁদের ভয় ছিল, এ কাজ করতে গিয়ে কোন ভুল করে বসতে পারেন, হালালকে হারাম বা এর বিপরীত করার অপরাধ হয়ে যেতে পারে। আর তা করা কিছুতেই উচিত হতে পারে না।

ইমাম শাফঈ তাঁর (আরবী) গ্রন্থে ইমাম আবূ হানীফার ছাত্র কাযী আবূ ইউসূফের কথা উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেছেনঃ

'আমি বিপুল সংখ্যক সুবিজ্ঞ সুবিজ্ঞ ও দ্বীন পারদর্শীদের দেখেছি। তাঁরা ফতোয়া দেয়া পছন্দ করেন না। কোন জিনিসকে তাঁরা সরাসরি হালাল বা হারাম বলার পরিবর্তে কুরআনে যা আছে, কোনরূপ ব্যাখ্যা ছাড়া তা বলে দেয়াকেই যথেষ্ট মনে করতেন। বিশিষ্ট তাবেয়ী আলেম ইবনুস সায়েব বলেছেনঃ তোমরা সে রকম লোক হবে না যে বলে, আল্লাহ্‌ অমুক জিনিসটি হালাল করেছেন কিংবা এটা আল্লাহর খুব পছন্দ। কেননা কিয়ামতের দিন আল্লাহ বলবেন, 'না আমি ওটাকে হালাল করেছিলাম, আর না ওটা আমার পছন্দ ছিল।' তেমনি সে ব্যক্তির মতও যেন তোমার অবস্থা না হয়, যে বলে 'অমুক জিনিসটা আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন। কিন্তু কিয়ামতের দিন আল্লাহ বলবেন, 'তুই মিথ্যাবাদী, আমি তো ওটাকে হারাম করিনি, ও

কাজ করতে নিষেধও করে দেইনি। কূফার প্রখ্যাত তাবেয়ী ফিকাহ্ বিশারদ ইবরাহীম নখয়ী সম্পর্কে উদ্ধৃত হয়েছে, তাঁর ছাত্র-শাগরিদগণ যখন ফতোয়া দিতেন, তখন, এটা মাকরূহ কিংবা এতে কোন দোষ নেই, প্রভৃতি ধরণের কথা বলতেন। কেননা কোন জিনিসকে হালাল বা হারাম বলে নির্ধারণ করার মত দায়িত্বহীন কাজ আর কিছু হতে পারে না।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেছেনঃ

যে জিনিসটার হারাম হওয়ার কথা নিশ্চিত-নির্দিষ্ট-অকাট্যভাবে জানা গেছে, কেবলমাত্র সেই জিনিসটা ছাড়া অন্য কোন জিনিসের ক্ষেত্রে প্রাথমিক কালের মনীষীগণ কখনও হারাম শব্দটি প্রয়োগ করতেন না।

অনুরূপভাবে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র.- কে কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে জবাবে তিনি বলতেনঃ আমি ওটাকে মাকরূহ মনে করি অথবা আমি ওটাকে ভাল মনে করি না বা পছন্দ করি না'। ইমাম মালিক, ইমাম আবূ হানীফা ও অন্যান্য ইমামদের সম্পর্কেও এ কথাই সত্য।

৯. হারাম উপার্জনকারীর ইবাদত কবুল হয় না :

মানবজীবনে হালাল উপার্জনের গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ তাআলা জীবন-জীবিকার জন্য অর্থ-সম্পদ বা খাদ্য-দ্রব্য সংগ্রহ করার নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন, 'যখন নামাজ শেষ হয় তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তথা রিজিক অনুসন্ধান করো। আর বেশি পরিমাণে আল্লাহর স্মরণ করো; যেন তোমরা সফলকাম হতে পার।

(সুরা : জুমুআ, আয়াত : ১০)
পবিত্র কোরআন ও হাদিসে হালাল উৎস থেকে উপার্জনের পাশাপাশি হালাল পথে ব্যয় করার নির্দেশনা রয়েছে। উল্লিখিত আয়াতে জীবিকার কথার আগে নামাজ এবং পরে আল্লাহর স্মরণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ জীবনের সব ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান অনুসরণ এবং আল্লাহভীতি অন্তরে জাগ্রত রাখা জরুরি।

ইবাদত কবুলের অন্যতম শর্ত হালাল উপার্জন : পৃথিবীতে মানবজাতির আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য, আল্লাহর ইবাদত করা।

ইরশাদ হয়েছে, 'আমি জিন ও মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছি যেন তারা আমার ইবাদত করবে।' (সুরা : জারিয়াত, আয়াত : ৫৬)
আর আল্লাহর কাছে ইবাদত গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য উপার্জন হালাল উপায়ে হওয়া জরুরি। রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, "হে মানুষ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা অতিপবিত্র। তাই তিনি পবিত্র বস্তু ছাড়া কোনো কিছু গ্রহণ করেন না।

আল্লাহ তাআলা রাসুলদের যা আদেশ করেছেন; মুমিনদেরও তাই আদেশ করেছেন। এরপর তিনি তিলাওয়াত করেন, 'হে রাসুলরা, তোমরা পবিত্র খাদ্য আহার করো এবং ভালো কাজ করে যাও। তোমরা যেসব কাজ করো তা সম্পর্কে আমি পরিপূর্ণ অবগত।'" (সুরা : মুমিনুন, আয়াত : ৫১)
তিনি আরো তিলাওয়াত করেন, 'হে ঈমানদার লোকেরা, আমি তোমাদের যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে তোমরা পবিত্র ও উৎকৃষ্ট বস্তুগুলো আহার করো।' এরপর তিনি এক ব্যক্তির কথা বর্ণনা করে বললেন, দীর্ঘ ভ্রমণের এলোমেলো চুল ধুলামলিন চেহারার ব্যক্তির দুই হাত

আকাশের দিকে তুলে বলছে, হে আমার রব, হে আমার রব, অথচ তার আহার হারাম, পানীয় হারাম, পোশাক-পরিচ্ছদ হারাম।

তার হারাম খাবার দিয়ে পুরো দেহ গড়ে উঠেছে। তাহলে তার এত দোয়া কিভাবে কবুল হবে?' (মুসলিম, হাদিস : ১০১৫)

সবার জন্য হালাল উপার্জনের বিধান : ইসলামসহ সব ধর্মেই বৈধ উপায়ে অর্থ-সম্পদ উপার্জন ও ন্যায়সংগত পথে তা ব্যয়ের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ শুধু মুসলিমদের নয়; বরং রাব্বুল আলামিন তথা বিশ্বজগতের প্রতিপালক হিসেবে পুরো মানবজাতিকে হালাল ও স্বাস্থ্যসম্মত খাবার গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। কোরআনে বর্ণিত হয়েছে, 'হে মানবজাতি, তোমরা পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র বস্তুসামগ্রী আহার করো, আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, নিঃসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। সে তো তোমাদের মন্দ ও অশ্লীল কাজ এবং তোমরা যেন আল্লাহর ব্যাপারে জান না এমন কথা বলার নির্দেশ দেয়।' (সুরা : বাকারা, আয়াত : ১৬৮-১৬৯)

অর্থ-সম্পদ হারাম হওয়ার অন্যতম কারণ সুদ : হালালের বিপরীত শব্দ হারাম। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুদী লেনদেনের কারণে উপার্জিত অর্থ-সম্পদ হারাম হয়। ইসলাম ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল আর সুদকে হারাম করেছে। ইরশাদ হয়েছে, 'আল্লাহ তাআলা ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল এবং সুদকে হারাম করেছেন। (সুরা : বাকারা, আয়াত :২৭৫)

সুদ সাধারণত দুই ধরনের হয়। এক. ঋণ প্রদান করে লাভ গ্রহণ করা। যেমন হাদিসে বর্ণিত, 'যে ঋণ লাভ নিয়ে আসে তা-ই সুদ।' দুই. বিনিয়োগে নির্ধারিত পরিমাণ লাভ আদান-প্রদান করা।

অথচ বর্তমান সমাজের বেশির ভাগ মুসলমান হালাল বিধানের অনুসরণ করে না। সুদের শাস্তি হিসেবে পার্থিব জীবনের অশান্তি, অস্থিরতা ও দুশ্চিন্তার পাশাপাশি পরকালেও তাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি। সুদ, ঘুষসহ সব ধরনের অবৈধ উপার্জনে আসল সুখ ও শান্তি নেই। আল্লাহ তা দেন না। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বাড়িয়ে দেন। (সুরা : বাকারা, আয়াত : ২৭৬)

দুর্নীতি হালাল উপার্জনের অন্তরায় : যেকোনো উপায়ে অন্যের অর্থ-সম্পদ ভোগ করা তথা নীতিবিরোধী সব কাজই দুর্নীতির অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। আর অনৈতিক সুবিধা বা স্বার্থ

হাসিল করতে দায়িত্বশীলকে বৈষয়িক সুবিধা দেওয়ার নাম ঘুষ বা উৎকাচ। অতএব দায়িত্ব পালন করে সেবা গ্রহিতার কাছ থেকে কোনো সুবিধা গ্রহণ করা, দায়িত্ব পালন না করেই বেতন গ্রহণ করা বা পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ে মিথ্যা মূল্য নির্ধারণ, প্রকল্পে অনিয়ম, নিয়োগ বা বদলি বাণিজ্য ইত্যাদি দুর্নীতির শামিল হবে। এ ছাড়া চোরাচালান কারবারি, পণ্য মজুদ, শুল্ক ফাঁকি, খাবারে ভেজাল মেশানো, ওজনে কম-বেশি করাও দুর্নীতি বলে গণ্য হবে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, 'তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস কোরো না, আর জেনে-বুঝে অন্যায়ভাবে মানুষের সামান্য পরিমাণ সম্পদ গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিচারকদের কাছে পেশ কোরো না। (সুরা বাকারা, আয়াত : ১৮৮)

হালাল উপার্জনের উপকারিতা : অন্যদিকে হালাল উপার্জনে আছে অফুরন্ত উপকার ও বরকত। হালাল অন্তরকে আলোকিত করে। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রশান্তি, পরিতৃপ্তি ও ভয়মিশ্রিত অনভূতি দান করে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বিশিষ্ট সাহাবি সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা)-কে ডেকে বলেন, 'হে সাদ, তোমার খাবার পবিত্র করো। তাহলে তোমার দোয়া কবুল হবে। (তাবরানি, মুজামুল আওসাত, হাদিস : ৬৪৯৫)

মহান আল্লাহ আমাদের হালাল উপার্জন ও হারাম কাজ থেকে বেঁচে থাকার তাওফিক দান করুন।

ইসলামী জীবন
প্রকাশ: ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ ০০:০০
ড. মুফতি ওয়ালীয়ুর রহমান খান
লেখক : মুহাদ্দিস, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

১০. হালালকে হারাম ও হারামকে হালালকরণ শিরক পর্যায়ে অপরাধ :

যে সব লোক নিজ নিজ স্বভাবে হালাল-হারামকরণের অধিকারী বলে নিজেদের মনে করে, ইসলাম তাদের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেছে।

বিশেষভাবে হালালকে যারা হারাম বলে, তাদের ওপর ইসলামের আক্রমণ অত্যন্ত কঠোর। কেননা এর ফলে মানুষ অকারণ সংকীর্ণতা ও কৃষ্ণতার মধ্যে পড়ে যায়, অথচ আল্লাহ্ তো বিপুল প্রশস্ততা দান করেছেন। এরূপ নীতির ফলে লোকদের মনে ভিত্তিহীন কৃষ্ণতা ও সূক্ষ্মতি সূক্ষ্মতা অবলম্বনের প্রবণতা প্রবল হয়ে উঠে অথচ নবী করীম (স) এ কৃষ্ণতা সূক্ষ্মতি সূক্ষ্মতার প্রবণতাকে কঠোর ভাষায় পরিহার করে চলতে বলেছেন। এ নীতি অবলম্বনকারীদের প্রতি তিনি তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেনঃ

الا هَلَكَ المُتَنَطِعُونَ إلا هَلَكَ المُتَنطِعُونَ - الاهلكَ المُتَنطِعُون.َ

সাবধান। দ্বীন-ইসলামের খুঁটিনাটি ব্যাপারে কঠোরতাকারীরা ধ্বংস হয়ে গেছে ধ্বংস হয়ে গেছে.. ধ্বংস হয়ে গেছে। (মুসলিম, আহমাদ, আবূ দাউদ)

তিনি মুহাম্মাদী রিসালাতের বৈশিষ্ঠ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন:

)مسند احمد(

بُعِثْتُ بِالحَنِيفِيَّةِ السَّمْحة-

আমি এমন এক দ্বীনসহ প্রেরিত হয়েছি, যা একমুখী, ঐকান্তিক ও সুপ্রশস্ত।

বস্তুত দ্বীন ইসলাম যে আকীদা-বিশ্বাস ও তওহীদ-স্রষ্টাকে সর্বদিক দিয়ে এক ও অংশীদারহীন মান্য করার ব্যাপারে একক আদর্শবাদী এবং শরীয়াত ও কর্মবিধানের ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদার ও প্রশস্ত, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। শিরক এবং হালালকে হারাম করণের কাজটি তার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

একটি হাদীসে নবী করীম (স) জানিয়েছেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন:

اني خلقت عبادي حُنَفَاءَ وَأَنَّهُمْ اتَّلَهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دينهِمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ وَأَمَرَ لَهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَالَمْ انزل به سلطنا .(مسلم(

আমি আমার বান্দাদের একমুখী ঐকান্তিক আদর্শের ওপর সৃষ্টি করেছি। কিন্তু শয়তানেরা তাদের প্ররোচিত ও বিভ্রান্ত করেছে। তাদের ওপর সেসব জিনিসকে হারাম করে দিয়েছে, যা আমি হালাল করেছিলাম। তাদের হুকুম দিয়েছে আমার সাথে এমন কিছুকে শরীক বানাবার, যাদের আমার সাথে শরীক হওয়ার কোন সনদ আমি কখনই নাযিল করিনি। (মুসলিম) |

এ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, হালালকে হারাম বলা শিরক পর্যায়ের কাজ। আরব মুশরিকরা যে শিরক করত, মূর্তিপূজা করত, ক্ষেত-ফসল ও জন্তু-জানোয়ারের ন্যায় পবিত্র জিনিসগুলোকে নিজেদের জন্যে হারাম বানিয়ে নিয়েছিল, কুরআন মজীদ সেজন্যে তাদের প্রতি তীব্র রোষ প্রকাশ করেছে। কেননা এগুলো সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা কোন সনদ বা সমর্থন নাযিল করেন নি। বহীরা, সায়েরা, অসীলা ও হাম- এসবই ছিল তাদের হারাম করা অস্ত্রগুলোর নাম। উষ্ট্রী পাঁচটি বাচ্চা প্রসব করলে ও শেষ বাচ্চাটি পুরুষ হলে' এ মুশরিকরা সে উস্ট্রিটির কান কেটে দিত। তার পৃষ্ঠে সওয়ার হওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করে তাদের উপাস্য দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে মুক্ত করে দিত। অতঃপর সে উস্ত্রীটিকে যবেহ করা বা তার ওপর বোঝা চাপানো সবই সম্পূর্ণ হারাম বলে ঘোষণা করত। পানি-ঘাট কিংবা চারণভূমি থেকে সেটাকে তাড়ানও সম্ভবপর হতো না। এ উষ্ট্রীটির নাম দিত 'বহীরা' অর্থাৎ কান কাটা উষ্ট্রী। 'সায়েরা' বলা হতো সে উস্ত্রীটিকে যেটিকে তার মালিক বিদেশ সফর থেকে ফিরে এসে বা রোগমুক্তি লাভ করে দেবতাদের নামে উৎসর্গ করে ছেড়ে দিত। ছাগী স্ত্রী ছানা প্রসব করলে নিজের অধিকারের মনে করত। আর পুরুষ ছানা প্রসব করলে মনে করত ওটার ওপর দেবতাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। আর পুরুষ স্ত্রী উভয় ধরনের ছানা প্রসব করলে পুরুষ ছানাকে দেবতাদের উদ্দেশ্যে বলিদানের পরিবর্তে সেটাকে মুক্ত করে দিত। তখন সেটার নাম হত 'অসীলা'। আর যে উষ্ট্রীর শাবকের শাবক বোঝা বহনের উপযুক্ত হতো সে বৃদ্ধা উষ্ট্রীকে বোঝা বহন ও সওয়ারীর কাজে ব্যবহার করা নষিদ্ধ হয়ে যেত। এটারই নাম হতো 'হাম'।

এভাবে এ জন্তুগুলোকে হারাম মনে করাকে কুরআন মজীদ তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করেছে। পিতৃ পুরুষদের অন্ধ অনুসরণ করতে গিয়ে এ ধরনের কাজ করা যে কোনক্রমেই উচিত নয়, তা কুরআন মজীদ সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছে।

বলা হয়েছে:

مَا جَعَلَ اللَّهَ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهُ الْكَذِبَ ، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ - وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى
مَا انْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَاءَنَا ، أَوَلَوكَانَ أَبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُون شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُون- ۞

আল্লাহ্ বহীরা, সায়েরা, অসীলা এবং হাম প্রভৃতি কিছুই বানান নি। এ কাফিররা আল্লাহর নামে মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে। ওদের অধিকাংশই নির্বোধ। ওদের যখনই আহ্বান করা হয় যে, আল্লাহর নাযিল করা বিধান গ্রহণ কর এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, তখন ওরা বলে যে, আমাদের বাপ-দাদার কাছ থেকে পাওয়া রীতিনীতিই আমাদের জন্যে যথেষ্ট। অথচ ওদের বাপ-দাদারা কিছুই জানত না, সত্য পথ-প্রাপ্তও ছিল না তারা, তা সত্ত্বেও কি ওরা তাদের পথ অনুসরণ করে চলতে থাকবে। (সূরা মায়িদা: ১০৩-১০৪)

সূরা আল-আ'রাফ-এ প্রকৃত হারাম জিনিসগুলোর উল্লেখ করে বলা হয়েছে:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَتِ مِنَ الرِّزْق- ۞

বল, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের জন্যে যেসব সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন এবং যেসব পবিত্র রিঙ্কের ব্যবস্থা করেছেন, সে সবকে কে হারাম করে দিল?

(সূরা আল-আরাফ: ৩২)

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْى بِغَيْرِ الْحَقّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى
الله مَالَا تَعْلَمُون- ۞

الاعراف(٣٣)

বল, আমার রব্ব তো এসব জিনিস হারাম ঘোষণা করেছেন; নির্লজ্জতার কাজ, প্রকাশ্য বা গোপনীয় পাপ, অকারণ ও অন্যায় বাড়াবাড়ি, আর আল্লাহর সাথে শিরক করা, যার সমর্থনে তিনি কোন সনদ নাযিল করেন নি। সেই সঙ্গে যা জানো না, তা আল্লাহর নামে বলা।

হালাল ও হারামকরণ সংক্রান্ত এ বিতর্ক মক্কী সূরাসমূহে উদ্ধৃত হয়েছে। তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, কুরআনের দৃষ্টিতে এ ব্যাপারটি ছোটখাটো ও খুঁটিনাটি বা গুরুত্বহীন নয়। বরং এটার সম্পর্ক ইসলামের মৌল নীতি ও সামগ্রিক আদর্শের সাথে।

মদীনা শরীফে মুসলমানদের মধ্যে কৃষ্ণতা ও পরিত্র জিনিসগুলোকে নিজেদের ওপর হারাম করার প্রবনতা তীব্রভাবে দেখা দেয়। এ পর্যায়ে আল্লাহ্ তা'আলা অকাট্য ও সুস্পষ্ট আয়াত নাযিল করে তাদেরকে আল্লাহর নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকতে ও সিরাতুল মুস্তাকীমের ওপর অবিচল হয়ে চলতে বলেছেন। তার ইরশাদ হচ্ছে:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ - وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا - وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي انتُم بِهِ مُؤْمِنُون. ۘ

হে ঈমানদার লোকেরা। আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে যেসব পবিত্র দ্রব্য হালাল করেছেন, সে সবকে তোমরা 'হারাম' মনে করো না। আর সীমালংঘন করবে না। নিশ্চিত জানবে, সীমালংঘনকারীদের আল্লাহ্ আদৌ পছন্দ করেন না। আল্লাহ্ যেসব হালাল ও পবিত্র রিক তোমাদের দান করেছেন তোমরা তা ভক্ষণ কর। সে সঙ্গে সেই আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যাঁর প্রতি তোমরা ঈমানদার বলে দাবি করছ।
(সূরা মায়িদা: ৮৭-৮৮) |

১১. উপসংহার :

ইসলাম কল্যাণকর এক মহতি জীবন ব্যবস্থা এতে যাবতিয় পবিত্র ও উত্তম বিষয় ও বস্তুকে বৈধ করা হয়েছে। কেননা বস্তু মাত্রের মাঝেই কিছু কল্যাণ ও কিছু অকল্যাণের সমাহার রয়েছে। গুনাগুণের বিচারে যে বস্তুতে মানুষের জন্য কল্যানকর উপাদানের পরিমাণ বেশী, অকল্যানের পরিমাণ কম, সেই গুলোকেই মহান আল্লাহ মানুষের জন্য হালাল করে দিয়েছেন। আর যে সকল বস্তুতে কল্যান কম অথচ অকল্যানের পরিমাণ বেশী, সেগুলোকে মনুষের জন্য হারাম করে দিয়েছেন। (যেমন মদ হারাম হওয়ার কারণ কুরআনে বিধৃত হয়েছে) অতএব, আমাদেরক খাওয়া-দাওয়া, পোষাক-আষাক এবং বিভিন্ন দ্রব্য সামগী্রর ব্যবহার, এমনকি যাবতীয় আয় উপার্জনের ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, সেগুলো যেন হালাল ও উত্তম হয়। যা মানব দেহের জন্য ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্নক পদার্থ্য দিয়ে তৈরী অথবা যা মানুষের মানবতা বোধকে ধ্বংস করে অথবা যা মানুষের জন্য পাশবিকতার জন্ম দেয় এবং তার সংযমী স্বভাবকে বিনষ্ট করে! কিংবা যা মানুষের আধ্যাতিক ও নৈতিক ক্ষতির (ব্যধি) কারণ হয়, এসকল বস্তু ও উপার্জন মাধ্যম অবশ্যই পরিহার করতে হবে। তাছাড়া যেসব উপায় দম্ভ, অহংকার জন্ম দেয়, পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধকে নষ্ট করে, নিষিদ্ধ ভোগ-বিলাসের প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করে, জুলুম-স্বেচ্ছাচারিতা ও আত্নকেন্দ্রিকতার জন্ম দেয়, দুশ্চরিত্রের প্রতিধাবিত করে, মুসলমানদেরকে অবশ্যই এসব মাধ্যম বর্জন করতে হবে। আমাদের রুজি-রোজগার যখন এসব থেকে পূতপবিত্র হবে তখনই তা হালাল ও সিদ্ধ হবে।

সকল মুমিন নর-নারীর উচিত হারাম উপার্জন থেকে বেঁচে থাকা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِنَّهُ لَا يَرْبُوْ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلَّا كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ ِ

‘হারাম দ্বারা যে সমস্ত দেহ গঠিত হয়েছে জাহান্নামই তার জন্য অধিক উপযোগী’।[30] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরও বলেন,

لاَ تَزُوْلُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلاَه -ُ

‘কিয়ামত দিবসে কোন বান্দা তার পা সরাতে পারবে না যতক্ষণ তার বয়স সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে, কোথায় তা নিঃশেষ করেছে; তার জ্ঞান সম্পর্কে, যাতে সে কি কাজ করেছে; তার

সম্পদ সম্পর্কে, কোথা থেকে তা উপার্জন করেছে ও তা কোথায় ব্যয় করেছে; তার দেহ সম্পর্কে, কিসে তা জীর্ণ করেছে’।[31]

তাই আসুন, আমরা হারাম থেকে বেঁচে থাকি এবং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ মোতাবেক আমাদের সার্বিক জীবন পরিচালনা করি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!